পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 112 Tuesday, 24 March, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১১২ সংখ্যা ❋ ৯ চৈত্র ১৪৩২, মঙ্গলবার, ২৪ মার্চ ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

গ্রীষ্মে বিদ্যুৎ সঙ্কটের আশঙ্কা?
যুদ্ধের প্রভাব নিয়ে সংসদে আশ্বাস মোদির-‘ কয়লা, বিকল্প শক্তিতে জোর’

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ ঃ আন্তর্জাতিক অস্থিরতা এবং যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রভাব ইতিমধ্যেই সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে পড়তে শুরু করেছে। রান্নার গ্যাসের জোগান ঘাটতি, মূল্যবৃদ্ধি এবং সরবরাহের অনিশ্চযতায় নাজেহাল মধ্যবিত্ত। বহু জায়গায় গ্যাস না পেয়ে মানুষ বাধ্য হচ্ছেন বিকল্প হিসেবে ইন্ডাকশন বা মাইক্রোওভেনের ওপর নির্ভর করতে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যুতের ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। এরই মধ্যে সামনে আসছে তীব্র গ্রীষ্মকাল, যখন পাখা, কুলার ও এসির ব্যবহার বেড়ে যাবে কয়েকগুণ। এই প্রেক্ষাপটে ব। প্রশ্ন-গ্যাসের মতো বিদ্যুতেও কি টান প।বে? এই উদ্বেগের মধ্যেই সংসদে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার সংসদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি স্পষ্টভাবে জানান, দেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি নিয়ে আতঙ্কের কোনও কারণ নেই এবং সরকার আগাম প্রস্তুতি নিয়েই এগোচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সামনে গ্রীষ্মকাল। এই সময় স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যুতের চাহিদা বাড়বে। তবে দেশের বিদ্যুকেন্দ্রগুলিতে পর্যাপ্ত কয়লার মজুত রয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর নিয়মিত নজর রাখা হচ্ছে। তাঁর এই বক্তব্যে স্পষ্ট, সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহে কোনও ঘাটতি রাখতে চাইছে না। শুধু প্রচলিত শক্তির ওপর নির্ভর না করে বিকল্প শক্তির দিকেও জোর দিচ্ছে কেন্দ্র। মোদি জানান, সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। পাশাপাশি পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাঁর মতে, ভবিষ্যতের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নবীকরণযোগ্য শক্তির প্রসার অত্যন্ত জরুরি। তিনি আরও বলেন, ভারত এখন শক্তির ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার দিকে এগোচ্ছে। শক্তি শুধু দৈনন্দিন জীবনের অংশ নয়, এটি দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। তাই আন্তর্জাতিক অস্থিরতার প্রভাব যাতে ভারতের অর্থনীতিতে কম পড়ে, সে দিকেও নজর দিচ্ছে সরকার। জ্বালানি সাশ্রয় এবং পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থার প্রসঙ্গও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, দেশে বৈদ্যুতিক পরিবহণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে জোর দেওয়া হয়েছে। মেট্রো ও রেলের পাশাপাশি রাজ্যগুলিকে ইলেকট্রিক বাস দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে জ্বালানি খরচ কমবে এবং পরিবেশের ওপর চাপও হ্রাস পাবে। গ্যাস সঙ্কট প্রসঙ্গেও আশ্বাস দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের অভ্যন্তরীণ গ্যাস উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পেট্রল ও ডিজেলের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কয়লা, এলপিজি ও এলএনজি আমদানির ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য আনা হয়েছে, যাতে কোনও একটি উসের ওপর নির্ভরতা কমানো যায়। তিনি উল্লেখ করেন, বর্তমানে ভারত ৪১টি দেশ থেকে জ্বালানি আমদানি করছে। এমনকি যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও একাধিক জাহাজ নিরাপদে হরমুজ প্রণালী পেরিয়ে ভারতে পৌঁছেছে। ফলে সরবরাহ ব্যবস্থায় ব। ধরনের কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি। সংসদে এই বক্তব্য দেওয়ার আগে রবিবার একটি উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠকও করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হয়। সেই বৈঠকের পরই সংসদে আশ্বাসমূলক বার্তা দেন তিনি। বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের প্রধান উদ্বেগ-দৈনন্দিন খরচের চাপ এবং জ্বালানির প্রাপ্যতা। সেই দিক থেকে প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, সরকার পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে এবং প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নিচ্ছে। তবে বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, গ্রীষ্মকালে বিদ্যুতের চাহিদা রেকর্ড মাত্রায় পৌঁছাতে পারে। তাই বাস্তবে সরবরাহ ব্যবস্থার কার্যকারিতা কতটা বজায় থাকে, সেটাই এখন দেখার বিষয়। সব মিলিয়ে, যুদ্ধের প্রভাব ও গ্রীষ্মের চাহিদা-এই দুইয়ের চাপে জ্বালানি পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ থাকলেও, কেন্দ্রের তরফে স্পষ্ট বার্তা-পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এখন সময়ই বলবে, এই প্রস্তুতি বাস্তবে কতটা কার্যকর হয় এবং সাধারণ মানুষ কতটা স্বস্তি পায়। সামনে আসা তীব্র গ্রীষ্ম এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে জ্বালানি ও বিদ্যুতের ওপর চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে প্রধানমন্ত্রী নরে ঃ দ্র মোদি সংসদে স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, দেশে বিদ্যুতের পর্যাপ্ত মজুত এবং সরবরাহ ব্যবস্থার নজরদারি রয়েছে। পাশাপাশি বিকল্প শক্তি-সৌর ও পারমাণবিক শক্তির উপাদন বা।ানো হচ্ছে, বৈদ্যুতিক পরিবহণ সম্প্রসারণের মতো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এবং জ্বালানি আমদানি বৈচিত্র্য আনা হচ্ছে। এই সব উদ্যোগ ভারতের মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মানুষকে বিদ্যু ও জ্বালানি সঙ্কট থেকে রক্ষা করতে সহায়ক হবে। সব মিলিয়ে বলা যায়, সরকার সচেতনভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে যাতে গ্রীষ্মের দাবদাহ এবং আন্তর্জাতিক অস্থিরতার মধ্যে দেশের বিদ্যু ও জ্বালানি ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন ও স্থিতিশীল থাকে।

মমতার ‘ঘর সামলাও’ বার্তা
ভবানীপুরে ঝাঁপালেন ফিরহাদ, হাইভোল্টেজ লড়াইয়ে জোরদার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৩ মার্চ ঃ দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর কেন্দ্রকে ঘিরে এবার বিধানসভা নির্বাচনে তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। এই কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর রাজনৈতিক শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। তবে এবারের নির্বাচনে পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। কারণ, এই কেন্দ্রেই বিজেপির প্রার্থী হিসেবে লড়াইয়ে নেমেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ফলে ভবানীপুর এখন রাজ্যের অন্যতম ‘ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। রবিবার ভবানীপুরে কর্মিসভা করে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, আমি সারা বাংলায় দৌড়াচ্ছি, আমার ঘর তোরা সামলাস। এই এক বাক্যেই তিনি দলের স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। সেই নির্দেশের পরেই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন নির্বাচনী প্রচারে। এই প্রচারের অন্যতম মুখ হয়ে উঠেছেন কলকাতার মেয়র ও রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। নেত্রীর নির্দেশ পাওয়ার পরই তিনি ভবানীপুর ও সংলগ্ন এলাকায় জোরকদমে প্রচার শুরু করেছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা গেছে তাঁর মেয়ে প্রিয়দর্শিনী হাকিমকেও, যা প্রচারে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সোমবার চেতলা, আলিপুর ও ভবানীপুরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে প্রচার করেন ফিরহাদ। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে ভোটের আবেদন জানান তিনি। প্রচারের ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, এখানকার মানুষ মমতা বঃ দ্যাপাধ্যায়কে তাঁদের ঘরের মেয়ে বলে মনে করেন। চেতলা, আলিপুর, ভবানীপুর-সব জায়গাতেই মানুষ ভাবেন, মমতাদি তাঁদের নিজের মানুষ।

তিনি আরও যোগ করেন, মমতাদি এখানে জন্মেছেন, ব। হয়েছেন। এখানে তাঁর বহু পুরনো সম্পর্ক রয়েছে। অসংখ্য স্কুল-কলেজের বন্ধু আছেন। তাই আলাদা করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই, মানুষ নিজে থেকেই তাঁকে সমর্থন করবেন। তাঁর এই বক্তব্যে স্পষ্ট, তৃণমূল ভবানীপুরে আবেগ ও ব্যক্তিগত সংযোগকে ব। অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে। এই কেন্দ্রে লড়াইয়ের গুরুত্ব আরও বে।ছে কারণ, বিজেপির হয়ে প্রার্থী হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন, এই কেন্দ্র থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানোই তাঁর লক্ষ্য। ফলে রাজনৈতিক মহলে এই আসন ঘিরে বা।তি নজর তৈরি হয়েছে। তবে তৃণমূল শিবির এই চ্যালেঞ্জকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ। ফিরহাদ হাকিম স্পষ্টভাবে বলেন, শুভেন্দু অধিকারী কোনও ফ্যাক্টরই নয়। তৃণমূল সবসময় মানুষের পাশে থাকে। মানুষই আমাদের শক্তি। তাঁর দাবি, ভবানীপুরে তৃণমূলের সংগঠন মজবুত এবং সাধারণ মানুষের সমর্থন তাদের পক্ষেই রয়েছে। এদিকে, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-ও এই কেন্দ্রে বড় ব্যবধানে জয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। তাঁর বার্তায় স্পষ্ট, শুধু জয় নয়, ব্যবধান বা।ানোই এবার দলের প্রধান লক্ষ্য। যদিও ভবানীপুর কেন্দ্র নিয়ে এত আলোচনা হচ্ছে, তবুও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গোটা রাজ্যেই সমান গুরুত্ব দিচ্ছেন। ২৯৪টি আসনেই তাঁর মুখকে সামনে রেখে প্রচার চালাচ্ছে তৃণমূল। খুব শীঘ্রই রাজ্যজুড়ে তাঁর নির্বাচনী সফরের সূচিও ঘোষণা করা হবে বলে জানা গেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভবানীপুরে এই লড়াই শুধু একটি আসনের ল।াই নয়, বরং এটি প্রতীকী গুরুত্ব বহন করছে। একদিকে রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের জনসংযোগ ও ‘ঘরের মেয়ে’ ইমেজ, অন্যদিকে রয়েছে বিজেপির আক্রমণাত্মক প্রচার এবং শুভেন্দু অধিকারীর ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জ। সব মিলিয়ে, মমতার বার্তার পর তৃণমূল যেভাবে দ্রুত মাঠে নেমে প।ছে, তা থেকে স্পষ্ট-এই কেন্দ্রকে কোনওভাবেই হালকা করে দেখছে না দল। এখন দেখার, ভবানীপুরের ভোটাররা শেষ পর্যন্ত কাকে সমর্থন করেন এবং এই হাইভোল্টেজ লড়াই কোন দিকে মোড় নেয়।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর জন্য বাংলার টিপস জেলা শাসকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৩ মার্চ ঃকোচবিহারে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় ঘটে যাওয়া শীতলকুচির ট্রাজেডি এখনও রাজনীতিতে একটি সতর্কবার্তা হিসেবে রয়ে .গেছে। সেই ঘটনার স্মরণে এবার জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ভোটকালীন নিরাপত্তা, জনসচেতনতা ও স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছে। শুধুমাত্র অস্ত্র হাতে রাখা বা রুট মার্চ করা যথেষ্ট নয়, ভোটারদের সঙ্গে কথোপকথন এবং আস্থা অর্জন অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করা হচ্ছে। রবিবার কোচবিহারে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে কেঃন্দ্রীয় বাহিনীর নোডাল অফিসারদের সঙ্গে নিরাপত্তা বিষয়ক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বাংলা ভাষার কিছু প্রাথমিক বাক্য শেখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যেমন-চিন্তা করবেন না, সব ঠিক আছে, বা আপনাদের নিরাপত্তা আমরা নিশ্চিত করবো। এই শব্দ ও বাক্যগুলো ব্যবহার করে বাহিনী স্থানীয় মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে এবং অপ্রয়োজনীয় আতঙ্ক এড়াতে পারবে। জেলা প্রশাসনের দাবি, শুধুমাত্র অস্ত্রধারী জওয়ানকে মাঠে রাখা বা রুট মার্চ করলেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। ভোটারদের সঙ্গে কথোপকথন, তাঁদের উদ্বেগ শোনা এবং আস্থা অর্জন করা এই নির্বাচনের নিরাপত্তা পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গত বিধানসভা নির্বাচনের শীতলকুচি গুলিকাণ্ডের পর প্রশাসন।

‘অফিসার শূন্যতা’ তৈরি করছে কমিশন?-হাই কোর্টে বিস্ফোরক সওয়াল কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৩ মার্চ ঃ ভোট ঘোষণার পর পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনে নজিরবিহীন রদবদল ঘিরে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব থেকে শুরু করে একাধিক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিককে বদলি বা সরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা নিয়ে। এই ইস্যুতে এবার সরাসরি আইনি ল।াই শুরু হয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট-এ। মামলার শুনানিতে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে সওয়াল করতে গিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আদালতে দাঁড়িয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই পরিকল্পিতভাবে রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোকে দুর্বল করে দেওয়া হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই ৬৩ জন পুলিশ অফিসারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ১৬ জন আইএএস আধিকারিককেও বদলি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ১৩ জন পুলিশ সুপারকেও দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে। আরও উদ্বেগজনক বিষয়, অনেক আধিকারিককে কোনও নতুন দায়িত্বও দেওয়া হয়নি, ফলে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ স্তরে কার্যত শূন্যতা তৈরি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আদালতের সামনে তিনি গুরুতর আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তাঁর প্রশ্ন, যদি কোনও বড় বিপর্যয় ঘটে, তাহলে সেই পরিস্থিতি সামলাবে কে? তাঁর মতে, প্রশাসনের অভিজ্ঞ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের হঠা করে সরিয়ে দেওয়া হলে জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়বে। এই মামলার শুনানি হয় প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেন-এর ডিভিশন বেঞ্চে। শুনানির সময় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলেন নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশপ্রসাদ মীনা-এর প্রসঙ্গ। তাঁর দাবি, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না থাকা সত্ত্বেও তাঁকে অন্য রাজ্যে পর্যবেক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়েছে। একইভাবে মুখ্যসচিবকেও সরিয়ে

দেওয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলিকে তিনি ‘ এবং ‘ বলে দাবি করেন। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে প্রশ্ন তোলেন, নির্বাচন কমিশন কি তাদের সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগের নামে ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত নিতে পারে? তাঁর মতে, এই ধরনের ব্যাপক রদবদল কমিশনের ক্ষমতার সীমা ছা।িয়ে যাচ্ছে এবং তা প্রশাসনিক ভারসাম্য নষ্ট করছে। শুধু বর্তমান পরিস্থিতিই নয়, অতীতের ঘটনাও তুলে ধরেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া বা এসআইআর চলাকালীন সময় থেকেই নির্বাচন কমিশন রাজ্যের আধিকারিকদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু সেই সময় তাঁদের কাজ নিয়ে কোনও অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়নি। অথচ ভোট ঘোষণা হতেই হঠা করে তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা সন্দেহের জন্ম দিচ্ছে। তিনি আরও দাবি করেন, দেশের অন্য কোনও রাজ্যে এভাবে একসঙ্গে এত সংখ্যক প্রশাসনিক আধিকারিককে সরানো হয়নি। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই এই ধরনের নজির তৈরি হয়েছে, যা নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। এই প্রেক্ষিতে তিনি কলকাতা হাই কোর্টের হস্তক্ষেপ দাবি করেন। তাঁর মতে, আদালতের নজরদারি ছাড়া এই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে এবং প্রশাসনিক অচলাবস্থা তৈরি হতে পারে। অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকেও এই মামলার বিরোধিতা করা হয়েছে। কমিশনের দাবি, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্যই এই পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে। তাদের মতে, সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা রাখে। এই পরিস্থিতিতে আইনি ও রাজনৈতিক-দুই ক্ষেত্রেই সংঘাত আরও তীব্র হচ্ছে। একদিকে রাজ্য সরকার এবং তৃণমূল কংগ্রেস প্রশাসনিক স্থিতিশীলতার প্রশ্ন তুলছে, অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ ভোট পরিচালনার যুক্তি তুলে ধরছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই বিরোধ কেবল প্রশাসনিক বদলির প্রশ্নে সীমাবদ্ধ নয়। এর মধ্যে রয়েছে কেংন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক, নির্বাচন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের বৃহত্তর লড়াই। ভোট যত এগোবে, এই সংঘাত ততই প্রকট হতে পারে। সব মিলিয়ে, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনকে ঘিরে উত্তেজনা যখন তুঙ্গে, তখন প্রশাসনিক রদবদল নিয়ে এই আইনি লড়াই নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এখন দেখার, আদালত এই বিষয়ে কী পর্যবেক্ষণ দেয় এবং তার প্রভাব রাজ্যের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কতটা পড়ে।

ছাব্বিশের ভোটে ‘নির্বাচনী ইস্তেহার নিয়ে আসছে গেরুয়া শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৩ মার্চ ঃ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে বাংলার রাজনৈতিক ময়দান ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে। জনমত নিজেদের দিকে টানতে মরিয়া ভারতীয় .জনতা পার্টি (বিজেপি)। রাজনৈতিক সূত্রের খবর, চলতি সপ্তাহেই প্রকাশিত হতে পারে তাদের বহু প্রতীক্ষিত নির্বাচনী ইস্তেহার। সম্ভাব্য তারিখ হিসেবে উঠে আসছে ২৭ বা ২৮ মার্চ। জানা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতেই এই ইস্তেহার প্রকাশ করা হবে। সেই উপলক্ষে আবারও রাজ্যে আসতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০ মার্চ নিজেদের ইস্তেহার ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়য এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বনেন্দ্যাপাধ্যায়-এর হাত ধরে প্রকাশিত হয় ‘ ১০ প্রতিজ্ঞা’। উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক সুরক্ষার এক মিশ্র বার্তা দিয়ে আবারও জনমানসে জায়গা করে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন মমতা। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘোষণার পর চাপ বেড়েছে বিজেপির ওপর। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এবারের ভোটে বিজেপি নতুন কোনও চমক না দেখিয়ে বরং তৃণমূলের পথেই হাঁটতে চলেছে। অর্থাৎ, মমতার জনপ্রিয় প্রকল্পগুলোর আদলেই নিজেদের প্রতিশ্রুতি সাজাচ্ছে গেরুয়া শিবির। শুধু নাম বদলেই ‘ ব্যাটেল’ জয়ের কৌশল নিচ্ছে তারা। রাজ্য বিজেপির নেতৃত্বে থাকা শুভেন্দু অধিকারী ও সুকান্ত মজুমদার-দের নেতৃত্বে এই কৌশল কার্যকর করার চেষ্টা চলছে। সবচেয়ে বড় নজরকাড়া বিষয় হল, তৃণমূলের জনপ্রিয় ‘ ভাণ্ডার’ প্রকল্পের অনুকরণে বিজেপির ইস্তেহারে আসতে পারে ‘ ভাণ্ডার’। সূত্রের দাবি, এই প্রকল্পের আওতায় ক্ষমতায় এলে মহিলাদের মাসিক ৩০০০ টাকা ভাতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে

শান্তিপূর্ণ ভোটে নজিরবিহীন কড়াকড়ি-বাংলায় ২৪০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী, ফের বৈঠকে কমিশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৩ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নজিরবিহীন কড়াকড়ি আনছে নির্বাচন কমিশন। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে এবার রাজ্যে মোতায়েন করা হচ্ছে বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারের নির্বাচনে মোট প্রায় ২৪০০ কোম্পানি কেন্র্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে-যা সাম্প্রতিক অতীতে অন্যতম বৃহত্তম নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই চলতি মাসের শুরুতে ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে এসে পৌঁছেছে। এর মধ্যেই আরও একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে অতিরিক্ত ৩০০ কোম্পানি বাহিনী পশ্চিমবঙ্গে মোতায়েন করা হবে বলে খবর। এরপর ধাপে ধাপে আরও বাহিনী আনা হবে, যাতে ভোটের প্রতিটি পর্যায়ে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা যায়। এই বিপুল বাহিনীকে কীভাবে এবং কোথায় মোতায়েন করা হবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই একাধিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছে নির্বাচন কমিশন। সোমবার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। এই বৈঠকে নেতৃত্ব দেবেন ডেপুটি কমিশনার মণীশ গর্গ। ভার্চুয়াল মাধ্যমে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকদের, যার মধ্যে রয়েছেন বনকুমার শর্মা এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল। শুধু তাই নয়, এই বৈঠকের পর জেলা পর্যায়েও আরও বিস্তারিত আলোচনা হবে। জেলা নির্বাচনী আধিকারিক, জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং বিভিন্ন পুলিশ কমিশনারেটের কর্তাদের সঙ্গে পৃথকভাবে বৈঠক করবে কমিশন। এই বৈঠকগুলিতে ভোটের নিরাপত্তা, বাহিনী মোতায়েন এবং সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করার বিষয়গুলি গুরুত্ব পাবে। এবারের নির্বাচন দু’দফায় অনুষ্ঠিত হবে-২৩ এপ্রিল এবং ২৯ এপ্রিল। এই দুই দফাতেই যাতে কোনও ধরনের অশান্তি বা রক্তপাত না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে আগাম প্রস্তুতি নিচ্ছে কমিশন। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আরও কঠোর ও সুসংহত নিরাপত্তা পরিকল্পনা করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এবার কেঃন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা শুধু ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে না। বুথের আশেপাশে বা অন্যত্র কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হলে তাতেও সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারবে বাহিনী। অর্থা, ভোটের দিন শুধু বুথ পাহারা নয়, গোটা এলাকা জু।ে নজরদারি চালাবে কেন্র্রীয় বাহিনী। কমিশনের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভোটারদের ভয় দেখানো, হুমকি দেওয়া বা ভোটদানে বাধা সৃষ্টি করার কোনও অভিযোগ পাওয়া গেলে তা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে। প্রয়োজনে সেই বুথে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশও দেওয়া হতে পারে। ছাপ্পা ভোট, বুথ দখল বা সংঘর্ষ-এসব কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে ‘ মঙ্গার’ বা সম্ভাব্য অশান্তিকারীদের চিহ্নিত করার কাজও শুরু হয়েছে। কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এমন জায়গাগুলি চিহ্নিত করা হচ্ছে, যেখানে অতীতে অশান্তির নজির রয়েছে বা উত্তেজনা তৈরি হতে পারে। সেই অনুযায়ী কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়মিত রুট মার্চ করবে, যাতে আগেভাগেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। কলকাতা শহরের জন্য আলাদা করে একটি রুট ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এই রুট ম্যাপ ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিকদের হাতে তুলে দিয়েছে রাজ্য পুলিশ। এর মাধ্যমে শহরের স্পর্শকাতর অঞ্চলগুলিতে দ্রুত পৌঁছনো এবং নজরদারি চালানো সহজ হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এবারের নির্বাচনকে ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থার এই ব্যাপকতা স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে কমিশন কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না। রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে ভোট যেন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয়, সেটাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। তবে এই বিপুল বাহিনী মোতায়েনকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে। একাংশ মনে করছে, এটি ভোটকে শান্তিপূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, অন্যদিকে বিরোধীদের একাংশের অভিযোগ, এত বেশি বাহিনী মোতায়েনের মাধ্যমে ভোটারদের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা হতে পারে। সব মিলিয়ে, বাংলার বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবার নতুন মাত্রা পেয়েছে। কেংন্দ্রীয় বাহিনীর এই নজিরবিহীন উপস্থিতি, ঘনঘন বৈঠক এবং কঠোর নির্দেশাবলি-সবকিছু মিলিয়ে স্পষ্ট, নির্বাচন কমিশন এবার কোনও ধরনের অনিয়ম বা অশান্তির সুযোগ রাখতে রাজি নয়। এখন দেখার, এই কঠোর নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে দিয়ে ভোট কতটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় এবং শেষ পর্যন্ত জনমতের রায় কোন দিকে যায়।

লাল শিবির থেকে সবুজ মঞ্চে-তৃণমূলের মুখপাত্র হলেন প্রতীক উর রহমান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৩ মার্চ ঃ রাজ্যের রাজনীতিতে এক উল্লেখযোগ্য মোড়-যিনি কিছুদিন আগেও তৃণমূল সরকারের কড়া সমালোচনায় সরব ছিলেন, সেই প্রতীক উর রহমান-কেই এবার মুখপাত্র হিসেবে নিয়োগ করল তৃণমূল কংগ্রেস। রাজনৈতিক মহলে এই সিদ্ধান্ত ঘিরে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। কারণ, এই নিয়োগ শুধু ব্যক্তিগত রাজনৈতিক পরিবর্তন নয়, বরং বৃহত্তর কৌশলের ইঙ্গিত বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

মাত্র মাস দেড়কে আগেও বামপন্থী রাজনীতির সক্রিয় মুখ ছিলেন প্রতীক উর রহমান। মিটিং-মিছিল থেকে তিনি ধারালো ভাষায় তৃণমূল সরকারের সমালোচনা করতেন। প্রশাসনিক ব্যর্থতা থেকে শুরু করে নীতিগত প্রশ্ন-সব ক্ষেত্রেই তিনি সরব ছিলেন। এমনকি রাজ্য সরকার ভেঙে দেওয়ার দাবিও তুলেছিলেন তিনি। সেই অবস্থান থেকে হঠাৎ করে রাজনৈতিক অবস্থান বদল করে এখন তৃণমূলের হয়ে জনসমক্ষে বক্তব্য রাখার দায়িত্ব পাওয়া নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতীক উরের রাজনৈতিক যাত্রা শুরু হয় বাম রাজনীতির হাত ধরেই। ২০০৮ সালের দিকে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বা সিপিএমের সঙ্গে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, তিনি বামেদের ক্ষমতার শীর্ষ সময় নয়, বরং কঠিন সময়ে দলের পতাকা হাতে নিয়েছিলেন। ফলে সংগঠনের ভিতরেই ধীরে ধীরে নিজের জায়গা তৈরি করেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সিপিএমের তরুণ মুখ হিসেবে পরিচিতি পান।

বিভিন্ন আন্দোলন, প্রতিবাদ এবং রাজনৈতিক কর্মসূচিতে প্রথম সারিতে দেখা যেত তাঁকে। তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণ ছিল তীব্র এবং ধারাবাহিক। একাধিক নির্বাচনে তাঁকে প্রার্থীও করা হয়েছিল দলের পক্ষ থেকে। জেলা ও রাজ্য কমিটিতেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি। তবে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে আচমকাই সিপিএমের প্রতি ক্ষোভ উগরে দিয়ে দল ছাড়েন প্রতীক উর রহমান। দলীয় সিদ্ধান্ত, সংগঠনের কার্যপদ্ধতি এবং ব্যক্তিগত অসন্তোষ-সব মিলিয়ে তিনি বাম শিবির থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। এর পরপরই যোগ দেন তৃণমূল কং গ্রেসে। দলব দলের পর থেকেই রাজ নৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছিল, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী করতে পারে তৃণমূল। কিন্তু সেই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয়নি। বরং ভিন্ন কৌশল নিয়েছে দল। তাঁকে সরাসরি নির্বাচনী ল।াইয়ে না নামিয়ে, মুখপাত্র হিসেবে সামনে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জানা যাচ্ছে, প্রচলিত অর্থে সাংবাদিক বৈঠকে নিয়মিত মুখ না হলেও, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে দলের হয়ে বক্তব্য রাখবেন প্রতীক উর রহমান। অর্থাৎ, জনমত গঠনের ক্ষেত্রে তাঁকে একটি মুখ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে তৃণমূল। বিশেষ করে, বামপন্থী ভোটব্যাঙ্ক বা সেই মানসিকতার ভোটারদের কাছে পৌঁছতে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। দলবদলের পর নিজের অবস্থানও স্পষ্ট করেছিলেন প্রতীক। তিনি নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলে পরিবর্তন এনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সঙ্গে ছবি পোস্ট করেছিলেন। পাশাপাশি তৃণমূল সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের প্রশংসাও করেছিলেন। যদিও তখন তা ছিল ব্যক্তিগত মত প্রকাশ, এবার তা দলীয় দায়িত্ব হিসেবে আরও বড় পরিসরে তুলে ধরতে হবে তাঁকে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই পদক্ষেপের মধ্যে তৃণমূলের কৌশল স্পষ্ট। একদিকে বাম শিবিরের ভাঙনকে সামনে আনা, অন্যদিকে বিরোধী শিবিরের প্রাক্তন মুখকে ব্যবহার করে নিজেদের উন্নয়নমূলক ভাবমূর্তি আরও জোরালো করা-এই দুই লক্ষ্যেই এগোচ্ছে দল।

কেন্দ্রের ‘ অপরিকল্পিত নীতি’ নিয়ে সরব কানিমোঝি, এলপিজি থেকে জ্বালানি-সব ক্ষেত্রেই শঙ্কার বার্তা

থুথুকুড়ি, ২৩ মার্চঃদেশের চলমান পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়ে তীব্র সমালোচনায় সরব হলেন ডিএমকে সাংসদ Kanimozhi Karunanidhi। তাঁর অভিযোগ, বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের মানুষের দুর্ভোগ ক্রমশ বা।লেও কেন্দ্রের তরফে কোনও সুস্পষ্ট ও কার্যকর পরিকল্পনার অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক অস্থিরতা ও যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রভাব যে দেশের জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থার উপর পড়তে চলেছে, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি।থুথুকুডিতে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কানিমোঝি বলেন, মানুষ ইতিমধ্যেই নানাবিধ সমস্যার মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। তার উপর বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি আরও এক নতুন সংকটের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এলপিজি সিলিন্ডারের সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেওয়ার আশঙ্কা প্রবল। পাশাপাশি পেট্রোল ও ডিজেলের মতো অত্যাবশ্যকীয় জ্বালানির ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে কোনও সুসংগঠিত পরিকল্পনা চোখে পড়ছে না। তাঁর কথায়, এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের মনে যে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তা দূর করতে কেন্দ্রের দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।তিনি আরও বলেন, সরকারের দায়িত্ব শুধুমাত্র পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা নয়, বরং সম্ভাব্য সংকটের আগাম মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার সেই প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়েছে। এর ফলে দেশের সাধারণ মানুষই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কানিমোঝির বক্তব্যে স্পষ্ট, বর্তমান পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের নীতিগত দুর্বলতা ও পরিকল্পনার অভাব দেশের অর্থনীতি ও দৈনন্দিন জীবনে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।রাজনৈতিক ময়দানেও এদিন গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন কানিমোঝি। তিনি জানান, দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগাম বা Dravida Munnetra Kazhagam-এর নেতৃত্বে গঠিত জোটের বেশিরভাগ শরিক দল ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। এখনও এক বা দুইটি দলের সঙ্গে আলোচনা চলছে, তবে সেই প্রক্রিয়াও দ্রুত শেষ হবে বলে আশাবাদী তিনি। আসন্ন রাজনৈতিক ল।ইয়ের আগে জোটকে আরও শক্তিশালী করতে ডিএমকে নেতৃত্ব যে তপর, তাঁর বক্তব্যে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।এদিন বিরোধী শিবিরকে নিশানা করতেও ছাড়েননি কানিমোঝি। বিশেষ করে All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam-এর বিরুদ্ধে সরব হয়ে তিনি অভিযোগ করেন, এই দলটি কার্যত Bharatiya Janata Party-এর ‘ বি টিম’ হিসেবে কাজ করছে। তাঁর দাবি, এআইএডিএমকে এবং বিজেপির মধ্যে যে রাজনৈতিক সমঝোতা রয়েছে, তা সাধারণ মানুষের সামনে স্পষ্ট। এই জোটকে তিনি বিজেপির নেতৃত্বাধীন একটি পরোক্ষ জোট বলেও কটাক্ষ করেন।রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, কানিমোঝির এই বক্তব্য শুধু কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ নয়, বরং আসন্ন রাজনৈতিক সমীকরণের দিকেও স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে। একদিকে কেন্দ্রের নীতির সমালোচনা, অন্যদিকে বিরোধী শিবিরকে আক্রমণ-দুই দিকেই সমানভাবে আক্রমণাত্মক অবস্থান নিয়েছে ডিএমকে। এতে দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে, তা বলাই বাহুল্য।সব মিলিয়ে, বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের জ্বালানি সংকট, অর্থনৈতিক চাপ এবং রাজনৈতিক জোটের সমীকরণ-এই তিনটি বিষয়কে সামনে রেখেই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন কানিমোঝি। তাঁর বক্তব্যে যেমন সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন দুর্ভোগের কথা উঠে এসেছে, তেমনই উঠে এসেছে জাতীয় রাজনীতির পরিবর্তনশীল চিত্র। এখন দেখার, কেন্দ্রীয় সরকার এই সমালোচনার প্রেক্ষিতে কী পদক্ষেপ নেয় এবং আগামী দিনে রাজনৈতিক সমীকরণ কোন দিকে মোড় নেয়।

ডঃ রাম মনোহর লোহিয়ার জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৩ মার্চঃ প্রবাদপ্রতিম সমাজবাদী নেতা এবং চিন্তাবিদ ডঃ রাম মনোহর লোহিয়ার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সোমবার শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ডঃ লোহিয়াকে বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব বলে উল্লেখ করে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে মানুষকে সংগঠিত করা এবং স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে দেশের উন্নতিতে তাঁর অবদানের উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে জানান, ডঃ রাম মনোহর লোহিয়া জির জন্মবার্ষিকীতে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। তিনি ছিলেন এক বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব, যিনি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে এবং পরে ১৯৪৭-পরবর্তী ভারতের অগ্রগতিতে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ চিন্তাবিদ এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা। দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তাঁর অবিচল নিষ্ঠা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে আজও অনুপ্রাণিত করে চলেছে। লিঙ্গ সমতা এবং অংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থা বিষয়ক তাঁর চিন্তাধারাও সমানভাবে উল্লেখযোগ্য করা হয়।

সাইবার অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষায় পুলিশের নির্দেশিকা জারি

যমুনানগর, ২৩ মার্চ ঃ ডিজিটাল ব্যবহারের বাড়বাড়ন্তের মধ্যে শিশুদের সাইবার অপরাধ থেকে সুরক্ষিত রাখতে বিশেষ নির্দেশিকা জারি করল যমুনানগর জেলা পুলিশ। অভিভাবকদের সতর্ক থাকার পাশাপাশি শিশুদের অনলাইন কার্যকলাপের উপর নজর রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।শনিবার পুলিশ সুপার জানান, প।।শোনা, বিনোদন ও সামাজিক মাধ্যমের কারণে শিশুদের ইন্টারনেট ব্যবহার বেড়েছে। এই সুযোগে সাইবার অপরাধীরা বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে শিশুদের ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নিচ্ছে।অনলাইন গেম ও সামাজিক মাধ্যমে অপরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রতারণার ফাঁদে ফেলার ঘটনাও বাড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে শিশুরা অজান্তেই পরিবারের সংবেদনশীল তথ্য শেয়ার করে ফেলছে।পুলিশের মতে, অনিয়ন্ত্রিত ইন্টারনেট ব্যবহার শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই অভিভাবকদের নিয়মিত শিশুদের সঙ্গে কথা বলা, নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহারে সচেতন করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্যারেন্টাল কন্ট্রোল ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আর জি কর হাসপাতালে ফের মৃত্যুতে তৃণমূলকে তোপ বিমান বসুর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৩ মার্চ ঃ ফের অব্যবস্থাপনা আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এবার শৌচালয়ে যাওয়ার সময় পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে এক পৌঢ়ের। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ মৃতের পরিবারের সদস্যরা। ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু।সোমবার বিমান বসু বলেন, আর জি কর হাসপাতালে একজন ভদ্রলোক মারা গেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলে সব হাসপাতালই সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, কিন্তু আর জি কর হাসপাতালের অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে গেছে। সরকারের উচিত এটা বন্ধ করা। এআইএমআইএম-এর এজেইউপি-র সঙ্গে জোট করে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিষয়ে সিপিআইএম নেতা ও বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেছেন, এটা যে কোনও রাজনৈতিক দলের স্বাধীনতা।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ইস্যুতে বিরোধীদের কটাক্ষ, ত্রিপুরায় শীঘ্রই হেল্‌থ ইউনিভার্সিটিঃমুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৩ মার্চ ঃ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বিরোধীদের প্রতিবাদের জবাব দিতে বাম আমলের বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালযের প্রসঙ্গ তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। সিকিমের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে গরীব ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে এবং এর ফলে রাজ্যের জিএসডিপি ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে।শনিবার আগরতলায় প্রজ্ঞা ভবনে বিশ্ব মৌখিক স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে হেল্‌থ ইউনিভার্সিটি গঠনের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই বিধানসভায় বিল পাস হয়েছে এবং তা আইনে পরিণত হয়েছে। তিনি জানান, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য বিষয়ে ব্যস্ত থাকায় আলাদা করে স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই রাজ্যে হেল্‌থ ইউনিভার্সিটি চালু হবে বলেও আশা ব্যক্ত করেন তিনি।বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল নিয়ে বিরোধীদের অবস্থানকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিরোধীরা ইচ্ছাকৃতভাবে বিষয়টি না বুঝে নেতিবাচক বার্তা ছড়ানোর চেষ্টা করছে। তিনি দাবি করেন, সিপিআই(এম) আমলেও রাজ্যে একাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, যেমন ইকফাই ও টেকনো ইন্ডিয়া। সেই সময় এসব প্রতিষ্ঠান নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলা হয়নি বলেও মন্তব্য করেন তিনি। জি-নেটের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে সকলেই অবগত।গত শুক্রবার বিধানসভায় এই ইস্যুতে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সিপিআই(এম) ও কংগ্রেস বিধায়করা তিনটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিলের বিরোধীতা করে ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান এবং শেষ পর্যন্ত ওয়াকআউট করেন। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ইউজিসি-এর অনুমোদন নিয়ে যে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, তা সরকার খতিয়ে দেখবে এবং প্রয়োজনে বিষয়টি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হতে পারে।তিনি আরও বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয স্থাপিত হলে শুধু রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরাই নয়, বহিঃরাজ্য থেকেও পড়ুয়ারা ত্রিপুরায পড়তে আসবে। এর ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি রাজ্যের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে।উল্লেখ্য, শুক্রবার বিধানসভায় উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মন তিনটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালযের বিল উপস্থাপন করেন। এগুলি হল-সায়েন্স টেকনোলজি অ্যান্ড এলাইড স্কিল ইউনিভার্সিটি, অটল বিহারী বাজপেয়ি স্কিল ইউনিভার্সিটি এবং ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। এই বিলগুলিকে ঘিরেই দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিধানসভার অধিবেশন।

বান্দিপোরা বন্ধ হয়ে গেল যানবাহন চলাচল

শ্রীনগর, ২৩ মার্চ ঃ বিগত কয়েকদিন ধরে টানা তুষারপাতের পর এবার তুষারধসের ঘটনা ঘটলো জম্মু ও কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলায়। তুষারধসের জেরে সোমবার অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে উত্তর কাশ্মীরের বান্দিপোরা-গুরেজ এলাকা। এর ফলে যানবাহন চলাচলও বন্ধ হয়ে যায়। পরে বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে রাস্তা

শহিদ দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন উপরাষ্ট্রপতি ও লোকসভার অধ্যক্ষ-সহ একাধিক নেতার

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৩ মার্চ ঃ উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন, লোকসভা অধ্যক্ষ ওম বিড়লা এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ একাধিক নেতা সোমবার শহিদ দিবস উপলক্ষে ভগত সিং, রাজগুরু ও সুখদেবকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। উপরাষ্ট্রপতি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ভগত সিং, রাজগুরু ও সুখদেবের শহিদ দিবস (বলিদান দিবস)-এ আমি স্বাধীনতা সংগ্রামের এই অমর নায়কদের প্রতি ভাববিহ্বল শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। রাষ্ট্রের প্রতি তাঁদের অদম্য সাহস, দৃঢ় সংকল্প এবং সর্বোচ্চ বলিদান দেশভক্তি ও নিঃস্বার্থ সেবার সর্বোচ্চ আদর্শের প্রতীক। তাঁদের উত্তরাধিকার প্রজন্ম থেকে প্রজন্মকে ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা এবং জাতীয় ঐক্যের মূল্যবোধ বজায় রাখতে অনুপ্রাণিত করে যাবে। আজকের দিনে, আসুন আমরা এক শক্তিশালী, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রগতিশীল ভারত গঠনের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে এই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা জানাই।ওম বিড়লা বলেন যে, তাঁদের আদর্শ আজও প্রতিটি ভারতীয়র হৃদয়ে দেশসেবার প্রেরণা জাগিয়ে তোলে। মাতৃভূমির প্রতি এই সমর্পণ সর্বদা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক হয়ে থাকবে। অমিত শাহ বলেন, ভগত সিং, রাজগুরু ও সুখদেব তাঁদের বিচার এবং ব্যবহার-উভয় মাধ্যমেই মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এই বীরদের পরাক্রমের প্রতিধ্বনি পুরো ব্রিটিশ শাসনকে ভীত করে তুলেছিল। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দেওয়া এই বীরদের বীরগাথা স্মরণ করলে আজও রোমকূপ রাষ্ট্রভক্তিতে ভরে ওঠে।কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি বলেন, মাতৃভূমির জন্য নিজের সর্বস্ব অর্পণকারী মহান বিপ্লবী ভগত সিং, সুখদেব এবং রাজগুরুর বলিদান দিবসে তাঁদের কোটি কোটি প্রণাম।কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, তাঁদের অদম্য সাহস, ত্যাগ এবং সমর্পণ সর্বদা আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। কৃতজ্ঞ রাষ্ট্র তাঁদের বলিদানের কাছে সর্বদা ঋণী থাকবে।লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী বলেন, দেশের জন্য নির্ভীকভাবে লড়াই করা তাঁদের সংঘর্ষ এবং সর্বোচ্চ বলিদান প্রতিটি ভারতবাসীর জন্য অনুপ্রেরণার উৎস।

ভগৎ সিং, রাজগুরু এবং সুখদেবের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৩ মার্চ ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগ সিং, রাজগুরু এবং সুখদেবের প্রতি। প্রধানমন্ত্রী এ দিন সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, আজ আমি ভারতমাতার সাহসী সন্তান ভগৎ সিং, রাজগুরু এবং সুখদেবের প্রতি শ্রদ্ধায় নত হচ্ছি। দেশের জন্য তাঁদের জীবনদান আমাদের সকলের স্মৃতিতে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে।তরুণ বয়সে তাঁরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য দেখিয়েছিলেন অসাধারণ শৌর্য এবং অদম্য নিষ্ঠা। ঔপনিবেশিক শাসনের শক্তির কাছে নত না হয়ে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন দৃঢ় মনোবলের সঙ্গে আত্মত্যাগের পথ, দেশকে স্থান দিয়েছিলেন নিজেদের জীবনের ওপরে। ন্যায়, দেশপ্রেম এবং নির্ভীক প্রতিরোধে তাঁদের আদর্শ অগণিত ভারতীয়ের হৃদয়ে উদ্দীপনার শিখা প্রজ্জ্বলিত করে চলেছে।

ডলারের সাপেক্ষে আরও নামলো টাকার দাম

মুম্বই, ২৩ মার্চ ঃ আমেরিকান ডলারের সাপেক্ষে ভারতীয় মুদ্রার দর গত সপ্তাহেই পৌঁছেছিল সর্বনিম্ন স্তরে। সোমবারও দেখা গেল একই প্রবণতা। এ দিন সকালে ডলারের সাপেক্ষে ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়-দর নেমেছে ৯৩.৮৪-এ। গত শুক্রবার ডলারের সাপেক্ষে প্রথমবার ৯৩-এর গণ্ডি পার করেছিল টাকা। এর জেরে তৈরি হয়েছিল নয়া রেকর্ড। গত সপ্তাহের রেকর্ড ভেঙে সোমবার ফের নতুন রেকর্ড তৈরি হয়েছে টাকার দামে। এ দিন মার্কিন ডলারের সাপেক্ষে টাকার বিনিময়-দর হয়েছে ৯৩.৮৪। গত সপ্তাহের বুধবারও ডলারের সাপেক্ষে টাকার দামে ব্যাপক পতন হয়েছিল, সেদিন এই দুই মুদ্রার বিনিময়-দর ছিল ৯২.৬৩। অর্থাৎ এক সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে ১ টাকার বেশি নেমেছে ভারতীয় মুদ্রা।উল্লেখ্য, পশ্চিম এশিয়ায় অশান্তির জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত জ্বালানি তেলের দাম লাফিয়ে বেড়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ১১০ ডলার ছাড়িয়েছে। ভারত এই ক্ষেত্রে ব্যাপক ভাবে আমদানি নির্ভর। অর্থা তেলের দাম বৃদ্ধিতে ভারতের খরচ ব্যাপক হারে বেড়েছে। যা ভারতীয় মুদ্রার উপর বাড়তি চাপ তৈরি করছে বলে জানিয়েছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা।

ভারতের মাটি ব্যবহার করে ইরানে হামলার অনুমতির দাবি ভুয়োঃবিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৩ মার্চ ঃ ভারতের মাটি ব্যবহার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ইরানে হামলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে-সামাজিক মাধ্যমে ছ।য়ে পড়া এমন দাবিকে সম্পূর্ণ ভুয়ো বলে খারিজ করল বিদেশ মন্ত্রক। গত শনিবার মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই দাবি বিভ্রান্তিকর ও ভিত্তিহীন। নাগরিকদের এ ধরনের গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।বিদেশ মন্ত্রকের ফ্যাক্ট-চেক ইউনিট স্পষ্ট করে জানিয়েছে, ভারত কোনও দেশকেই নিজের ভূখণ্ড ব্যবহার করে তৃতীয় কোনও দেশের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালানোর অনুমতি দেয়নি। এ ধরনের খবরের সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই।মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া অপপ্রচার সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে এবং শুধুমাত্র সরকারি সূত্র থেকেই তথ্য যাচাই করা উচিত।উল্লেখ্য, ‘ এক্স’ প্ল্যাটফর্মে একটি পোস্টে দাবি করা হয়েছিল, পশ্চিম ভারতের একটি ঘাঁটি থেকে ইরানে হামলার জন্য যুক্তরাষ্ট্র অনুমতি চেয়েছে। সেই দাবিকে ২০১৬ সালে স্বাক্ষরিত ভারত-আমেরিকার লজিস্টিক্স এক্সচেঞ্জ মেমোরেন্ডাম অফ এগ্রিমেন্ট (লেময়া)-এর সঙ্গে যুক্ত করে দেখানো হয়।বিশেষজ্ঞদের মতে, লেময়া একটি লজিস্টিক সহায়তা চুক্তি, যার মাধ্যমে দুই দেশের সেনাবাহিনী পরস্পরের ঘাঁটি জ্বালানি ভরানো, মেরামত, সরঞ্জাম সরবরাহ, যৌথ মহড়া ও মানবিক সাহায্যের কাজে ব্যবহার করতে পারে। তবে এই চুক্তি কোনওভাবেই তৃতীয় দেশের বিরুদ্ধে সামরিক হামলার অনুমতি দেয় না।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঝাড়খণ্ডের বিজেপি রাজ্য সভাপতির

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৩ মার্চঃঝাড়খণ্ডের ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ আদিত্য সাহু সোমবার নতুন দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাতের সময় তিনি নরেন্দ্র মোদীকে শুভেচ্ছা জানান। সরকারের প্রধান (মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী) হিসেবে ৮,৯৩১ দিন পূর্ণ করায় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন আদিত্য সাহু।সাক্ষাতের সময় আদিত্য সাহু বিভিন্ন বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দিকনির্দেশনা পেয়েছেন বলে জানা গেছে। এও জানা গেছে, সাংগঠনিক কার্যক্রম এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে উভয়ের। বিজেপি রাজ্য সভাপতি আদিত্য সাহু প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রশংসা করে এ দিন বলেন, তাঁর নির্দেশনায় দেশ ক্রমাগত উন্নতি করছে।

তামিলনাড়ু পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত, চেন্নাইয়ে এসে জোরালো বার্তা পীযূষ গোয়েলের

চেন্নাই, ২৩ মার্চঃতামিলনাড়ুর রাজনৈতিক ময়দানে ভোটের আগে উত্তাপ বাড়ছে ক্রমশ। সেই আবহেই সোমবার চেন্নাই পৌঁছে বড় রাজনৈতিক বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী Piyush Goyal। তাঁর দাবি, রাজ্যের মানুষ পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত এবং আসন্ন নির্বাচনে সেই ইঙ্গিতই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা হিসেবে চেন্নাই সফরে আসেন পীযূষ গোয়েল। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী L. Murugan এবং বিজেপি নেতা Nainar Nagendran-সহ একাধিক পদাধিকারী। আগমনের পরই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সরব হন।পীযূষ গোয়েল বলেন, তামিলনাড়ুর মানুষ এখন পরিবর্তন চায়। দীর্ঘদিন ধরে চলা শাসনে সাধারণ মানুষের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে। তিনি বিশেষভাবে নিশানা করেন Dravida Munnetra Kazhagam &¤} Indian National Congress-এর জোটকে। তাঁর অভিযোগ, এই জোটের প্রতি জনগণের আস্থা ক্রমশ কমছে এবং দুর্নীতির একাধিক অভিযোগে তারা ঘিরে রয়েছে।তিনি আরও বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্যের উন্নয়ন থমকে গিয়েছে এবং প্রশাসনের উপর মানুষের আস্থা নষ্ট হয়েছে। সেই কারণেই মানুষ একটি বিকল্প নেতৃত্ব খুঁজছে, যা তাদের উন্নয়নের নতুন দিশা দেখাতে পারে। তাঁর কথায়, এই পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি করেছে এনডিএ জোট।রাজ্যের নির্বাচনী সমীকরণ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়ে পীযূষ গোয়েল জানান, সোমবার সন্ধ্যাতেই National Democratic Alliance-এর বৈঠকে আসন রফা চূড়ান্ত হতে পারে। বিশেষ করে All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam এবং Bharatiya Janata Party-এর মধ্যে সমঝোতা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা তৈরি হয়েছে। এই বৈঠকের ফলাফলই আসন্ন নির্বাচনে জোটের রণকৌশল নির্ধারণ করবে বলে মনে করা হচ্ছে।পীযূষ গোয়েলের বক্তব্যে আত্মবিশ্বাস স্পষ্ট। তিনি বলেন, শুধু তামিলনাড়ুই নয়, পুদুচেরিতেও এনডিএ জোট শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। তাঁর দাবি, এই দুই জায়গাতেই এনডিএ জয়ী হয়ে সরকার গঠন করবে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, তাঁর এই মন্তব্যে বিজেপির আক্রমণাত্মক প্রচার কৌশলের ইঙ্গিত মিলছে।এদিকে, তামিলনাড়ুতে ২৩ এপ্রিল বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করতে ব্যস্ত। একদিকে ডিএমকে-কংগ্রেস জোট, অন্যদিকে এআইএডিএমকে-বিজেপি সম্ভাব্য জোট-এই দুই প্রধান শিবিরের লড়াইয়ে রাজ্যের রাজনীতি আরও জমে উঠেছে। ভোটের আগে জোটের অঙ্ক মেলানোই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।সব মিলিয়ে, চেন্নাইয়ে পীযূষ গোয়েলের সফর শুধু একটি আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, বরং নির্বাচনের আগে বিজেপির কৌশলগত অবস্থান স্পষ্ট করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। তাঁর বক্তব্যে যেমন বিরোধীদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ ছিল, তেমনই ছিল নিজেদের জয়ের বিষয়ে অটল আত্মবিশ্বাস। এখন দেখার, এই আত্মবিশ্বাস ভোটের ফলাফলে কতটা প্রতিফলিত হয়।

বিজেপি গণতন্ত্রকে হত্যা করতে বদ্ধপরিকরঃঅতিশী মারলেনা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৩ মার্চঃ বিজেপি তথা দিল্লি সরকারের বিরুদ্ধে আবারও বিষোদগার করলেন দিল্লির বিরোধী দলনেত্রী অতিশী মারলেনা। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি গণতন্ত্রকে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর। অতিশীর নেতৃত্বে সোমবার আম আদমি পার্টির বিধায়করা দিল্লি বিধানসভার বাইরে 'গণতন্ত্রের প্রতীকী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মিছিল' বের করেন। এএপি-র বিধায়কদের বরখাস্ত এবং বিধানসভা চত্বরে তাঁদের প্রবেশে বাধা দেওয়ার অভিযোগের প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ করা হয।অতিশী এদিন বিজেপিকে আক্রমণ করে বলেন, বিজেপি গণতন্ত্রকে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর। আমরা বিধানসভার বাইরে আছি, যা গণতন্ত্রের মন্দির। কোন ভিত্তিতে বিরোধী বিধায়কদের বের করে দেওয়া হচ্ছে? কেউ উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলতে শুরু করলেই তাঁকে বিধানসভা থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। কেউ কোনও বিষয় উত্থাপন করলেই তাঁকে সাসপেন্ড করা হচ্ছে। কেউ নিজের এলাকায় কোনও সমস্যা তুললে, তা জলের সমস্যাই হোক বা বিদ্যুৎতের সমস্যা, তাঁর ওপর বিশেষাধিকার চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা কেমন পদ্ধতি? এটা বিরোধী দলের কণ্ঠরোধ করার একটা উপায়। এটা গণতন্ত্রকে হত্যা করার একটা উপায় বলে জানাযায়।

রাশিফল

মেষঃজাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি নতুন সব সুযোগে পরিপূর্ণ। আপনি পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যাবেন এবং আপনার হাতে নেওয়া কাজগুলোতে সাফল্য অর্জন করবেন। আর্থিক বিষয়গুলোতে কিছুটা সতর্ক থাকা প্রয়োজন কারণ ছোটখাটো বিনিয়োগগুলোও ভবিষ্যতে বেশ লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে। কাজের সুযোগ হবে।
বৃষঃ অন্যদের সাথে খুশি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্হ্যের বিকাশ ঘটতে পারে। আজ, আপনি আপনার ভাই বা বোনের সাহায্য থেকে সুবিধা পেতে পারেন।
মিথুনঃএই দিনটি মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য অফুরন্ত উৎসাহ ও সৃজনশীলতায় পূর্ণ থাকবে। বিবাহের যোগ হতে পারে
কর্কট রাশি ঃআপনার সবচেয়ে বড় সম্পদ আপনার ঠাট্টা বোধ এবং আপনার অসুস্থতা নিরাময় করার জন্য এটিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। বিদেস যাত্রা শুভ দিন।
সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য তুলনামূলক ভাবে ইতিবাচক ও অনুপ্রেরণাদায়ক দিন হবে। নিজের আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতার জোরে আপনি অনেক কাজেই সাফল্য বা অগ্রগতি অর্জন করতে পারবেন। কাজের সুযোগ।
কন্যাঃআজ আপনাকে বিভিন্ন উত্তেজনা এবং মতভেদের সামনা করতে হতে পারে যা আপনি অস্বস্তিকর এবং উত্যক্ত বোধ করাবে। কাজের সুযোগ আছে আজ
তুলাঃজাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি নানাবিধ সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ হবে। আপনার চিন্তা ও আবেগের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করুন। সংসারে শান্তি হবেই।
বৃশ্চিকঃ যা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমকার দিন। আপনার সন্তানদের কারণে আজ আপনি অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করতে পারেন। এটি আপনাকে খুব আনন্দিত করবে। ব্যক্তিগত এবং গোপনীয় তথ্য প্রকাশ করবেন না।
ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি অত্যন্ত রোমাঞ্চকর ও অনুপ্রেরণাদায়ক হতে চলেছে।
মকরঃ নিজের মত জানাতে দ্বিধা করবেন না। আত্মবিশ্বাসের অভাব আপনার পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে দেয় এবং আপনার অগ্রগতিকে আটকে দেয়। আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে নিজেকে মেলে দিন এবং সমস্যার মোকাবিলা করতে প্রাণ খুলে হাসুন। সংসারে শান্তি হবে।
কুম্ভঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি অত্যন্ত উসাহব্যঞ্জক ও উদ্দীপনাময় হয়ে উঠবে। আপনাকে সহায়তা করবে। আর্থিক উন্নতি হবে
মীনঃ নিজেকে অপ্রয়োজনীয় দোষারোপ আপনার উদ্দীপনা কমিয়ে দিতে পারে। ব্যবসায়ের লাভ আজ অনেক ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ীদের জীবনে আনন্দ আনতে পারে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজকে। সন্তান হতে পারে।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগ অনেকটাই কমেছে। উত্তরবঙ্গেও ঝড়বৃষ্টির দাপট আগের চেয়ে কম। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, তীব্রতা কমলেও সপ্তাহভর বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি থাকবে। হালকা থেকে মাঝারি বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। বাকি জেলাতে আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে। দু এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবারের মধ্যে স্বাভাবিকের কাছাকাছি ফিরতে পারে তাপমাত্রা। সপ্তাহান্তে ফের বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়তে পারে। শুক্রবার থেকে সেই সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে বলে অনুমান আবহবিদদের।তবে উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। বুধবার পর্যন্ত এই জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। মঙ্গলবার উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। অন্যদিকে পূর্ব সিকিমে তুষারধসের সতর্কবার্তা থাকছে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৮শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৪৭ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৪০মিনিট এবং রাত ০৮ টা ৪০ মিনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৪০মিনিট এবং রাত ১০টা ৪০মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৪৫মিনিটে হতে পারে।

মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মশালা

কলকাতা, ২৩ মার্চ ঃ আজ, অর্থাৎ ২৩.০৩.২০২৬ তারিখে, মেট্রো রেল ভবনে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (RPF), মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা-এর উদ্যোগে এবং জাতীয় মহিলা কমিশনের (NCW) সহযোগিতায় মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক একটি সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মশালার আয়োজন করা

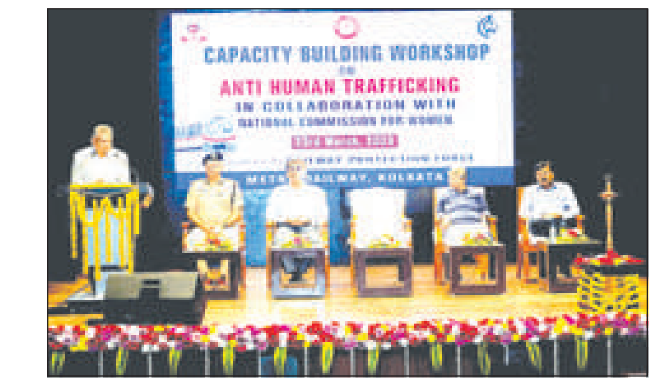

হয়। মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শুভ্রাংশু এস. মিশ্র এই অনুষ্ঠানে 'সম্মানিত অতিথি' হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে অলংকৃত করেন। তাঁর বক্তব্যে এস. মিশ্র আশা প্রকাশ করেন যে, এই সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মশালাটি মানব পাচারের মতো ভয়াবহ ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়ক হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, মানব পাচার প্রতিরোধ সংক্রান্ত দৈনন্দিন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা আনতে এই কর্মশালাটি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য সচিব সুদীপ জৈন তাঁর মূল বক্তব্যে বলেন যে, মানব পাচারের মতো জঘন্য অপরাধ কেবল একটি পরিবারকেই নয়, বরং সেই পরিবারের বৃহত্তর পরিমণ্ডলকেও বিপর্যস্ত করে তোলে। এমনকি একটি শিশু বা একজন নারীকেও উদ্ধার করা সংশ্লিষ্ট পরিবারের জন্য এক বিশাল অর্জন এবং স্বস্তির বিষয়। এই কর্মশালার মূল লক্ষ্য ছিল সচেতনতা বৃদ্ধি করা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার করা এবং মানব পাচার প্রতিরোধে কর্মীদের সংবেদনশীল করে তোলা বিশেষত সমাজের দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ অংশগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করার ওপর এতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। WBNUJS-এর বিশেষজ্ঞবৃন্দ, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার (NGO) প্রতিনিধিগণ, এই ক্ষেত্রের অন্যান্য বিশেষজ্ঞ এবং রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সের আধিকারিকগণ মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ কৌশল এবং সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে তাঁদের মূল্যবান মতামত ও অন্তর্দৃষ্টি বিনিময় করেন। এই উদ্যোগটি যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এবং মানব পাচার প্রতিরোধের জাতীয় প্রচেষ্টায় অবদান রাখার ক্ষেত্রে মেট্রো রেলওয়ের অবিচল অঙ্গীকারকেই প্রতিফলিত করে।

শৈশবের জয়গান, নেতাজী সেবা ফাউন্ডেশনের বিশেষ ক্রীড়া ও শিক্ষার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী, ২৩ মার্চ ঃ এক উজ্জ্বল সকালে সুন্দরবনের প্রান্তিক জনপদ বাসন্তীতে ফুটে উঠল এক চিলতে হাসির ঝিলিক। গ্রাম বাংলার শিশুদের খেলাধুলা ও শিক্ষার মানোন্নয়নে এক অনন্য নজির গড়ল 'নেতাজী সেবা ফাউন্ডেশন'। বাসন্তী ইউনিটের 'নেতাজী সুভাষ একাডেমি'-তে সংস্থার পক্ষ থেকে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হলো একগুচ্ছ ক্রীড়া সামগ্রী ও অত্যাধুনিক শিক্ষা সরঞ্জাম। একাডেমির খুদে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের কথা মাথায় রেখে

এদিন ফুটবল, ক্রিকেট ব্যাট ও বল সরবরাহ করা হয়। এছাড়াও ছিল ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট, শাটল কর্ক ও নেট। ছাত্রীদের শরীরচর্চার প্রতি উৎসাহ বাড়াতে বিশেষ ভাবে দেওয়া হয়েছে স্কিপিং সেট। পঠনপাঠনের আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষের জন্য হোয়াইট বোর্ড ও মার্কার পেনও এদিন তুলে দেওয়া হয়। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের উসাহিত করেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অতিথি আসনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক ডঃ শান্তনু বেরা, এক্সিকিউটিভ মেম্বার কৃশানু বেরা, ডাঃ শহিদুল ইসলাম মইশান, মধুসূদন ওঝা,ভ মনোরমা বেরা ও বাসন্তী ইউনিট এর প্রধান প্রসেনজিত বর্মন। এঁদের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অগণিত ছাত্রছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে পুরো অনুষ্ঠানটি আজ এক মিলন উৎসবে পরিণত হয়। আগামীর স্বপ্ন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে বলেন, সুস্থ সমাজ গড়তে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার কোনো বিকল্প নেই। এই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে ব্যাট-বল ও শিক্ষা সরঞ্জাম তুলে দিতে পেরে আমরা গর্বিত ও আনন্দিত। ফাউন্ডেশনের এই সময়োপযোগী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী মহল। তাঁদের মতে, এই ধরণের সামাজিক কর্মকাণ্ড প্রান্তিক এলাকার সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে আগামীর পথ প্রশস্ত করবে।

আরজি করে লিফ্‌ট মৃত্যুর ঘটনায় হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মার্চ ঃ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ভবনের লিফ্‌টে আটকে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে রাজ্যজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়ানোর পর বিষয়টি এবার গড়াল আদালতে। সোমবার কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এই ঘটনায়। মামলাকারীর আবেদন শুনে তিনি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন। জানা গিয়েছে, মামলা দায়েরের পরই দ্রুত শুনানির দিন নির্ধারণ করা হবে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই হাসপাতালের নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। গত শুক্রবার ভোরে ঘটে এই মর্মান্তিক ঘটনা। মৃতের নাম অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাড়ি দমদমে। অসুস্থ পুত্রের চিকিৎসার জন্য তিনি আরজি কর হাসপাতালে এসেছিলেন। পরিবারের অভিযোগ, চিকিৎসার মাঝেই তাঁর পুত্র শৌচালয়ে যেতে চাইলে কাছাকাছি কোনও শৌচালয়ের ব্যবস্থা না থাকায় স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে তিনি লিফ্‌টে ওঠেন। সেই সময়ই ঘটে বিপত্তি। অভিযোগ, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে লিফ্‌ট নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং বেসমেন্টে গিয়ে আটকে যায়। দীর্ঘক্ষণ সেখানে আটকে থাকার পর ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অনুমান করা হচ্ছে, লিফ্‌টের দরজায় আটকে সিমেন্টের দেওয়ালের সঙ্গে ঘষটে গুরুতর জখম হন অরূপবাবু, যার জেরেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর থেকেই হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রোগীর পরিজন-সকলেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন হাসপাতালের পরিকাঠামো এবং রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে। কীভাবে একটি সরকারি হাসপাতালে এই ধরনের মারাত্মক ত্রুটি থেকে এমন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তা নিয়ে চলছে তুমুল আলোচনা। উল্লেখযোগ্যভাবে, এর আগেও ২০২৪ সালের অগস্টে একই হাসপাতালে এক মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই সময় প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও নজরদারি জোরদারের আশ্বাস দেওয়া হলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন কতটা হয়েছে, তা নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠছে। এদিকে, এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ। অনিচ্ছাকৃত হত্যার মামলা রুজু করা হয়েছে এবং লালবাজারের হোমিসাইড বিভাগ তদন্তভার গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যেই তিনজন লিফ্‌টম্যান ও দুই নিরাপত্তারক্ষীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের পুলিশি হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, ঠিক কী কারণে এই যান্ত্রিক ত্রুটি ঘটল এবং রক্ষণাবেক্ষণে কোনও গাফিলতি ছিল কি না। এই ঘটনার মধ্যেই সোমবার ফের আরজি কর হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার বিভাগে অব্যবস্থার অভিযোগ সামনে আসে। এক রোগীর পরিবারের দাবি, শৌচালয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় স্ট্রেচারের ব্যবস্থা না থাকায় ওই রোগীকে হাঁটতে হয় এবং সেই সময়ই অচৈতন্য হয়ে প।নে বিশ্বজিত সামন্ত নামের এক প্রৌঢ়। পরে তাঁর মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ। যদিও এই মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়, তবুও পরপর দুই ঘটনার জেরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বা।ছে। সর্বোপরি, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পরিকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ঘিরে তীব্র সমালোচনার মুখে প।তে হচ্ছে কর্তৃপক্ষকে। আদালতের হস্তক্ষেপের পর এই ঘটনায় কী পদক্ষেপ নেওয়া হয় এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা গৃহীত হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে রাজ্যবাসী।

মালিগাঁওস্থিত রেলওয়ে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিকাঠামো ও শিক্ষাগত মান উন্নত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ২৩ মার্চ ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মালিগাঁওস্থিত রেলওয়ে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিকাঠামো ও শিক্ষাগত-উভয় ধরণের সুবিধাই উন্নয়নের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য সংস্কার কাজ হাতে নিয়েছে। এই পদক্ষেপের অংশ হিসেবে, প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মোট ১৯ টি শ্রেণিকক্ষের বিদ্যমান সমস্ত পুরানো আসবাবপত্র - যার অন্তর্ভুক্ত ডেস্ক, বেঞ্চ, টেবিল ও চেয়ার-সম্পূর্ণভাবে নতুন ও আধুনিক আসবাবপত্র দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, শিক্ষকদের কমন রুমের জন্য নতুন টেবিল ও চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, পাশাপাশি লাইব্রেরি ও কর্মীদের বসার স্থানগুলোর জন্য উন্নত আসবাবপত্র যেমন- ক্যাবিনেট ও সোফা সেট ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই উন্নয়নমূলক পদক্ষেপগুলি শিক্ষার্থী ও কর্মচারী-উভয়ের জন্যই একটি অধিকতর সুবিধাজনক ও অনুকূল শিক্ষা ও কর্মপরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ডিজাইন করা হয়েছে। ডিজিটাল শিক্ষার ক্ষমতা আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, উচ্চতর শ্রেণিকক্ষগুলিতে ছয়টি স্মার্ট বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে এবং বাকী থাকা শ্রেণিকক্ষগুলিতেও স্মার্ট বোর্ড

স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, জোনের অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকদের একটি টিমসহ, ২০ মার্চ, ২০২৬ তারিখে স্কুলটি পরিদর্শন করেন। তিনি সেখানে সদ্য স্থাপিত আসবাবপত্র ও স্মার্ট বোর্ডগুলি পরিদর্শন করেন এবং সম্পন্নকৃত উন্নয়নমূলক কাজগুলি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এর আগে, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে, জেনারেল ম্যানেজার সম্পূর্ণ সংস্কারকৃত বিদ্যালয়টির উদ্বোধন করেন এই সংস্কারকাজে নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, নতুন খেলার মাঠ তৈরি, প্রবেশদ্বার ও প্রার্থনা কক্ষের সংস্কার, শৌচাগারের মানোন্নয়ন, সিঁড়িতে গ্রানাইট স্থাপন, বাউন্ডারি ওয়াল সুদৃঢ়করণ, দরজা-জানালার সংস্কার এবং একটি নতুন করিডোর নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই ব্যাপক উন্নয়ন শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্যে একটি সুরক্ষিত, পরিচ্ছন্ন এবং অধিক শিক্ষার্থী-বান্ধব শিক্ষা পরিবেশ প্রদানের প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অঙ্গীকারকেই প্রতিফলিত করে। মালিগাঁওস্থিত রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি, ২০২৪ থেকে কার্যকর হিসেবে, পূর্ববর্তী রাজ্য বোর্ড'-এর পাঠ্যক্রম থেকে সরিয়ে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)-এর পাঠ্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে এই পদক্ষেপটি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত মান ও অভিজ্ঞতা উন্নত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই রূপান্তরটি শিক্ষার্থীদের জাতীয় পর্যায়ে আরও কার্যকরভাবে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে সক্ষম করবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, রেলওয়ে দ্বারা পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও, এই বিদ্যালয়টি রেলওয়ে ও রেলওয়ে-ছাড়া, উভয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদেরই সেবা প্রদান করে, এছাড়াও, এটি বিপিএল শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীসহ সকলকে সামান্য কম খরচে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করে। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ে প্রায় ৭ শতাংশ রেলওয়ের শিক্ষার্থী এবং ৯৩ শতাংশ রেলওয়ের বাইরের শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নরত রয়েছে যা প্রতিষ্ঠানটির অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে এর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাই প্রতিফলিত করে।

রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের উদ্যোগে কৃষকদের থেকে কুইন্ট্যাল প্রতি ৯৫০ টাকা সহায়ক মূল্যে আলু কেনা জারি রেখেছে সরকার

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৩ মার্চ ঃ কৃষি বিপনণ ও আলু ব্যবসায়ী সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, শনিবারও আলু কেনার প্রক্রিয়া জারি ছিল। আলুর অভাবী বিক্রি বন্ধে আলুচাষিদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে ১২ লক্ষ মেট্রিক টন আলু কেনার সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছিল রাজ্য সরকার। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই হিমঘর মালিকদের তত্ত্বাবধানে সরকারি নিয়ম মেনে ও আলুর গুণগতমান যাচাই করেই রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের উদ্যোগে কৃষকদের থেকে কুইন্ট্যাল প্রতি ৯৫০ টাকা (৫০ কেজির বস্তা ৪৭৫টাকা) সহায়ক মূল্যে আলু কেনা জারি রেখেছে সরকার। ধনেখালি, হরিপাল, সিঙ্গুর ও বলাগড় ব্লকে আলু কেনা হয়েছে। আলুচাষিরা জানিয়েছেন, জেলার অর্থকরী ফসল আলু। সারা বছর আলুর উপরে নির্ভরশীল থাকতে হয় মানুষকে। এ বার আলুর রেকর্ড উৎপাদনে আলুর দাম পড়ে গিয়েছিল। মাঠে ৬ থেকে ৭ টাকা কেজি দরে আলু বিকোলেও, কেনার লোক ছিল না। যে কারণে জেলায় গোঘাট, আরামবাগ, তারকেশ্বরে রাস্তায় আলু নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছিল। আলুর চাষের খরচ উঠবে কি না, সেই নিয়ে ঘুম উড়েছিল। কিন্তু মার্চ মাসের গোড়ায় সরকার সহায়ক মূল্যে আলু কেনায়, কৃষকরা অনেকটাই দুশ্চিন্তামুক্ত হয়েছেন। সূত্রের খবর, সিঙ্গুর, ধনেখালি, তারকেশ্বর ও আরামবাগে জ্যোতি আলু ছাড়াও হেমাঙ্গিনী ও কলম্বো প্রজাতির উচ্চ ফলনশীল আলুর ব্যাপক উৎপাদন হয়েছে। এই বারে আলু উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার মেট্রিক টন। এর মধ্যে কমবেশি ৮০ লক্ষ মেট্রিক টন সংরক্ষিত হবে বলে মনে করছে প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সংগঠন। এই বিষয়ে রাজ্য প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সরকার যে পদ্ধতিতে সরাসরি কৃষকদের থেকে সহায়ক মূল্যে আলু কিনছে, সেই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। সত্যিকারের কৃষকরা সহায়ক মূল্যে আলু বিক্রির সুযোগ পাচ্ছেন। কেউ কেউ আলু নিয়ে রাজনীতি করছেন। সরকার আলু কেনায় উদ্যোগী হওয়ায় আমরা খুবই খুশি।' চলতি মাসের গোড়ার দিকে বিভিন্ন আলু ব্যবসায়ী সংগঠন রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী বেচারাম মান্নার উদ্যোগে সরকারের সঙ্গে সহায়ক মূল্যে আলু কেনা নিয়ে বৈঠকে বসে। তার পরেই সরকার সহায়ক মূল্যে আলু কেনা শুরু করায়, ওই বৈঠকের সুফল মিলেছে বলে মানছেন অনেকেই। ধনেখালির আলুচাষি বলেন, '৭০ বস্তা আলু সরকার সহায়ক মূল্যে ৪৭৫ টাকা বস্তা হিসেবে কিনেছে। এর ফলে আমাদের অভাবী বিক্রি বন্ধ হবে। সমবায়ের ঋণও শোধ হয়ে যাবে।' আরেক চাষী বলেন, 'সব প্রজাতির আলুর এ বার রেকর্ড ফলন হয়েছে। সরকারকে জ্যোতি আলু সহায়ক মূল্যে ৭০ বস্তা বিক্রি করে উপকৃত হয়েছি।' তবে সহায়ক মূল্যে আলু কেনার প্রক্রিয়া জারি থাকলেও, চাষিরা আলুর দাম পাচ্ছেন না অভিযোগ তুলে ধনেখালি বিধানসভার বামফ্রন্ট, আইএসএফ সমর্থিত সিপিআই (এমএল) লিবারেশন প্রার্থী রুমা আহেরী রাস্তায় আলু ফেলে ক্ষোভপ্রকাশ করেন। তিনি চাষীদের দুর্দশার কথা, বীজ, সারের কালোবাজারি, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করেন। প্রোগ্রেসিভ আলু ব্যবসায়ী সংগঠনের আহ্বায়ক স্বপন সামন্ত বলেন, 'মানবিক মুখ্যমন্ত্রী সব কিছুতেই মানুষের পাশে থাকেন। সারের দাম কেন্দ্র বাড়িয়েছে। কিন্তু টানা কয়েক বছর ধরে রাজ্য ধারাবাহিক ভাবে কৃষকদের থেকে সহায়ক মূল্যে আলু কিনছে।' রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের বিদায়ী মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'গত কয়েক বছর ধরে আলুর রেকর্ড ফলন হচ্ছে। সেটা সরকারের নজরে ছিল। ভোট ঘোষণার আগে থেকেই সরকার যে সহায়ক মূল্যে আলু কেনা শুরু করেছে, সেই প্রক্রিয়া এখনও চলছে।'

পায়ে হেঁটে জনসংযোগ সিপিআইএম প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৩ মার্চ ঃ মধ্য হাওড়ায় জমজমাট ভোটের প্রচার। পাড়ায় অলি-গলি পায়ে হেঁটে জনসংযোগ সিপিআইএম প্রার্থীর। মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএম প্রার্থী আইনজীবী ইমতিয়াজ আহমেদ সোমবার সকালে মধ্য হাওড়ার ২৪ নং ওয়ার্ড সহ বিভিন্ন এলাকায় ভোটের প্রচার করেন। পায়ে হেঁটে অলি-গলি ঘুরে মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করেন প্রার্থী। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। বাম প্রার্থীর প্রচারে এদিন বহু কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। জয়নারায়ণ বাবু ও আনন্দ দত্ত লেন, ধরণীধর মল্লিক লেন, কালী কুন্ডু লেন, হেম চক্রবর্তী লেন সহ আরও বিভিন্ন এলাকায় এদিন সকালে ভোটের প্রচার করেন ইমতিয়াজ আহমেদ।

ভাঙড়ে নওশাদ-সহ চমক তালিকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ভাঙড়, ২৩ মার্চ ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট (ISF)। রাজ্যের ৯টি জেলায় মোট ২৩টি বিধানসভা কেন্দ্রে নিজেদের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে দল। প্রত্যাশা মতোই ভাঙড় কেন্দ্র থেকে লড়ছেন দলের অন্যতম মুখ নওশাদ সিদ্দিকি। পাশাপাশি ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে বহুল আলোচিত আরাবুল ইসলাম-কে। প্রকাশিত তালিকায় বৈচিত্র্যের ছাপ স্পষ্ট। একাধিক হিন্দু প্রার্থী, মহিলা প্রার্থী এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদেরও জায়গা দিয়েছে ISF। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি বৃহত্তর ভোটব্যাঙ্কে পৌঁছতেই এই কৌশল নিয়েছে দল। উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর থেকে তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, আমডাঙা থেকে বিশ্বজিত মাইতি এবং মধ্যমগ্রাম থেকে প্রিয়াঙ্কা বর্মনকে প্রার্থী করা হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পশ্চিমে লড়বেন প্রবীর মণ্ডল। পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে শিক্ষক মহম্মদ শবে মিরাজ খানকে প্রার্থী করেছে দল।

বাম-আইএসএফ আসন সমঝোতায় জট, আলিমুদ্দিনের অনুরোধে তালিকা প্রকাশ পিছিয়ে দিল নওশাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফুরফুরা শরিফ, ২৩ মার্চ ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে জোট রাজনীতিতে নতুন জটিলতার ইঙ্গিত মিলল আইএসএফ এবং বামফ্রন্টের মধ্যে। নির্ধারিত দিনেও প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করলেন না আইএসএফের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য তথা ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। সোমবার ফুরফুরা শরিফ থেকে তাঁর দলের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে তা পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কারণ হিসেবে সামনে এসেছে বামেদের সঙ্গে আসন সমঝোতা নিয়ে অমীমাংসিত জট। দীর্ঘদিন ধরেই বামফ্রন্টের সঙ্গে জোট গড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে আসছিলেন নওশাদ সিদ্দিকি। একাধিকবার আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে গিয়ে বাম নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকও করেছেন তিনি। সেই বৈঠকের পর জোট প্রায় চূড়ান্ত বলেই জানানো হয়েছিল। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু এবং সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের সঙ্গে আলোচনা এগিয়ে যাওয়ার পর দুই পক্ষই আশাবাদী ছিল যে, আসন্ন নির্বাচনে একসঙ্গে লড়াই করবে তারা। সূত্রের খবর, প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছিল, মোট ২৯টি আসন আইএসএফের জন্য ছেড়ে দেবে বামেরা। তবে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র নিয়ে মতভেদ তৈরি হওয়ায় আসন সমঝোতায় জটিলতা দেখা দেয়। বিশেষ করে চারটি আসন ঘিরে দর কষাকষি চলছিল, যা শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত রূপ পায়নি। এই পরিস্থিতিতে সোমবার প্রার্থী তালিকা প্রকাশের আগে বামেদের পক্ষ থেকে আরও একদিন সময় চাওয়া হয় বলে জানিয়েছেন নওশাদ সিদ্দিকি। তিনি জানান, রবিবার রাতে এই বার্তা পৌঁছায় তাঁর কাছে এবং জোটের স্বার্থে তিনি সেই সময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, সাত মাস বামেদের সঙ্গে জোট নিয়ে আলোচনা চলেছে। আজ একদিন অপেক্ষা করলাম। প্রার্থী তালিকা আজ ঘোষণা করলাম না। এই ঘটনায় স্পষ্ট, এখনও পর্যন্ত আসন বণ্টন নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে কিছুটা টানাপোড়েন রয়ে গিয়েছে। যদিও জোট ভেঙে যাওয়ার কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি, তবুও শেষ মুহূর্তে তালিকা প্রকাশ পিছিয়ে যাওয়ায় রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। নির্বাচনের আগে এই ধরনের অনিশ্চয়তা জোটের ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বলেও মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে আরাবুল ইসলাম প্রসঙ্গও ওঠে। সেই বিষয়ে নওশাদ সিদ্দিকি স্পষ্ট করে জানান, আরাবুল ইসলাম ইতিমধ্যেই সব পদ ও দল ছেড়ে আইএসএফে যোগ দিয়েছেন, ফলে এই বিষয়ে আর কোনও বিতর্ক থাকার কথা নয়। তিনি এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত মন্তব্য এড়িয়ে যান। এদিকে, সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন কেন্দ্রের নাম সামনে এসেছে। খানাকুল, হরিপাল, মোথাবাড়ি, সুজাপুর, সামশেরগঞ্জ, রঘুনাথগঞ্জ, হরিহরপাড়া, নাকাশিপাড়া, অশোকনগর, মধ্যমগ্রাম, আলমডাঙা, দেগঙ্গা, হাড়োয়া, মিনাখাঁ, বসিরহাট উত্তর, বাদুড়িয়া, বাসন্তী, কুলপি, মল্লিকবাজার, ক্যানিং পূর্ব ও পশ্চিম, মগরাহাট, ভাঙড়, উলুবেড়িয়া পূর্ব, জগৎবল্লভপুর, মহিষাদল, শালবনি, বারাবনি এবং বোলপুর-এই সব কেন্দ্রেই আইএসএফ প্রার্থী দিতে পারে বলে জোর জল্পনা চলছে। সব মিলিয়ে, ভোটের আগে জোট রাজনীতির এই টানাপোড়েন আগামী দিনে কী মোড় নেয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

জলাজমি থেকে উদ্ধার যুবকের দেহ, চাঞ্চল্য এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৩ মার্চ ঃ হাওড়ার ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রের নিশ্চিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দেওয়ানচকে জলাজমির মধ্যে পড়ে থাকা এক যুবকের দেহ ঘিরে সোমবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়ায়। রাস্তা থেকে কিছুটা দূরেই হোগলা বনে জমে থাকা জলের মধ্যে ওই যুবককে উল্টে পড়ে থাকতে দেখেন এলাকার বাসিন্দারা। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ঘটনা ঘিরে শোরগোল শুরু হয়। নিশ্চিন্দা থানার পুলিশ তক্ষণা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে, বেলা পর্যন্ত মৃত যুবকের পরিচয় পাওয়া যায়নি। মৃত্যুর কারণও স্পষ্ট নয়। কিন্তু, মূল রাস্তা থেকে প্রায় ৫০ মিটার দূরে কিভাবে ওই ব্যক্তি গেলেন কিংবা কেউ বা কারা তাঁকে খুন করে এখানে ফেলে গেল কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই ঘটনার বিষয়ে মঞ্জু খাঁড়া বলেন, পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। তখনও পর্যন্ত দেহ সনাক্ত করা যায়নি। মনে হচ্ছে মৃত ব্যক্তি এলাকার কেউ নন। উনি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় জলাজমিতে পড়ে গেছেন কিনা সেটা আমরা জানি না। তবে এরকম ঘটনা এর আগে কখনো ঘটেনি। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সৌমেন্দ্র গায়েন বলেন, এই এলাকাটি সাঁপুইপাড়া-বসুকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত শেষ সীমানা। পাশেই নিশ্চিন্দা অঞ্চল। এখানে উপস্থিত মানুষজন দেহটিকে সনাক্ত করতে পারেননি। ফলে ওই ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি। পরিত্যক্ত জলাজমির মধ্যে বছর ৩৫ এর এক যুবকের দেহ এদিন পড়ে থাকতে দেখা যায়। তবে মৃতের শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়নি। নিশ্চিন্দা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। তারাই তদন্ত করবে। মৃত যুবকের পকেট থেকে কিছু ওষুধপত্র পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে। সবটাই তদন্তসাপেক্ষ ব্যাপার।

সাইকেল আরোহীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৩ মার্চ ঃ পথ দুর্ঘটনায় এক সাইকেল আরোহীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি থানার পালেরবাঁধ মোড় এলাকায়। বেপরোয়া যান চলাচলের জেরে এই মৃত্যুর প্রতিবাদে এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দাবিতে বাঁকুড়া-রানিগঞ্জ জাতীয় স।ক অবরোধ করেন মৃতের পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা। অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বচসা ও বিক্ষোভে জড়িয়ে পড়েন আন্দোলনকারীরা, যার ফলে দীর্ঘক্ষণ স্তব্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম শ্রীরাম ঢাং (৩৮)। তিনি মেজিয়া থানার রামকৃষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দা। সোমবার সকালে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটে বাঁকুড়া-রানিগঞ্জ জাতীয় সড়কের পালেরবাঁধ মোড় সংলগ্ন এলাকায়। পরিবার সূত্রে খবর, শ্রীরামবাবু দুর্লভপুরের একটি বেসরকারি কারখানায় কর্মরত ছিলেন। সোমবার সকালে নাইট শিফটের কাজ সেরে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। সেই সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

NIQ NO.-46/Q of 2025-26

Sealed quotation for temporary EI works related to CAPF accommodation for General Assembly Election 2026 invited for PS- Bhabanipur Phase-III, PS- Nandigram Phase-III, PS- Chandipur Phase-III, PS- Sutahata Phase-III, PS- Durgachak Phase-III. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.wbpwd.gov.in, Last date of application: 26.03.2026 up to 4:00 PM Last date of submission of quotation: 4:30P.M. of 26.03.2026 Date and time of bid opening: 4:45 pm 26.03.2026

Sd/- Executive Engineer
Purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

NIQ NO.-45/Q of 2025-26

Sealed quotation for temporary EI works related to CAPF accommodation for General Assembly Election 2026 invited for PS- Panskura Phase-III, PS- Moyna Phase-III, PS- Tamluk Phase-IV, PS- Kolaghat Phase-III, PS- Nandakumar Phase-III. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.wbpwd.gov.in Last date of application: 26.03.2026 up to 4:00 PM Last date of submission of quotation: 4:30P.M. of 26.03.2026 Date and time of bid opening: 4:45 pm 26.03.2026

Sd/- Executive Engineer
Purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-৪৫-২৫, তারিখঃ ১৯.০৩.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং. ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-৪৫-২৫-এর পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **স্থান সহ কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে ওএইচই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের নির্ভরযোগ্যতার উন্নতি এবং সামগ্রিক সুরক্ষার জন্য রেট্রো রিফ্লেক্টিভ নম্বর প্লেট সরবরাহ এবং স্থাপন। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৪,৩৯,৬০,৪৫৮.৭২ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবেঃ** ৩,৬৯,৮০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১৮ (আঠারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১০.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলাঃ** টেন্ডার বন্ধের পরে যে কোনও সময় টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য টেন্ডারদাতারা **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।

HWH-705/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

NIQ NO.-47/Q of 2025-26

Sealed quotation for temporary EI works related to CAPF accommodation for General Assembly Election 2026 invited for PS- Egra Phase-IV, PS- Contai Phase-V, PS- Bhupatinagar Phase-III, PS- Talpati Ghat Coastal Phase-IV, PS- Patashpur Phase-IV, PS- Ramnagar Phase-III, PS- Junput Coastal Phase-III, PS- Bhagawanpur Phase-III, PS- Khejuri Phase-I, PS- Marishda Phase-I, Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.wbpwd gov.in, Last date of application: 26.03.2026 up to 4:00 PM Last date of submission of quotation: 4:30P.M. of 26.03.2026 Date and time of bid opening: 4:45 pm 26.03.2026

Sd/- Executive Engineer
Purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte

NOTIFICATION

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, আমার মক্কেল, শ্রী আশুতোষ পান্ডে, পিতা-শ্রী রূপ নারায়ণ পান্ডে, ঠিকানা ২২/৩ (পি) মধুসূদন দাস লেন, থানা-এ. জে. সি. বোস বি. গার্ডেন, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১১০৩, ফোন-৯৮৩১২৯৬৩৬৩, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অন্তর্গত ২৯ ও ৩০ নং শালিমার রোড, থানা-এ. জে. সি. বোস বি. গার্ডেন, জেলা-হাওড়া, হোল্ডিং ভুক্ত সম্পত্তি বিক্রয় কোবরা মূলে রাম নইম পরামানিক এর নিকট হইতে ক্রয় করেন। উক্ত সম্পত্তির নিবন্ধনের সময়, উক্ত রাম নাইম প্রামাণিক সদর যুগ্ম সাব-রেজিস্ট্রারের অধীনে নিবন্ধিত মূল দলিল (Mother Deed) যাহার নং ২২১২/১৯৭৮, বই-১, খণ্ড ৫২, পৃষ্ঠা ৫২ থেকে ৫৮ সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি হস্তান্তর করেন। উক্ত মূল দলিলটি উপরোক্ত ঠিকানা থেকে হারিয়ে গেছে/ভুল জায়গায় রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে, আমার মক্কেল হাওড়া জেলার এ. জে. সি. বোস বি. গার্ডেন পুলিশ থানায়, একটি সাধারণ ডায়েরি (General Diary) দায়ের করেছেন যাহার নং ৭৭৫, তারিখ ১৬/০৩/২০২৬।

এই পরিস্থিতিতে, সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, যদি কেউ উক্ত মূল দলিলটি খুঁজে পান অথবা এ বিষয়ে কোনো তথ্য জানেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় আমার মক্কেলের সাথে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আমার মক্কেল তদনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

PURUSHOTTOM DAS
ADVOCATE
HOWRAH DISTRICT COURT
Enrollment No. F-1318/2007
Dt. 19/12/2007

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-

NIQ NO. - 18/Q of 2025-26

N.W- Temporary Electrification works at diff. following Location under the Dist of Paschim Medinipur to provide accommodation and basic facilities to CAPF in view of Assembly Election 2026. **Location:-** Khanjapur Union High School, Satsole Kironmoyee High School, Chaipat High School, Pingboni High School, Birsingha ITI College, Edugate Teachers' Training Institute, Jenkapur High School, Medinipur Institue of Education B.ed., Midnapore Sadar Polytechnic College, Khirpai Kishan Mandi. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: **www.pwdwb.in** Last dt. application: **27.03.2026 upto 01.30 P.M.** Last dt. permission: **27.03.2026 upto 02.00 P.M.** Last dt. Of receiving quotation: **27.03.2026 upto 03.30 P.M.** Dt. of Opening: **27.03.2026 at 04.00 P.M.**

SD/-
Executive Engineer
Paschim Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-

NIQ NO. - 20/Q of 2025-26

N.W- Temporary Electrification works at diff. following Location under the Dist of Paschim Medinipur to provide accommodation and basic facilities to CAPF in view of Assembly Election 2026. **Location:-** C. K. Road Gourav Guin Memorial Collage, Sidhu Kanu Birsa Polytechnic College, Satyaeswar Institute Maratala, Khelar Samabai Samity Godown, keshpur kishan mandi. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: **www.pwdwb.in** Last dt. application: **27.03.2026 upto 01.30 P.M.** Last dt. permission: **27.03.2026 upto 02.00 P.M.** Last dt. Of receiving quotation: **27.03.2026 upto 03.30 P.M.** Dt. of Opening: **27.03.2026 at 04.00 P.M.**

SD/-
Executive Engineer
Paschim Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-

NIQ NO. - 19/Q of 2025-26

N.W- Temporary Electrification works at diff. following Location under the Dist of Paschim Medinipur to provide accommodation and basic facilities to CAPF in view of Assembly Election 2026. **Location:-** Palaschabri Nigamananda High School, Kalaimuri Police Camp, Madanmohanchak High School, New Integrated Government School, Nahapar Vidhyasagar vidyabhaban, Gobardhanpur High School, Amrakhali Desapran High School, Samsara Patpara High School, Chattisgarh High School (Ayma), Silver Jubilee School (Koushallya). Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: **www.pwdwb.in** Last dt. application: **27.03.2026 upto 01.30 P.M.** Last dt. permission: **27.03.2026 upto 02.00 P.M.** Last dt. Of receiving quotation: **27.03.2026 upto 03.30 P.M.** Dt. of Opening: **27.03.2026 at 04.00 P.M.**

SD/-
Executive Engineer
Paschim Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

এম.কে.জে. ডেভেলপারস লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ সাগর এস্টেট, ২ ক্লাইভ ঘাট স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০১
টেলিফোন নং. ০৩৩ ২২৩০ ৪৫৭১, ই-মেইল আইডিঃ **mkiris@keventer.com**

সদস্যদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে-কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১১০-এর বিধানাবলি এবং এর সাথে পঠিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর (সংশোধিত) বিধি ২২ পাশাপাশি ICSI কর্তৃক জারিকৃত 'সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড - ২' এবং MCA-এর সার্কুলারসমূহ অনুসারে-কোম্পানিটি ২৩ মার্চ, ২০২৬ তারিখে কুরিয়ারের মাধ্যমে সকল সদস্যের নিকট 'পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি' প্রেরণ সম্পন্ন করেছে। এই বিজ্ঞপ্তির সাথে একটি ব্যাখ্যাত্মক বিবৃতি, পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং স্ব-ঠিকানাযুক্ত ও ডাকমাসুল-প্রদত্ত খামও পাঠানো হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তিটি সেই সকল সদস্যদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত, যাঁদের নাম বুধবার, ১৮ মার্চ, ২০২৬ তারিখের (কাট-অফ তারিখ) হিসেবে 'সদস্য রেজিস্টার'-এ তালিকাভুক্ত ছিল। এই কার্যক্রমটি মূলত একটি প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের অনুমোদনের লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে-যার মাধ্যমে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইক্যুইটি শেয়ারের তালিকাভুক্তি বাতিলকরণ) প্রবিধানমালা, ২০২১ এবং প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী, 'দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড' থেকে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহের প্রস্তাবিত স্বেচ্ছামূলক তালিকাভুক্তি বাতিলের বিষয়ে শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন চাওয়া হয়েছে। এই অনুমোদন প্রক্রিয়াটি 'পোস্টাল ব্যালট'-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হবে, যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ইলেকট্রনিক মাধ্যমের সাহায্যে 'ই-ভোটিং'-এর সুবিধাও।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৮ ধারার বিধানাবলি এবং তসহ কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ২০ বিধি ভারতীয় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা ও তথ্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধানমালা, ২০১৫-এর ৪৪ প্রবিধান এবং এমসিএ -এর সার্কুলারসমূহ অনুযায়ী, কোম্পানি তার সদস্যদের ভোট প্রদানের সুবিধার্থে 'ই-ভোটিং' ব্যবস্থা প্রদানের লক্ষ্যে 'ন্যাশানাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড' (NSDL)-এর সেবা গ্রহণ করেছে।

ই-ভোটিং সহ 'পোস্টাল ব্যালট'-এর মাধ্যমে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়াটি ২৭ মার্চ, ২০২৬ তারিখে শুরু হবে। এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি এবং পোস্টাল ব্যালট ফর্মটি NSDL-এর ওয়েবসাইট-**www.evoting.nsdl.com**-এও পাওয়া যাবে।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ডাক ব্যালট প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে একজন পেশাদার চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, শ্রী বিবেক গুপ্ত-কে 'স্ক্রুটিনাইজার' (নিরীক্ষক) হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। সদস্যদের প্রতি অনুরোধ, তারা যেন বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন যে-সঠিকভাবে পূরণকৃত ও স্বাক্ষরিত ডাক ব্যালট ফর্মটি শনিবার, ২৫ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের মধ্যে, বিকেল ৫.০০টার পূর্বেই স্ক্রুটিনাইজারের নিকট পৌঁছাতে হবে।

ভোটদানের সুবিধাটি শুক্রবার, ২৭ মার্চ, ২০২৬ তারিখ সকাল ৯.০০টা থেকে শুরু হয়ে শনিবার, ২৫ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত চালু থাকবে। উল্লিখিত তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত সমস্ত ডাক ব্যালট ফর্ম বা ইলেকট্রনিক ভোটসমূহকে অগ্রহণযোগ্য হিসেবে গণ্য করা হবে অর্থাৎ ধরে নেওয়া হবে যে, সংশ্লিষ্ট সদস্যের কাছ থেকে কোনো উত্তর বা ভোট পাওয়া যায়নি। কোনো সদস্য যদি ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পাশাপাশি ডাকযোগে বা সশরীরেও ভোট পাঠান, তবে স্ক্রুটিনাইজার কর্তৃক শুধুমাত্র ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে প্রদত্ত ভোটটিকেই বৈধ হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

ডাক ব্যালটের ফলাফল মঙ্গলবার, ২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ফলাফল এবং স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদনটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.mkjdevelopers.in-এ প্রকাশ করা হবে। পাশাপাশি, কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড-যেখানে কোম্পানির শেয়ারসমূহ তালিকাভুক্ত রয়েছে-সেখানেও এই ফলাফলটি অবহিত করা হবে। ডাক ব্যালট (ই-ভোটিং সহ) প্রক্রিয়ায় ভোটদান সংক্রান্ত যেকোনো জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে সদস্যদের প্রতি অনুরোধ, তারা যেন নিম্নোক্ত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করেনঃ শ্রী হরিকিশ্বর সাহ, পরিচালক, এম. কে. জে. ডেভেলপারস লিমিটেড, নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ সাগর এস্টেট, ২ ক্লাইভ ঘাট স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০১ টেলিফোন নম্বরঃ ০৩৩ ২২৩০ ৪৫৭১ ই-মেইল আইডিঃ mkiris@keventer.com

পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে,
এম. কে. জে. ডেভেলপারস লিমিটেড-এর পক্ষে,
স্বা / -হরিকিশ্বর সাহ
পরিচালক
DIN: 00214759

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৩।০৩।২০২৬

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১১২ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৯ চৈত্র, ১৪৩২

সুভাষ পিতা জানকীনাথ

বসু পরিবারের বাস ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কোদালিয়া গ্রামে। রেলস্টেশন চিংড়ি পোতা যেটি বর্তমানে (সুভাষ গ্রাম)নামে পরিচিত। কিছু দূর পদব্রজে গেলেই হরনাথ বসুর বাড়ি। তিনি দুবার বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রীর একমাত্র পুত্র ছিলেন দেবনাথ বসু। তিনি ছিলেন অতি বিদ্বান কটকের র‍্যাভেনশ কলেজে অধ্যাপনা করতেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর তিন পুত্র ও এক কন্যা। জানকীনাথ বসু পুত্রদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। ত্রয়ী শিক্ষিত উপযুক্ত ছিলেন। কোদালিয়া গ্রাম থেকে কলকাতায় আসা-যাওয়া করে পড়াশোনা করতেন। সংসারে আর্থিক স্বচ্ছলতা তেমন ছিল না। সেজন্য জানকীনাথ বসুকে শিক্ষালাভের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করে পড়াশোনা করতে হয়। তিনি কৃতি ছাত্র ছিলেন এবং সব পরীক্ষায় স্কলারশিপ পান। এই সামান্য অর্থ না পেলে তার লেখাপড়ার কি করে চলত জানি না। বই কিনবার তার ক্ষমতা ছিল না। কলেজে সহপাঠীদের কাছ থেকে বই নিয়ে তিনি হাতে লিখে নকল করে নিতেন। তিনি সন্ধ্যাবেলায় বাড়িতে প্রদীপ জ্বালিয়ে পড়াশোনা করার মতো তেলটুকু ছিল না, এছাড়াও সংসারের কাজকর্ম তাকেই করতে হতো এইভাবে লেখাপড়া করে তিনি আইন পরীক্ষায় পাশ করেন। সুভাষচন্দ্র অসাধারণ কিন্তু তার পিতা জানকীনাথ এর জীবন কাহিনী অনেকেই জানেন না। তিনিও কম অসাধারণ ছিলেন না। এমন পিতারই শরৎচন্দ্র ও সুভাষ চন্দ্রের মতো পুত্র হওয়া স্বাভাবিক। জানকীনাথ এর বিবাহ একটি চমকপ্রদ ঘটনা। তার সুযোগ্য পত্নী প্রভাবতীর পিতামহ ছিলেন গঙ্গানারায়ণ দত্ত। তার পিতার নাম কাশীনাথ দত্ত। তাদের পরিবার বিখ্যাত হাটখোলার দত্তের একটি শাখা। এই শাখা কলিকাতার অদূরে বরাহনগরে বাস করতেন। গঙ্গানারায়ণ দত্ত তাঁর প্রথমা পৌত্রী প্রভাবতীর বরের অন্বেষণে কলেজে গিয়ে হাজির। দেখলেন একটি কালো রোগা ছাত্র এক জায়গায় বসে কি লিখছে,তখন টিফিনের ছুটি। অন্যেরা খেলাধুলো গল্পগুজবের ব্যস্ত।তিনি সেই ছেলের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন সে কেন অন্যদের মত খেলছে না? জানকীনাথ বললেন, তার বই কেনার সামর্থ্য নেই। তাই বন্ধুদের থেকে বই নিয়ে লিখে নিচ্ছেন। গঙ্গানারায়ণ তার পিতার নাম ঠিকানা ইত্যাদি জেনে নেন এবং জানকীনাথ বসুর সঙ্গেই তার অপরূপা সুন্দরী পৌত্রী প্রভাবতীর বিবাহ স্থির করে ফেললেন। বিবাহের পর প্রভাবতীর পিতা কাশীনাথ দত্ত যখন মেয়েকে দেখতে তার শ্বশুরবাড়ি গেলেন তাদের পারিবারিক অবস্থা দেখে বিমর্ষ হয়ে পড়েন। ফিরে পিতাকে বলেন, বাবামশাই আপনি আমার সোনার প্রতিমার মত মেয়েকে জলে ফেলে দিলেন? পিতা উত্তর দিলেন, জলে ফেলেছি কি কিসে ফেলেছি সময় এলে দেখো। জানকীনাথ ওকালতি করবেন কিন্তু কলকাতায় তার বাসস্থান, জানা পরিচয় কিছুই নেই। পিসেমশাই হরবল্লব বসু কটক এর প্রতিষ্ঠিত খ্যাতিসম্পন্ন উকিল ছিলেন। তিনি জানকীনাথ বসু কে কটকে গিয়ে ওকালতি শুরু করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। জানকীনাথ এই সুযোগ গ্রহণ করে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ইংরেজ সরকার তাকে রায়বাহাদুর উপাধি দেন এবং Govt plider নিযুক্ত হন।

সাহিত্যিক হওয়ার গল্প

অনেক পুরোনো দিনের কথা। বিএ পাশ করে হরিণাভির একটি স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি পেলেন এক তরুণ। একদিন ক্লাসের ফাঁকে স্টাফরুমে বসে আছেন, হঠাৎ একটি অল্পবয়সি ছেলে এসে বলল, চলুন,আমরা দু'জনে মিলে একটা বই লিখি। সেই তরুণ শিক্ষক মনে মনে হাসলেন। ভাবলেন বই তো দূর অস্ত, কোনও দিন কোনও গল্প, প্রবন্ধ লেখার কথাও তাঁর মাথায় আসেনি। এই ভেবে ওই অল্পবয়সি ছেলেটিকে বারণ করে দিলেন তিনি। সেই ছেলেটিও ছাড়ার পাত্র নয়। পরের দিন স্কুলে পৌঁছে সেই শিক্ষক দেখেন, যেখানে-সেখানে সাঁটা বিজ্ঞাপন। ''শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছে....শীঘ্র প্রকাশিত হইতেছে উপন্যাস।'' সেই শিক্ষকের বুঝতে বাকি রইল না এটা কার কাজ ! মনে মনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন তিনি। একবার হাতে পেলে হয় সেই ছেলেকে। অন্যদিকে সহকর্মীদেরও চোখে পড়ল সেই বিজ্ঞাপন। অনেকেই তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, বাঃ, মশাই! আপনি তো বেশ গোপন রসিক দেখছি। তা কবে বেরোচ্ছে উপন্যাস? কিছুক্ষণ পরেই সেই শিক্ষকের সাথে হঠাৎ দেখা সেই ছেলেটির। ছেলেটাকে কার্যত কলার চেপে বলেছিলেন, তাঁর সঙ্গে এইসব রসিকতার মানে কি ? কোন প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছেয় সে এ সব করল ! তাতে ছেলেটি একটুও উত্তেজিত না হয়ে বলেছিল, ভেবেছিলাম দু'জনে মিলে লিখে ফেলব, আর উপন্যাসের নামও ঠিক করে ফেলেছি - 'চঞ্চলা'। তার এই ভাবলেশহীন উত্তরে আর কিছু বলতে পারেননি শিক্ষক মশাই। এদিকে রোজই রাস্তায়, বাজারে, স্কুলে, সকলের একই প্রশ্ন; কবে বেরোচ্ছে উপন্যাস ? কাউকে বলতে পারছেন না যে উপন্যাস তো দূর অস্ত, এমনকী তিনি যে আদৌ লেখক নন, বিজ্ঞাপনটা পুরো মিথ্যে। একদিন ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেল শিক্ষকের। রাতে রাগের চোটে কাগজ-কলম নিয়ে বসে একটি ছোট গল্প লিখলেন। পাঠিয়ে দিলেন কলকাতার একটি মাসিক পত্রিকায়। পত্রিকার নিয়ম অনুযায়ী সঙ্গে একটি ঠিকানা লেখা খাম স্ট্যাম্প সেঁটে পাঠালেন। তিন দিন পর থেকেই অপেক্ষা। দুরু দুরু বুকে স্কুলে বসে ভাবছেন এই বুঝি খাম ভর্তি অমনোনীত গল্প ফেরত এল। প্রায় সপ্তাহ তিনেক পর সেই খাম এল। দেখামাত্র তিনি খামটা পকেটে চালান করে দিলেন। রাতে বাড়ি ফিরে খুললেন সেই খাম। পেলেন একটি চিঠি। সম্পাদক মশাই লিখেছেন, আপনার রচনা মনোনীত হয়েছে, শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। ১৩২৮, মাঘ মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সেই গল্প ঊ সেটি ছিল তাঁর প্রথম গল্প। নাম 'উপেক্ষিতা'। এই গল্পটি সেই বছর শ্রেষ্ঠ গল্পের পুরস্কারও ছিনিয়ে নেয়। শিক্ষক তাঁর এক বন্ধুকে বলেছিলেন, ছেলেটি নাম ছিল যতীন্দ্রমোহন রায়। বোধহয় ঈশ্বরের দূত ছিলেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

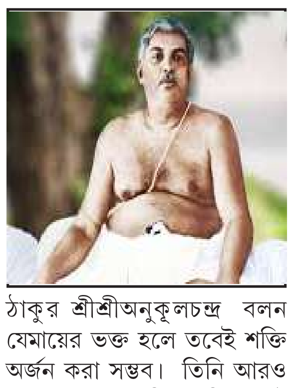

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র বলন যেমায়ের ভক্ত হলে তবেই শক্তি অর্জন করা সম্ভব। তিনি আরও বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। মা ভবতারিণী তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল তাঁর সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত। মানব শক্তি অর্জন করতে হবে মায়ের কাছ থেকে । ঈশ্বর আছেন। তিনি সবার মনের মধ্যে বিরাজ করে থাকেন। তিনি কাউকে অবহেলা করেন না। সবাইকে ঈশ্বর গ্রহণ করেন। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না।

বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। নরেনকে জয় করার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি মা থাকেন। মা সারদা কাউকে নিরাশ করেননি। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। শক্তিকে সঞ্চয় করে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করাটা জানতে হবে। শক্তিকে গ্রহণ করে কোনও পথ ধরে এগিয়ে চললে জয় করা সম্ভব তার উপায় বের করতে হবে। সেই পথটা তিনি দেখান। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের হচ্ছে শক্তির উৎস। শক্তির ভাণ্ডার। মা সারদা হচ্ছেন আসল মহাশক্তি। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে ফিরে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। পরাস্ত করতে হবে।

ওয়ারেন হেস্টিংস ও রাজা রামমোহন রায়ের নিজস্ব পালকি থাকলেও বিদ্যাসাগরের তা ছিল না

বিশেষ প্রতিবেদক

'সাহেবদের কলকাতা ও পালকি'। জোব চার্নক যখন প্রথমবারের জন্য সুতানুটিতে পদার্পন করেছিলেন তখন পালকিই ছিল বাংলার মুখ্য বাহন। সেই থেকে এই মন্থরগতি পালকির একচেটিয়া রাজত্ব প্রায় একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে চলেছিল। এরপরে এসেছিল ঘোড়ার গাড়ির যুগ, এবং এই ঘোড়ার গাড়িই টাউন কলকাতার পথে সর্বপ্রথম গতি নিয়ে এসেছিল। আর অতঃপর এসেছিল বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ি ও মোটরযান, যারফলে কলকাতা শহরে আরো দ্রুতগতির সঞ্চার হয়। কিন্তু এর পরবর্তীসময়ে কলকাতার নগর পরিবহণের অনেক উন্নতি হওয়ার ফলে এখানে আরো শক্তিশালী ও দ্রুতগামী যানবাহনের সূচনা ঘটলেও একইসাথে পথচলবার গতিরও পাল্লা দিয়ে অবনতি ঘটেছিল। একসময়ে পালকিতে চড়ে কলকাতার কালীঘাট থেকে চিৎপুর পৌঁছাতে যে সময় লাগত, ঘোড়ার গাড়ি আসবার পরে নিশ্চিত ভাবেই সে অবস্থার উন্নতি হয়েছিল। শোনা যায় যে, আঠারো শতকের শেষের দিকে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে কলকাতার বালিগঞ্জ থেকে হাতিবাগান অঞ্চলে নাকি মাত্র ৩০-৩৫ মিনিটে পৌঁছানো যেত। কিন্তু বর্তমানে অনেক উন্নত ও বেশি অশ্বশক্তির যান চেপে একই সময়ে এই পথ অতিক্রম করা যে অত্যন্ত কঠিন, তা নিয়ে কলকাতাবাসীমাত্রেই অবগত রয়েছেন। আসলে জোব চার্ণকের সময় থেকেই কলকাতার জনসংখ্যা যত ক্রমবর্ধমান হয়েছে, এবং এখানে গাড়ির ভিড় যত বৃদ্ধি পেয়েছে, সে তুলনায় রাস্তা কিন্তু কখনোই তেমনভাবে বাড়েনি। তবে কলকাতার এ অবস্থা অবশ্য একদিনে বা একযুগে হয়নি। বরং সুদীর্ঘকালের অবহেলা ও অবক্ষয়ের ফলেই এখনো কলকাতার এই দুর্দশা। আর কলকাতা একটা শহররূপে গড়ে উঠবার সময় থেকেই এই গলদ থেকে গিয়েছিল। কারণ, ইতিহাস বলে যে, ইংরেজ কোম্পানি সুতানুটিতে নিজেদের কুঠি স্থাপন করবার পরেও পৌনে একশো বছরের মধ্যে কলকাতায় তেমনভাবে কোনো পথঘাট তৈরি করেনি, ফলে শহরটা তখন যত্রতত্র ও এলোমেলোভাবেই গড়ে উঠেছিল। বস্তুতঃ জোব চার্নকের মৃত্যুর প্রায় একশো বছর পরে লর্ড ওয়েলেসলি যখন কলকাতার গভর্নর-জেনারেল হয়ে এসে ছিলেন, তখন তিনিই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি কলকাতা অঞ্চলে পরিকল্পিত নগর-বিকাশ ও পথঘাট নির্মাণের কাজের উপরে জোর দিয়েছিলেন। এখন যে মহানগর কলকাতাকে দেখা যায়, সেটা কিন্তু লর্ড ওয়েলেসলি পরিকল্পিত নগরকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে।

এছাড়া ইতিহাস একথাও বলে যে, ১৬৯০ সালে জোব চার্ণক যখন তৃতীয় বা শেষবারের জন্য সুতানুটিতে আসেন, তখন এখানে তাঁর একটা আস্ত শহর গড়ে তোলবার কোন পরিকল্পনা আদৌ ছিল কিনা;এবিষয়ে কিছু জানা যায় না। এমনকি জন কোম্পানির পরবর্তী এজেন্ট বা অধ্যক্ষরাও তখন কলকাতা- গোবিন্দপুর-সুতানুটি অঞ্চলে কোনো নগর পরিকল্পনা হাতে নেন নি। তবে নগর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৭২৬ সালে রাজকীয় সনদ বলে কলকাতায় মেয়রের কোর্ট অবশ্য স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও পলাশীর যুদ্ধের আগে পর্যন্ত কলকাতায় নতুন কোনো বড় রাস্তা তৈরি হয়নি। সেসময়ে চিৎপুর থেকে কালীঘাট যাওয়ার বহু প্রাচীন মেঠো পথটিই কলকাতার প্রধান সড়ক ছিল। সেযুগে এই সড়ক শহর ছাড়িয়ে উত্তরে হালিশহর ও দক্ষিণে বড়িশা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; আর কয়েক শো বছর ধরে এ পথ দিয়েই অগণিত তীর্থযাত্রী তখন কালীঘাটে যাতাযাত করেছিলেন। এসময়ে কালীঘাটের পথের একটা অংশ ঘন জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল, যেখানে দিনে দুপুরে আকছার ডাকাতির ঘটনা ঘটত; আর চৌরঙ্গির পশ্চিমে এই পথের ধারেই খানিকটা জায়গায় তখন আবার ধান ও তুলোর ক্ষেত এবং প্রচুর জলাভূমি ছিল। অতঃপর পরবর্তী সত্তর দশক ধরে নগর কলকাতা এই পথকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল।

তবে পলাশীর যুদ্ধের কয়েক বছর আগে থেকেই অবশ্য নগর কলকাতার উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এসময়েই জঙ্গল ও জলাভূমি উদ্ধার করে কলকাতার এসপ্লানেড ও ময়দান অঞ্চল তৈরি করা হয়। তাছাড়া এসময়েই গোবিন্দপুরের অধিবাসীদের সুতানুটিতে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সেখানে নতুন কেল্লার ভিত্তি, অর্থাৎ;এখনকার ফোর্ট উইলিয়াম তৈরি করবার কাজ শুরু হয়েছিল; আর এর নির্মাণকার্য শেষ হয়েছিল ১৭৭৩ সালে। কিন্তু অন্যদিকে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই কলকাতার জনসংখ্যা দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়; এবং একই সাথে এই শহরে প্রাসাদ, অট্টালিকা, বাড়িঘর ও বস্তির সংখ্যা যত্রতত্র পরিকল্পনাহীনভাবে বেড়ে যায়। এরফলে কলকাতা তখন স্পষ্টতঃ দুটি অঞ্চলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। সেসময়ে কলকাতার লালদীঘি ও এর দক্ষিণের সুদৃশ্য অঞ্চল ছিল হোয়াইট টাউন বা সাহেবদের এলাকা; ঝকঝকে পরিষ্কার পথঘাট ও আলো-হাওয়া যুক্ত প্রশস্ত ও মজবুত সুদৃশ্য গৃহের সারি তখন এ অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। অন্যদিকে উত্তরে মূলতঃ সুতানুটি অঞ্চলকে তখন ব্ল্যাক টাউন বলা হত,যা সেযুগে দেশীয় বা নেটিভদের বাসভূমি ছিল। এখানে তখন যথেচ্ছভাবে তৈরি অপ্রশস্ত ও ঘিঞ্জি বাড়িঘর, ঝুপড়ি দেখতে পাওয়া যেত। এখানকার রাস্তাঘাট সরু ও সর্পিল আকারের ছিল; আর রাস্তার ধারে খোলা ও দুর্গন্ধময় নর্দমা এবং আবর্জনার স্তূপ তখন এই নেটিভ পাড়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। তবে পরবর্তীসময়ে অবশ্য এই ব্ল্যাক টাউনের বুক চিরেই ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর তিনটি এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে আরো পাঁচটি বড় রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল।

অন্যদিকে কোম্পানির নথি থেকে জানা যায় যে, পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ১৭৬২ সালের মধ্যে কলকাতায় কয়েকটি বড় রাস্তা তৈরি করা হয়। এরপরে ১৭৬৬ সালে একাজের জন্য একজন রোড সার্ভেয়ার নিযুক্ত করা হলেও তিনি কলকাতায় কোনো নতুন পথ তৈরি করতে পারেন নি। অতঃপর ১৭৭৩ সালে কলকাতা বৃটিশ ভারতের রাজধানী ঘোষিত হওয়ার পরে, এবং এখানে সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হওয়ায় এই শহরটির গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়; আর একইসাথে তখন থেকেই এখানে প্রায় জনবিস্ফোরণ দেখা দিল। কিন্তু তখনও কলকাতায় কোনো নগর ও পরিবহণ পরিকল্পনার সূচনা লক্ষ্য করা যায়নি। এরফলে সুসংহত নগরবিকাশ ও রাজপথ নির্মাণ করবার জন্য কলকাতাবাসীকে এই শতকের শেষে গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির আগমনকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হয়। ইতিমধ্যে ১৭৯৪ সালে কলকাতায় কয়েকটি রাস্তা বাঁধানো বা পাকা করবার কাজ হাতে নেওয়া হয়; এবং ১৭৯৯ সালে কলকাতার প্রথম পাকা রাস্তা সার্কুলার রোড নির্মিত হয়েছিল। অন্যদিকে ওই বছরই লর্ড ওয়েলেসলি কলকাতা শহরে পা রেখেই প্রথমে নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের উপরে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। আর নিজের এই উদ্দেশ্য পূরণ করবার জন্য তিনি তখন তাঁর নিজের নেতৃত্বে একটি 'টাউন ইমপ্রুভ মেন্ট কমিটি' গড়ে তুলেছিলেন। তারপরে কলকাতার জন্য প্রস্তাবিত পরিকল্পনাসমূহ রূপায়ণ করবার নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের জন্য ১৮১৪ সালে লটারি কমিশন তৈরি করা হয়েছিল। আর এর ঠিক তিন বছর বাদে লটারি কমিশনের বদলে লটারি কমিটি তৈরি হয়েছিল। এই কমিটি নিজের প্রায় আঠারো বছরের অস্তিত্বকালে লটারির মাধ্যমে তৎকালীন কলকাতার জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে শহরে বেশ কয়েকটি নতুন রাজপথ তৈরি করিয়েছিল বলে জানা যায়; এগুলির মধ্যে আমহার্স্ট স্ট্রিট, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, পার্ক স্ট্রিট ও ফ্রি স্কুল স্ট্রিট অন্যতম ছিল। অতীতে কলকাতার কালীঘাটের পথে তীর্থযাত্রীরা মূলতঃ পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করলেও, একইসাথে তখন ডুলি ও পাল কিরও চল ছিল। আগে বাঙালি দুলে বাগদী বা কাহার সম্প্রদায়ের মানুষেরাই এই ডুলি ও পালকির বাহকের কাজ করতেন। কারো কারো মতে, দুলে কথাটার উৎপত্তি নাকি ডুলি শব্দটি থেকেই হয়েছে। পরে কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা নবকৃষ্ণদেব কলকাতায় উড়িয়া পাচক বেহারাদের আমদানি করলে তাঁর দেখাদেখি অন্যান্য ধনী ব্যক্তিরাও কলকাতায় উড়িয়া বেহারাদের আনতে শুরু করেছিলেন। কলকাতায় উড়িয়া বেহারাই পাককি চালাতো।

লেখক ঃ রানা চক্রবর্তী।

নবদ্বীপ ডায়েরি ঃ নবদ্বীপের বাসিন্দারা চৈতন্য চিন্তায় ব্যস্ত

রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ

শাকান্ন। নটে রাঙ্গা তোলে শাক পালঙ্গ নালিতা,তিক্ত ফলতায় শাক কলতা পলতা। সাঁজতো বন বন পুই ভদ্র পলা, হিজলি কলমী শাক জাঙ্গি ডাডি পলা,নটুয়া বেথুয়া তোলে ফিরে ক্ষেতে ক্ষেতে, মন্থুরি শুলকা ধন্যা পাই বেতে ভাবছেন কি চণ্ডী মঙ্গলের পরিচারিকার শাক সংগ্রহের আখ্যান। পেটুক ঠাকুর আর একটু ইতিহাসপ্রেমী মানুষ দুই এ দুই চার করে একটু গরু খোঁজা। সেই সূত্রে তথ্য সম্ভার, চৈতন্য মহাপ্রভু অবশ্য প্রতিবেশী, নায়র আমার বেশ খাদ্য রসিক। তবে দারিদ্র্যের আগুন এ পুড়তে হয়েছিল তাকেও সোনা খাঁটি কিনা পরীক্ষা তো নেবেই সময় মানুষ হও আর অবতার। মা শচী দেবী যত্ন করে রেঁধে দিতেন আগ পাতে কলমী,নটে,নিম,নালিতা, পলতা,হেলেঞ্চা,পুই,বেতাগ,বেনতি সহ ২০ ধরনের শাক, পছন্দ এর ওই কচু শাকটি আজো পরম যত্নে নিবেদন করা হয়। চৈতন্য মহাপ্রভুর দেশের দোসর তাই শাক প্রীতি কম নেই, যদিও সতীন কাঁটা ওরফে ঠাম্মা বলতো, শাক ভালো কইতে নাই,শাকান্ন জোটে কপালে। না চিরতরের সংস্কার,চাল বাড়ন্ত ওর মতোই।

শীতের শাক গরমের শাক আবার বর্ষার শাক,শরৎ এর শাক। শুরুটা করবো চৈত্র সংক্রান্তি দিয়ে ঘট দেবীর ভাত(মা দুর্গার অপর রূপ) গিমা শাক ভাজা মুচমুচে করে বড়ি ভেজে বেগুন দিয়ে, একটু তেঁতো,আগে তিতা পরে মিঠা তাই বছরের শেষ বেলায় তিতা।পরের দিন পয়লা পাতে কচুর শাক মাথা নয় ছোলা দিয়ে নাহলে লাল শাক ভাজা বাদাম ভেজে গুড়িয়ে বেগুন দিয়ে সঙ্গে ঝাঁঝালো কাসুন্দি। গরমের বাঙাল অর্থাৎ কাটোয়ার ডাটা পাওয়া যায় এখানে দাম নগণ্য হলেও ডাটার শাক এর স্বাদ অনবদ্য, বেগুন লঙ্কা দিয়ে ভাজা মচমচে করে সঙ্গে কাসুন্দি, সতীন কাঁটা ওরফে ঠাম্মার প্রিয় শাক,এটা হইলে আর কিছু না দিলেও হতো তেনাকে। বর্ষা পরতে পরতে পাতে ইলিশ তাই সঙ্গে কচুর মরসুম,তার সঙ্গে দোসর সুদূর আসাম বা সিলেটের বিখ্যাত শাক। শরৎ মানেই উৎসব সে সময় পুই হেলেঞ্চা সহ বিভিন্ন ধরনের শাক। শীত আসতে না আসতেই পালং, ছোলা, মটর, মেথি শাক, শেষ বেলায় শীষ পালং। পলতা হেলেঞ্চা এগুলো বারোমাস্যা। কদিন ধরে শরীর গতিকটা বড় বেয়াদব পানা করছে মুখে স্বাদ ও বিভ্রাটে তাই নিজেই নিজের অরুচি কে রুচিতে ফেরাতে তৎপর,লাল শাক আমার আর ছোটকাকুর ছেলে ঋষভের বিশেষ প্রিয় তবে তার বম্মার হাতের, সে এখন পাই কোথা তার বম্মা ঠিকানা বদল করেছেন। তাই নিজেই নিজের মো সাহেব। লাল শাক ধুয়ে ভালো করে কুচিয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে রাখুন। সরষের তেল গরম করে নুন হলুদ দিয়ে বেগুন ঝিরিঝিরি করে কেটে ভেজে তুলে রাখুন, এই তেলে বাদাম ভেজে গুঁড়া করে নিন। সামান্য কালোজিরা লংকা ফোড়ন দিয়ে শাক দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখুন জল ছেড়ে জল শুকিয়ে এলে আগে থেকে ভাজা বেগুন দিয়ে ভাজা ভাজা হলে লংকার একটা ঝাঁঝালো গন্ধ বের হলে বুঝবেন হয়ে গেছে সামান্য চিনি দিন স্বাদ আনবে। শেষের দিকে নামিয়ে গুড়ো বাদাম ছড়িয়ে আর কাসুন্দি দিয়ে পরিবেশন করুন গরম ভাতের সঙ্গে।

অনেক কথা যাও যে বলে কোন কথা না বলি তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলী। বর্ধমান রাজ কলেজ ইতিহাস বিভাগ একটা পরিবার। কিছু টুকরো কোলাজ অন্য কিছু স্মৃতি র ফ্রেম খুঁজতে গিয়ে ফিরে দেখা, দেখুন তো আমাদের চিনতে পারেন কিনা। তখন সবে প্রথম বর্ষ,দাদা দিদির দল আর আমরা সে সময় থেকে আজো আগলে রাখে, রাখবে ও হলপ করে বলতে পারি। ছবিগুলো খুঁজতে গিয়ে মজার ব্যাপার মনে পড়ে গেল। তখন ফাষ্ট ইয়ার ডিসেম্বর মাস প্রথম বেলায় সোস্যাল। আমাদের প্রতিবেশী বিভাগগুলো হঠাৎ করেই বন্ধু থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী এই সোস্যাল এর দৌলতে,যারা রাজ কলেজ-এর অংশীদার তারা প্রতিজন জানেন এর লড়াই আর তার সঙ্গে জড়িত আবেগকে , উৎসাহ উদ্দীপনা পাথেয় করে হাতে কলমে কাজ, ফাঁক ফোকর দেওয়ার বিন্দুমাত্র জায়গা নেই। সেদিন আঘ্রাণ এ নবান্ন বাড়িতে হঠাৎ আমার ফোনে ফোন কলেজ থেকে, পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত অনিবার্ণ দাদা। প্রথমে ধরেই কাকীমাকে দে তো,ভাবছি কি হলো যে সোজা সুজি হাইকোর্ট,কিছু কেস তো করিনি নালিশ হওয়ার সুযোগ সে ভাবে হয়নি সুবোধ বালিকা গোছের,দিদি গিরিটা করি। মাম বেশ হেসে হেসে উওর দিয়ে ফোনটা রেখে বললো কাল থেকে কলেজ সোস্যাল এর কাজে দাদা দিদিদের সঙ্গে থাকবি, ক্লাসের পর মহড়া সেরে তবে বাড়ি ফিরবি,তাই অনির্বাণ অনুমতি চাইছিল। পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত খোকন কাকুকে বলবি কখন কোথায় যেতে হবে নিয়ে আসবে। মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে, অগত্যা আমার দলবলদের ফোনকি কেস, তারা আমার ভাষায় আমাকে বোঝালো সেটা জনসমক্ষে না বলাই ভালো,ওটা আমাদের বন্ধুদের কোড ল্যাঙ্গুয়েজ। পরের দিন ক্লাসের পর সিনিয়র দাদা দিদিরা এসে হাজির, সবিস্তারে বর্ণনা পুরো ছক, কিন্তু মুশকিল আমি সাইকেল চালাতে জানলেও বাড়ির থেকে বিশেষ করে বাবাই দেয়নি কোনদিন সাইকেল চালাতে, সাইকেল চালানো প্রসঙ্গ আসছে কেন? যাতে পরিকল্পনা ফাঁস না হয়ে যায়,তাই অনির্বাণ দাদার বাড়িতে মহড়া হবে, নাহলে পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত শৌভিক মজুমদার দাদার বাড়িতে পরের দিকে শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত তৌসিফ দাদার বাড়িতে।

ইংল্যান্ডের বাকিংহাম প্যালেসকে হার মানায় 'ফলকনামা'

অনিকেত নস্কর

দুনিয়ার দীর্ঘতম ডাইনিং টেবিলটা আছে সেখানে! সেখানে পরিবেশন করা হয় শাহি খাবার, একসঙ্গে এই টেবিলটাতে মোট ১০১ জন অতিথি বসতে পারেন। যার টেবিল এতো বড়ো হয়, তাহলে সেই রাজপ্রাসাদ কেমন হতে পারে আন্দাজ করে নিন, ভারতের সংসদ ভবনের চেয়েও প্রায় পাঁচ গুণ বড়।

যুগে যুগে এই ভূখণ্ডে যত জাতির আগমন ঘটেছে, তাদের প্রায় সবারই অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় ভারতীয়দের খাদ্যাভাসে। খাদ্য সংস্কৃতিতে বাড়তি মাত্রা যুক্ত করেছে তুর্কি, আরব, আফগান, পর্তুগিজ, ইংরেজসহ নানান সংস্কৃতির খাবার; সময়ের বিবর্তনে যা এখন এদেশের রসনা বিলাসের অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে। এসব খাবার যদি রাজপ্রাসাদের অন্দর মহলে নবাবি রেও য়াজে পরিবেশন করা হয়, তার থেকে অভিনব অভিজ্ঞতা আর দ্বিতীয়টি হবে কি?

১৮৯৩ সাল। হায়দরাবাদের ঠিক মাঝখানে ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে এক রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের চূড়া যেন আকাশের গায়ে চুমু এঁকে দিচ্ছে। প্রাসাদের গড়ন যেমন, তার নামও তেমন। ফলকনামা প্রাসাদ। ফলকনামা শব্দের অর্থ আকাশের মতো। নবাব বিকার-উল-উমরা ১৮৯৩ সালে ফলকনামা প্রাসাদ তৈরি করেন। নবাব যখন ইউরোপ ঘুরতে গিয়েছিলেন তখন সেখানকার রাজপ্রাসাদগুলোর আদলে ভারতেও একটি প্রাসাদ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন।

ভারতে ফিরে এসে প্রাসাদের জন্য জায়গাও বেছে নিলেন বিকার-উল-উমরা। হায়দরাবাদ শহরের ঠিক মাঝখানে নির্মাণ করে ফেলেন ফলকনামা প্রাসাদ। সৌন্দর্যের দিক থেকে এই প্রাসাদ তাক লাগানো। তবে, ফলকনামা প্রাসাদের মূল আকর্ষণ ভিন্ন। এই প্রাসাদের অন্দরমহলেই রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা ডাইনিং টেবিল।

এই ডাইনিং টেবিল কারুকার্যের দিক থেকে যেমন অনন্য, ঠিক তেমনই তার আকারের জন্যও বিশ্বজোড়া নজির গড়েছে ফলকনামা প্রাসাদ। ফলকনামা প্রাসাদের অন্দরে থাকা এই ডাইনিং টেবিলটি ৮০ ফুট লম্বা। টেবিলটি মোট সাতটি টুকরোয় বিভক্ত। একসঙ্গে এই টেবিলে মোট ১০১ জন অতিথি বসতে পারেন। খাবার পরিবেশন করার জন্য ব্যবহার করা হয় শাহি থালা বাসন। প্রাসাদের নির্মাণের সময় নাকি রাজপরিবারের সদস্যদের একসঙ্গে বসে খাওয়ার নিয়ম ছিল। ১০১ জন অতিথি এক সঙ্গে বসলে তো কথাবার্তা বলার সমস্যা হতে পারে। সেই সমস্যা সমাধানের জন্য এই টেবিলে বসার ব্যবস্থা এমনভাবে করা হয়েছে যে, টেবিলের যে কোনো প্রান্তে বসে নীচু স্বরে কথা বললেও তা দূর প্রান্তের আসনে বসা ব্যক্তি শুনতে পাবেন।

টেবিলের উপরে দেওয়াল থেকে ঝুলতে দেখা যায় নবাবি নকশা করা ঝাড়বাতি। ডাইনিং রুমের দেওয়ালে বিভিন্ন চিত্র আঁকা রয়েছে। সেই চিত্রগুলি যথেষ্ট অর্থবহ এবং খাবারের সঙ্গে সম্পর্কিত। দেওয়ালের গায়ে আঁকা ওই চিত্রগুলিতে আঁকা রয়েছে এক একটি খাবারের ছবি। অর্থাৎ সারা ঘর জুড়ে এক একটি খাবারের চিত্র দিয়ে দেওয়ালের মধ্যেই অভিনব তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

ইতিহাসবিদদের মতে, নবাবরা যখন খেতে বসতেন, তখন দেওয়ালের ওই আঁকাগুলোর দিকে আঙুল দেখাতেন। নবাবের চিত্রের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ অনু যায়ী তাকে সেই খাবার পরিবেশন করা হতো। ফলকনামা প্রাসাদের ডাইনিং রুমে মানব পরিচালিত পাইপ অরগ্যান রয়েছে। ইতিহাসবিদেরা জানান যে, সারা বিশ্বে মানব পরিচালিত পাইপ অরগ্যান মাত্র দু'টি রয়েছে। তার মধ্যে একটি রয়েছে ফলকনামা প্রাসাদের অন্দরমহলে।

শুধু দীর্ঘতম ডাইনিং টেবিলই নয়, অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য ফলকনামা প্রাসাদের ভেতর রয়েছে একটি বিশাল গ্রন্থাগার। নবাব বিকার-উল-উমরা যখন ইউরোপ ভ্রমণে গিয়েছিলেন, তখন উইন্ডসর প্রাসাদের গ্রন্থাগার থেকে ঘুরে আসেন। উইন্ডসর প্রাসাদের গ্রন্থাগারটি দেখে তিনি এতই মুগ্ধ হন যে, অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ফলকনামা প্রাসাদে অনুরূপ একটি গ্রন্থাগার নির্মাণ করেন।

ফলকনামা প্রাসাদের গ্রন্থাগারে ৬ হাজার বই রাখা রয়েছে। এই গ্রন্থাগার যেন বইপ্রেমীদের কাছে বহুমূল্য খনির সমতুল্য। শোনা যায়, ১৮০১ সালে প্রকাশিত বহু বইও রয়েছে এখানে। যে নবাবেরা এই প্রাসাদে ঘুরতে এসেছিলেন, তারা তাদের অভিজ্ঞতাও কাগজেকলমে লিখে রেখে যান। সেই প্রাচীন নথিও সংগ্রহ করা রয়েছে গ্রন্থাগারের ভিতর।

গ্রন্থাগারের কাছেই একটি ঘরে রয়েছে বিলিয়ার্ড খেলার বন্দোবস্ত। নবাব বিকার-উল-উমরা যখন বাকিংহাম প্রাসাদে ঘুরতে গিয়ে সেখানকার বিশালাকার বিলিয়ার্ড টেবিল দেখেন। সেই অনুপ্রেরণায় তিনি ফলকনামা প্রাসাদের ভিতরেও হুবহু বাকিংহাম প্রাসাদের মতোই বিলিয়ার্ড খেলার বন্দোবস্ত করেন। ৩২ একর জমির উপর বানানো ফলকনামা প্রাসাদ নিজের শখে তৈরি করেন নবাব বিকার-উল-উমরা। সেই সময় ৪০ লাখ টাকা খরচ করে এই প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন তিনি। তখনকার দিনে ৪০ লাখ টাকা বর্তমানে কত কোটি টাকার সমান, তা কল্পনাতীত।

ফলকনামা প্রাসাদ তৈরি করার পর দেউলিয়া হয়ে যান নবাব বিকার-উল- উমরা। হায়দরাবাদের ষষ্ঠ নিজাম মির মেহবুব আলি খান যখন এই প্রাসাদে সময় কাটাতে আসেন তখন প্রাসাদের কারুকার্য দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়েন তিনি। নবাবকে আর্থিক সাহায্যের হাতও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন নিজাম।

অধিকাংশের দাবি, ফলকনামা প্রাসাদ ভারতের সংসদ ভবনের চেয়েও প্রায় পাঁচ গুণ বড়। এই প্রাসাদ একসময় অতিথিনিবাস হিসাবেও ব্যবহৃত হত। তবে, কারুকার্য এবং নির্মাণের দিক থেকে যতই নজরকাড়া হোক না কেন, ফলকনামা প্রাসাদের অন্দরমহলে বিশ্বের দীর্ঘতম ডাইনিং টেবিল ও গোলাপ কাঠের তৈরি চেয়ারে বসে খাওয়াদাওয়া করার অভিজ্ঞতা যে উল্লেখযোগ্য, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমানে, এটি তাজ হোটেলের কাছে লিজ।

বিশ্ব জল দিবস ঃ জল সংরক্ষণ না করতে পারলে দ্রুত নিঃস্তব্ধ মৃত্যু

ড. অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়

এ শুধু জলের দিন। বিশ্ব জল দিবস। প্রতি বছর ২২ মার্চ বিশ্বজুড়ে পালিত হয় এই দিনটি। ২০২৬ সালের এই দিনটি আমাদের সামনে আবারও এক কঠিন বাস্তবতা তুলে ধরছে;জল শুধু একটি প্রাকৃতিক সম্পদ নয়, এটি মানব সভ্যতার অস্তিত্বের মূল ভিত্তি। এবারের জল দিবসের মূল ভাবনা হল -ওয়াটার ফর সাসটেনেবেল ফিউচারস বা সুস্থায়ী ভবিষ্যতের জন্য জলদ;যা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, জলের সঠিক ব্যবস্থাপনা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। আজ পৃথিবীর বহু অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা

দিয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ণ, শিল্পায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর দ্রুত নেমে যাচ্ছে। নদী, হ্রদ ও জলাশয় দূষিত হচ্ছে অব্যবস্থাপনা ও অযত্নের কারণে। ভারতের মতো দেশে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গেও, অনেক জায়গায় গ্রীষ্মকালে পানীয় জলের অভাব প্রকট হয়ে ওঠে।

জলের এই সংকট কেবল প্রাকৃতিক কারণেই নয়, মানুষের অবিবেচক ব্যবহারের ফলেও তৈরি। অপ্রয়োজনীয় জল অপচয়, কৃষিক্ষেত্রে অতিরিক্ত সেচ, শিল্প বর্জ্য সরাসরি জলাশয়ে ফেলা;এসবই সমস্যাকে জটিল করে তুলছে। ফলে একদিকে যেমন পানীয় জলের অভাব, অন্যদিকে জলবাহিত রোগের প্রকোপও বাড়ছে।

এই পরিস্থিতিতে করণীয় কী? প্রথমত, আমাদের সচেতন হতে হবে। প্রতিদিনের জীবনে জল সাশ্রয় করতে হবে;অপ্রয়োজনে কল খোলা না রাখা, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ (রেইনওয়াটার হারভেস্টিং), এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য জলের ব্যবহার বাড়ানো জরুরি। দ্বিতীয়ত, সরকার ও প্রশাসনের উদ্যোগে জলসম্পদ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। তৃতীয়ত, সমাজের প্রতিটি স্তরে জল সংরক্ষণ নিয়ে শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

বিশ্ব জল দিবস কেবল একটি প্রতীকী দিন নয়, এটি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যদি আমরা এখনই সচেতন না হই, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি ভয়াবহ জলসংকট রেখে যাব। তাই জলকে মূল্য দিয়ে উপযুক্ত সংরক্ষণ করে সুস্থায়ী ভবিষ্যৎ গঠনের চেষ্টা আমাদের কর্তব্য।

(সহকারী অধ্যাপক, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ)

তারাপীঠে পূজো, কীর্তনের আসরে খিচুড়ি ও মাজারে চাদর চড়িয়ে প্রচার তুঙ্গে কাজলের

দেবর্ষি মজুমদার, বীরভূম, ২৩ মার্চ ঃ রাজ্যের নেত্রী ও দলের যুবরাজ সহ রাজ্যবাসীর মঙ্গলকামনা করে তৃণমূল কংগ্রেসের তিন প্রার্থী তারাপীঠে পূজা দিলেন। সোমবার সকালে সিদ্ধপীঠে পুজো দিতে আসেন দুবরাজপুরের তৃণমূল প্রার্থী নরেশ চন্দ্র বাউড়ী, নানুরের তৃণমূল বিধান চন্দ্র মাঝি এবং হাঁসন বিধান সভার ফয়েজুল হক ওরফে কাজল সেখ। তারপর স্থানীয় মাজারে চাদর চড়ান এবং পাশাপাশি, প্রচারের পথে মাজার যাওয়ার আগে একটি কীর্তন উপলক্ষ্যে একটি জায়গায় সমবেত জনতার আসরে পাত পেড়ে বসে খান কাজল। তিনি বলেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ধর্ম আপনার, উৎসব সবার। নিত্যদিন জনসংযোগের জন্য, হাঁসনে বাড়ি নিয়ে থাকছেন কাজল। এছাড়াও, একটা পার্টি অফিস থাকবে। যেখানে সপ্তাহে দুইদিন সারা সারা দিন থাকবেন তিনি। কাজল বলেন, নানুরের পর হাঁসন আমার দ্বিতীয় বাড়ি। এখানে মানুষের প্রভূত সাড়া পাচ্ছি। তাছাড়া রাজ্যের ২৯৪ টি আসনে মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী। আমরা তাঁর সৈনিক মাত্র। তাই এখানে কোন দ্বন্দ্ব নেই। প্রচারে দেখা গেল, বিজেপি, কংগ্রেস বা সিপিএমের অস্তিত্ব এখানে নেই। মানুষ উন্নয়নের পক্ষে ভোট দেবেন। গ্রামে পাড়ায় কোথাও কাঁচা রাস্তা নেই। বিজেপি একশো দিনের টাকা দেয়নি। কাঁচা বাড়ি, পাকা করার টাকা দেয়নি। বাংলার মানুষের কাছে ওদের ভোট চাওয়ার মুখ নেই। যেভাবে নানুরকে সাজিয়েছি, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে হাঁসনকে সাজাবো। মুখ্যমন্ত্রী ৫১ পীঠের মধ্যে জেলার ৫টি পীঠ সুন্দর করে সাজিয়েছেন। তার মধ্যে পাথরচাপুড়ি আছে। হিন্দু মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের জন্য তিনি কাজ করেন। বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক দলের কাজ হলো মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি করা। বাংলার মানুষ তা মেনে নেবে না। হাঁসনে গতবারের বিজয়ী প্রার্থী ড. অশোক চট্টোপাধ্যায়ের বদলে তাঁর জায়গায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফয়েজুল হক ওরফে কাজল সেখ। নাম ঘোষণার পরই, প্রথম প্রতিক্রিয়ায় তিনি জানিয়েছিলেন, হাঁসন বিধান সভায় জামানত জব্দ হবে বিরোধীদের। এদিন ও সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন। জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদ থেকে বিধান সভা, নবান্নে যাওয়া এই দীর্ঘপথ ছিলো না কুসুমাস্তীর্ণ। এদিন তিনি বলেন, রক্তের পিচ্ছিল পথ দিয়ে তাকে চলতে হয়েছে। বাম জামানায় তাঁর বিরুদ্ধে অসংখ্য মামলা দেওয়া হয়। তখন তাঁর মাথার দাম ধার্য ছিল ১০,০০০ টাকা। ২০০৯ সালের ২৮ মার্চ পুলিশের ছদ্মবেশে আলিমুদ্দিনের নির্দেশে তৃণমূলের শক্তিকে অঙ্কুরে বিনাশ করার উদ্দেশ্যে কাজল সেখের দাদা সেখ শাহানেওয়াজ হত্যা করার পরিকল্পনামত গভীর রাত্রে পাপুড়ি বাড়ি আক্রমন করা হয়। প্রথমে তার দাদা সেখ শাহানেওয়াজ এর উপর একের পর এক আঘাতে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পরে তারপরে বামফ্রন্ট আশ্রিত হার্মাদরা নৃসংশ ভাবে আক্রমণ করে বিএসএফ কর্মরত দাদাকে হত্যা করে। তাঁর বাবা সেখ সামসুল হকের বুকে বোমা মারে। ফলে তার বাবা মারা যান। ২০০৩ সালে দাদা সেখ রবু ওরফে হাসানেওয়াজ কে পৈশাচিক ভাবে হত্যা করে। আর সেজন্য কাজল সেখের পরিবারকে নানুরের সবাই শহীদ পরিবার বলে চেনে। উল্লেখ্য, তৃণমূল নেতা তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের সদস্য সুকুমার মুখোপাধ্যায় কে প্রার্থী করা নিয়ে প্রচার চলছিল। দল সুকুমার মুখোপাধ্যায় এবং অশোক চট্টোপাধ্যায় এই দুই দাবিদার কে বাদ দিয়ে ফয়েজুল হককে বেছে নিয়ে বিতর্কের অবসান ঘটিয়েছে, বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা। ২১ নির্বাচনে ৫০, ৬১৩ ভোটে বিজেপি প্রার্থী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়কে

পরাজিত করেন। এবারের নির্বাচনে সেই জয়ের ব্যবধান বাড়বে বলে তিনি মনে করেন। কাজল বলেন, নানুর ও হাঁসনের মধ্যে রেকর্ড ভোটে জেতার প্রতিযোগিতা হবে। অশোক চট্টোপাধ্যায় ২০১৬ সালে সিউড়ি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন। ২০২১ সালে অবশ্য তিনি হাঁসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সেদিক থেকে কাজল সেখ এবার প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাঁর দাদা শেখ শাওনাওয়াজ দীর্ঘদিন কেতুগ্রাম থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে লাগাতার জয়ী হয়ে আসছেন। কাজল সেখ ১৯৯৩ সাল থেকে দক্ষিণ পন্থী ঘরানার রাজনীতি করে আসছেন। নানুরের চণ্ডী দাস কলেজে পড়াশোনার সময় থেকে সেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন তিনি। ১৯৯৮ সালে তাঁরা সদলবলে তৃণমূলে যোগদান করেন। গত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রথমবার জেলা পরিষদ নির্বাচনে ৪৪ হাজার ব্যবধানে অর্থাৎ রেকর্ড ভোটে জেলাপরিষদের ১৯ নম্বর আসন থেকে জয়ী হয়ে জেলাপরিষদের সভাধিপতির পদ লাভ করেন।

কলেজ ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ ঃ শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ায় কলেজগামী এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল শহরে। ঘটনার জেরে অভিযুক্ত এক তরুণকে গ্রেফতার করেছে মহিলা থানার পুলিশ। ধৃতের নাম স্বর্ণেন্দু মণ্ডল, সে আশিঘর এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, গত ১৯ তারিখ সকালে ওই ছাত্রী কলেজে যাওয়ার পথে হাকিমপাড়া এলাকায় একটি স্কুটিতে এসে আচমকা হেনস্থা করে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। ঘটনার পরেই আতঙ্কিত ছাত্রী লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মহিলা থানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ এবং সিসিটিভি ও অন্যান্য সূত্র ধরে অভিযুক্তের খোঁজ শুরু হয়। অবশেষে রবিবার রাতে স্কুটি-সহ তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। এই ঘটনার পর আরও চাঞ্চল্য ছড়ায়, যখন জানা যায় একই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আরও দু'জন তরুণী সামনে এসে অভিযোগ করেছেন। তাঁদের দাবি, তারাও পূর্বে একই ধরনের হেনস্থার শিকার হয়েছেন। সোমবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। গোটা ঘটনায় তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ এবং আরও কোনও অভিযোগ সামনে আসে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

MANAPPURAM FINANCE LIMITED

Manappuram Finance Ltd. CIN-L65910KL1992PLC006623
Regd. Office : W - 4/ 638A, Manappuram House,
P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেঃট অফ সিকিউরিটি ইঃটারেস্ট অ্যাক্ট, 2002-এর ধারা 13 (2)-এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

অশ্বিনী দে, প্রযত্নে দিপল চন্দ্র দে, শ্রীকৃষ্ণ পল্লী, হরিশপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ – 721 305। (ঋণগ্রহীতা), 2. ছবি দে, প্রযত্নে অশ্বিনী দে, শ্রীকৃষ্ণপল্লী, হরিশপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ – 721 305। (এরপরে সম্মিলিতভাবে ঋণগ্রহীতাগণ হিসাবে উল্লেখিত) দ্বারা মণপ্পুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর থেকে গৃহীত লোন সংক্রান্ত বিষয়ে, যেটি 04/01/2026 তারিখে নন-পারফর্মিং অ্যাসেটে বা অ-কার্যকর সম্পদে পরিণত হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই আপনাকে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, 2002-এর ধারা 13 (2)-এর অধীনে 23-02-2026 তারিখে **37,22,910/- টাকা** (সাঁইত্রিশ লক্ষ বাইশ হাজার নয়শত দশ টাকা) পরিশোধ করার জন্য স্বীকৃতি কার্ড সহ নিবন্ধিত ডাকযোগে বিস্তারিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছি, কিন্তু উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি 'নির্দেশনা ব্যতিরেকে ঠিকানা ত্যাগ করেছেন' মন্তব্যসহ ডাক বিভাগ কর্তৃক প্রত্যাবর্তিত হয়েছে।

তালিকা

স্থাবর সম্পত্তিটির বিবরণ:
সমগ্র সম্পত্তিটি যার পরিমাপ 4.38 ডেসিমেল/1907.92 বর্গফুট অবস্থিত প্লট নং. 143, জে.এল. নং. 199, খতিয়ান নং. 5469, 5475, গ্রাম – জামকুন্ড, পশ্চিম মেদিনীপুর তার সাথে পথাধিকার এবং জমিটির সাথে সম্পর্কিত নিম্নলিখিত সমস্ত আনুষঙ্গিক অন্তর্গত

সীমানা : – উত্তর দিকে প্লট নং. 143-এর বাকি অংশ, দক্ষিণ দিকে প্লট নং. 8, পূর্ব দিকে প্লট নং. 151, পশ্চিম দিকে 14 ফুট মাটির রাস্তা।

স্থান : ভালাপাড়
তারিখ : 24-03-2026

অনুমোদিত কর্মকর্তা
মণপ্পুরম ফাইন্যান্স লিমিটেড

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ভারতীয় সেনাবাহিনীর অগ্নিপথ প্রকল্প এবং নিয়মিত ক্যাডারের অনলাইন সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য নিবন্ধন ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ থেকে ১ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত

১. ভারতীয় সেনাবাহিনীর অগ্নিপথ প্রকল্প এবং নিয়মিত ক্যাডারের নিয়োগ **বর্ষ ২০২৬-২৭** এর জন্য অনলাইন সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার (সিইই) জন্য নিবন্ধন **১৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ থেকে ১ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত** শুরু হয়েছে। যোগ্য প্রার্থীরা **www.joinindianarmy.nic.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। নিবন্ধন এবং আবেদন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে ভিডিও ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
২. প্রার্থীদের প্রথমে একটি অনলাইন সিইইতে অংশগ্রহণ করতে হবে, যা একটি কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা হবে। অনলাইন সিইইতে অংশগ্রহণের জন্য প্রতিটি প্রার্থীকে ২৫০ /- টাকা পরীক্ষা ফি দিতে হবে। অনলাইন সিইই **২০২৬ সালের জুনে** নির্ধারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অনলাইন সিইইর জন্য নির্ধারিত তারিখগুলি পরে ঘোষণা করা হবে। এর জন্য অনুগ্রহ করে **www.joinindianarmy.nic.in** দেখুন।
৩. কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের **উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া** জেলার প্রার্থীরা ব্যারাকপুরের সেনা নিয়োগ অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

রাজাপুর ভাতশালা বাজারে বাবা পঞ্চাননের মন্দিরে পূজো, প্রচারে গতি আনলেন স্বপন দেবনাথ

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৩ মার্চ ঃ পূর্বস্থলী ১ ব্লকের জাহাননগর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রাজাপুর ভাতশালা বাজারে সোমবার সকালেই জমে

উঠল রাজনৈতিক পরিবেশ। বাবা পঞ্চাননের মন্দিরে পূজো দিয়ে নির্বাচনী প্রচারের সূচনা করলেন পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী স্বপন দেবনাথ। স্থানীয় বাসিন্দা ও দলীয় কর্মীদের উপস্থিতিতে মন্দির প্রাঙ্গণে এক ধরনের উৎসবের আবহ তৈরি হয়। পূজো অর্চনা শেষে স্বপন দেবনাথ এলাকাবাসীর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনে অংশ নেন। তিনি বলেন, মানুষের আশীর্বাদ নিয়েই তিনি উন্নয়নের বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চান। রাজ্যের চলমান উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির কথা তুলে ধরে তিনি দাবি করেন, আগামী দিনেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে তৃণমূল কংগ্রেসকেই সমর্থন জানাতে হবে। এরপর প্রার্থীকে ঘিরে একটি বর্ণাঢ্য পদযাত্রা বের হয় রাজাপুর ভাতশালা বাজার চত্বর জুড়ে। দলীয় পতাকা, ব্যানার ও স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। অনেক সাধারণ মানুষও রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রার্থীকে শুভেচ্ছা জানান। স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, এই জনসংযোগ কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া মিলেছে। ভোটের আগে এই ধরনের কর্মসূচি সংগঠনের ভিত আরও মজবুত করবে বলেই তাদের বিশ্বাস।

জিআই ট্যাগের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মোট ৪৬টি পণ্য বর্তমানে বিভিন্ন পর্যায়ে বিচারাধীন রয়েছে

কলকাতা, ২৩ মার্চ ঃ ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিআই ট্যাগের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মোট ৪৬টি পণ্য বর্তমানে বিভিন্ন পর্যায়ে বিচারাধীন রয়েছে। লোকসভায় এক প্রশ্নের জবাবে জানানো হয়েছে, এই আবেদনগুলি জিআই রেজিস্ট্রির কাছে প্রি-এক্সামিনেশন, পরীক্ষা এবং প্রকাশ-বিভিন্ন ধাপে রয়েছে। এর মধ্যে ২৪টি পণ্য ইতিমধ্যেই জিআই জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে, ফলে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এগুলি অনেকটাই এগিয়ে। এই তালিকায় রয়েছে কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, নতুনগ্রামের কাঠের পুতুল, শান্তিনিকেতনের বাটিক, কলকাতার ঐতিহ্যবাহী গয়না, পুরুলিয়ার লাক্ষা, বেগমপুরের সুতি তাঁতের শাড়ি, ফুলিয়ার জামদানি, কোচবিহারের শীতলপাটি, শান্তিনিকেতনের একতারা, সাবাই ঘাসের পণ্য, চন্দননগরের জলভরা সন্দেশ এবং জনাইয়ের মনোহরা। অন্যদিকে, আরও বেশ কিছু পণ্য বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। তালিকায় রয়েছে বাংলার নলেন গুড়, আশাপুর বেগুন, বাঁকুড়ার শঙ্খশিল্প, বেলিয়াতোড়ের মেচা সন্দেশ, বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস, কানকচুর চাল, শোলাপিঠ শিল্প, খাগড়ার পিতল ও কাঁসার সামগ্রী, মুর্শিদাবাদের রেশম এবং বলাগড়ের নৌকা। কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে পরীক্ষার রিপোর্টের পর আবেদনকারীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত তথ্য চাওয়া হয়েছে। যেমন বসিরহাটের গামছা, এবং শান্তিনিকেতনের আলপনা। আবার বেশ কিছু পণ্য এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এর মধ্যে নবাবগঞ্জের বেগুন, ক্ষীরপাইয়ের বাবরশা, হুগলির রাবড়ি, বাংলার পান ইত্যাদি রয়েছে।

নন্দীগ্রামে বিজেপির কার্যালয় উদ্বোধনের পর তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ পুরনো কর্মীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ২৩ মার্চ ঃ ভোট ঘোষণার পর পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের উদ্বোধনের দিনই তৃণমূল কংগ্রেসে ভাঙনের ছবি দেখা গেল। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলেন ২৫৬ নম্বর পারুলবাড়ি বুথের তৃণমূল সদস্য দেবাশীষ দলপতি। সোমবার নন্দীগ্রামে বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের উদ্বোধনের পর বিজেপি নেতা সাহেব দাস ও জয়দেব দাস-এর হাত ধরে তিনি বিজেপিতে যোগদান করেন। দেবাশীষ দলপতির অভিযোগ, দীর্ঘদিন তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থেকে দলের জন্য কাজ করলেও কোনো সুযোগ-সুবিধা পাননি। তিনি দাবি করেন, সম্প্রতি পবিত্র কর তৃণমূলে যোগদান করেই নির্বাচনের টিকিট পেয়ে যান। অথচ পুরনো কর্মীরা দীর্ঘদিন কাজ করেও উপযুক্ত মর্যাদা ও সুযোগ পাচ্ছেন না। মূলত এই ক্ষোভ থেকেই তিনি দল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নন্দীগ্রামের রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ভোটের মুখে এই দলবদলের ঘটনাকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, আগামী দিনে নন্দীগ্রামে আরও বহু কর্মী তাদের দলে যোগ দেবেন। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বোমাহীন কোচবিহারে ভোট প্রচারে তৃণমূল বিজেপি ...

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২৩ মার্চ ঃ বিগত প্রায় বেশ কয়েকটি নির্বাচনে সন্ত্রাসের খবরে শিরোনামে ছিল কোচবিহার জেলা। একুশের বিধানসভা ভোটের আগে এবং পরে হিংসায় রীতিমতো বারুদের গন্ধ ঘুরে বেড়াচ্ছিল জেলা জুড়ে। বিগত দিনে নির্বাচন ঘোষণার পর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে উদ্ধার হয়েছিল বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র বোমা বন্দুক। ২৬ বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছেন নির্বাচন কমিশন তৃণমূল তার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছেন যদি ও বিজেপি এখনো পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে পারেনি। তবে দীর্ঘদিন বাদে এই প্রথম কোচবিহারে বোমাহীন রাজনৈতিক দলগুলি প্রচার সারছে। উল্লেখ্য এবার নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত কড়া ভূমিকা গ্রহণ করছেন। ইতিমধ্যে বিপুল হারে বদলি করা হয়েছে আধিকারিকদের। ভোটের প্রায় এক মাস আগে থেকেই জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী রুটমার্চ করছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী এবার ভোটে কোচবিহারে প্রায় ২০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসার কথা। বিগত নির্বাচনগুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলেও রাজনৈতিক সন্ত্রাস পিছু ছাড়েনি কোচবিহারে। তাতে শীতলকুচি হোক কিংবা চিতায় কিংবা দিনহাটা বারবার সন্ত্রাসের কারণে খবরের শিরোনামে এসেছে কোচবিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। যদিও বিগত বেশ কয়েকটা নির্বাচনের থেকে এখনো পর্যন্ত কোচবিহার বোমাহীন। নেই বারুদের গন্ধ। চোখে পড়েনি কোন সন্ত্রাসের ছবি। স্বভাবতই শান্তিপূর্ণভাবে ভোট প্রচার স্বার্থে রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। উল্লেখ্য কিছুটা হলেও প্রচার এগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস। তবে পিছিয়ে নেই বাম বা বিজেপি। এখনো প্রার্থী তালিকা অধরা বাম ও বিজেপি তার মাঝেই ঘোষিত প্রার্থী তালিকা প্রার্থীরা প্রচার শুরু করেছেন এলাকা জুড়ে। কোচবিহার উত্তর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী সুকুমার রায় তার নিজের জায়গা ধরে রাখতে সকাল থেকে রাত অব্দি প্রচারের ময়দানে। অপরদিকে তৃণমূল প্রার্থী পার্থ প্রতিম রায় অগ্নিপরীক্ষা এবারের এই বিধানসভা। গত বিধানসভা নির্বাচনে শীতলকুচি বিধানসভা কেন্দ্রে লড়াই করে অতি নিয়ে হেরে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে কিছুটা হলেও দলের অভ্যন্তরে ব্যাগ ফুটেছিলেন তিনি এমত অবস্থায় ২৬ এর নির্বাচনে কোচবিহার উত্তর বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেস তাকে প্রার্থী করে। অপরদিকে কোচবিহারের হেভিওয়েট কেন্দ্র দিনহাটা। দিনহাটায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় চসে বেড়াচ্ছেন তিনি। বেশকিছু তীক্ষ্ণ মজাদার কথাও বলছেন বক্তব্য রাখতে গিয়ে। অপরদিকে উদয়ন গুহর বিরুদ্ধে বিজেপির তুরুপের তাস অজয় রায়। বিগত বিধানসভা নির্বাচনে এই আসনটিতে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জেতার পরেও তিনি সেই আসন ছেড়ে দেন এবং উদয়ন গুহ উপনির্বাচনে ১ লাখের বেশি ভোটে জয়লাভ করেছিলেন। এরপর থেকেই একপ্রকার হাতছাড়া হয় দিনহাটা বিজেপির যদিও তারই মাঝে প্রবল ভাবে লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন বিজেপি নেতা অজয় রায়। উল্লেখ্য উদয়ন গুহ হাত ভাঙ্গা কাণ্ডে নাম জড়িয়ে ছিল অজয় রায়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মামলায় পুলিশ তাকে একাধিকবার গ্রেফতার করেন এবং জেল খাটেন এমত অবস্থায় এবার বিজেপির প্রার্থী তিনি। প্রার্থী তালিকায় নাম ঘোষণা হতেই বিভিন্ন মন্দিরে পুজোর ছোট ছোট খুলি বৈঠক এবং

বেশ কিছু জায়গায় প্রচার শুরু করে দিয়েছেন জোর কদমে। অপরদিকে মাথাভাঙ্গায় বিজেপি প্রার্থী প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। লোকে বলে তার রাজনীতিতে নাকি দক্ষিণ ভারতীয় রাজনীতির ছোঁয়া রয়েছে। তবে এখনো কোচবিহারে বিরোধী মুখের অন্যতম প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। তিনিও মাথাভাঙ্গায় প্রার্থী হয়ে প্রচার শুরু করেছেন। মাথাভাঙ্গায় জোরকদমে প্রচার শুরু করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস। গত লোকসভা বিধানসভা ভোটে দুবারই তৃণমূল কংগ্রেস এই অঞ্চল থেকে পিছিয়ে ছিল। অপরদিকে বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত তুফানগঞ্জের প্রার্থী মালতি রাভা রায়। বিগত পাঁচ বছর তাকে এলাকায় চষে বেড়াতে দেখা গেছে। এবারও তিনি প্রার্থী তবে উল্লেখযোগ্য হবে এখনো প্রচারের ঝড় তুলতে পারেননি তিনি। অপরদিকে তুফানগঞ্জে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রাক্তন রঞ্জী ক্রিকেটার শিবশঙ্কর পাল। নিজের জন্মভূমি তার তুফানগঞ্জ যদিও দীর্ঘদিন না থাকার কারণে শুধুমাত্র ক্রিকেটীয় লুক নিয়ে কতটা মানুষের মন জয় করতে পারবেন তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। অপরদিকে নাটাবাড়ি কেন্দ্রে এখনো প্রার্থী ঘোষণা করেনি বিজেপি তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণা নিয়ে চরম গোষ্ঠীকোন্দল সামনে এসেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের বষীয়ান নেতৃত্বরা বারবার সাংবাদিকদের সামনে মুখ খুলছেন। এমত অবস্থায় একমাত্র নিঃশব্দে প্রচার স্বার্থে সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া স্ত্রী সঙ্গীতা বসুনিয়া। তৃণমূলের দুর্গ বলে পরিচিত এই সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রে বারংবার তৃণমূল যে কোন ভোটে এগিয়েছিল। যদিও সবচেয়ে আলোচ্য কেন্দ্র এই মুহূর্তে কোচবিহারের দক্ষিণ বিধানসভা। দক্ষিণ বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জেলা সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি দক্ষিণ বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় জনসংযোগ করছিলেন প্রার্থী ঘোষণা হতেই জোরকদমে প্রচারে নেমে পড়েছেন তিনি। এখনো পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেস যতগুলি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচার করছেন তার মধ্যে সবথেকে বেশি প্রচার করছেন অভিজিত দে ভৌমিক। অপরদিকে বিজেপি এখনো দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে পারেনি। এমত অবস্থায় দীর্ঘসময় বাদে কোচবিহার সন্ত্রাসহীন বোমাহীন রাজনৈতিক প্রচার দেখছে। যদিও অন্যান্য নির্বাচনের মত এবারের নির্বাচন নয় বলেই মত রাজনৈতিক মহলের। এস আই আর ইস্যু যার মধ্যে অন্যতম। তবে নির্বাচন কমিশন যেভাবে আধিকারিক বদলি অবজারভার নিয়োগ কেন্দ্রীয় বাহিনী সহ ইত্যাদি বিষয়গুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন তাতে আশা করা যাচ্ছে অন্যান্য বারের তুলনায় কিছুটা হলেও সন্ত্রাসহীন নির্বাচন দেখবে কোচবিহার। তবে এখনো নির্বাচনের অনেকটা সময় বাকি প্রত্যেক রাজনৈতিক দল তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের জল মাপছে বলেই মত ওয়াকিবহুল মহলের। এমতাবস্থায় ভোট প্রচারে কিছুটা হলেও এগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস। ফলাফল কি তাহলে বদলাবে নাকি এসআই আর ইসুতে বিজেপি বাজিমাত করবে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আর কয়েকটি দিন।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Temporary Electrical Installation work for Accommodation of CAPF/ SPF at different accommodation centers for WBLA General Election 2026 under CPC/Hooghly Rural Police District, Hooghly.(Phase-III)."
NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-38 of 2025- 26
Bid submission closing date: **26/03/2026 upto 02.30 P.M.**
Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Temporary Electrical Installation work for Accommodation of CAPF/ SPF at different accommodation centers for WBLA General Election 2026 under CPC/Hooghly Rural Police District,Hooghly. (Phase-III)."
NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-37 of 2025- 26
Bid submission closing date: **24/03/2026 upto 02.30 P.M.**
Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

সংশোধনী নং. ১

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ সিনি. ডিইই/এলএমজি/৫০ অব ২০২৫-২৬-এর সংশোধনী **তারিখঃ ১৭-০৩-২০২৬**

টেন্ডার নং.ঃ ইএল/এলএম/২৫-২৬/৩৮-আরটি-০১, **কাজের নামঃ** ৩ বছর সময়ের জন্য লামডিং ডিভিশনের এলএইচবি কোচে স্থাপিত, ইলেক্টোওয়েভস ইলেকট্রনিক্স প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বারা নির্মিত ৪.৫ কেডব্লিও রেগুলেটেড কাম ইমার্জেন্সি ব্যাটারি চার্জার ওয়ারেন্টির বাইরে-এর জন্য ব্যাপক বার্ষিক প্রিভেন্টিভ এবং ব্রেকডাউন-এর রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৮-০৪-২০২৬ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায়। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ।

শর্তাবলীঃ

ক্র. নং.	শর্তাবলীর প্রকার	বিবরণ	নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন	মন্তব্য অনুমোদিত	নথি আপলোড
১	স্পেশাল শর্তাবলী	১৩-০৩-২০২৬ তারিখের অ্যাডভান্স কারেকশন স্লিপ (এসিএস) সহ সর্বশেষ জিসিসি অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। অবগতির জন্য এর একটি অনুলিপি টেন্ডার ডকুমেন্টের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।	না	না	অনুমতি নেই

নথি

ক্র. নং.	নথির বিবরণ	ফাইলের নাম
১	জিসিসি এসিএস ১৩ ০৩ ২০২৬	জিসিসি এসিএস ১১১৩.০৩.২০২৬.পিডিএফ

বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** দেখুন।

সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি/লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

MIRAE ASSET
Mutual Fund

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAP:

Date	Time	Address
March 25, 2026	03:30 P.M.	Sasthi Palace, Konnagar, Ghatal, Paschim Medinipur, West Bengal - 721 212.

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625)
Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. ☎ 1800 2090 777 (Toll free), ✉ customercare@miraeasset.com www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

আলিপুরদুয়ার জংশন ডিভিশনে
পূর্ণকালীন চুক্তির ভিত্তিতে কন্ট্রাক্ট মেডিকেল প্রাক্টিশনার্স (সিএমপি) নিয়োগ

নং : ই/২২৭/আরইসিটিটি.সিএমপিএস/এপি-২৬ **তারিখ ঃ- ১২-০৩-২০২৬**

ইন্টারভিউয়ের তারিখ ঃ ১০/০৪/২০২৬
সময় ঃ সকাল ১০:০০ টা
স্থান ঃ চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্টের কার্যালয়, বিভাগীয় রেল হাসপাতাল, আলিপুরদুয়ার জংশন, পিন - ৭৩৬১২৩।
পদের সংখ্যা ঃ ০১ (ইউআর-১, এসসি-শূন্য, এসটি-শূন্য, ওবিসি-শূন্য) [ডিআরএইচ/এপিডিজে-এর ক্ষেত্রে শিশু বিশেষজ্ঞকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে]

শর্তাবলি ঃ
১) এই নিয়োগটি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট স্টেশনগুলোর জন্য পূর্ণকালীন চুক্তিভিত্তিক হবে। এই চুক্তির মেয়াদ এক বছরের বেশি হবে না, অথবা ইউপিএসসি-এর মাধ্যমে নির্বাচিত চিকিৎসক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়া পর্যন্ত-এই দুটির মধ্যে যেটি আগে ঘটবে, সেই সময়সীমা পর্যন্তই নিয়োগটি বলবৎ থাকবে।
২) উভয় পক্ষের যেকোনো পক্ষই কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ১৫ দিনের নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে এই চুক্তি বাতিল করতে পারবে; অথবা যদি কন্ট্রাক্ট মেডিকেল প্রাক্টিশনার্স মানসিকভাবে বা শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়েন, তবে সেক্ষেত্রেও চুক্তিটি বাতিলযোগ্য হবে।
৩) এই চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পদের নিয়মিতকরণ বা স্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্তির কোনো অধিকার প্রদান করবে না।
৪) সিএমপি-দের নিয়োগের বার্ষিক মেয়াদের সংখ্যা **১২** থেকে বাড়িয়ে **২০** করা হয়েছে; এই নিয়োগ প্রতি বছর নবায়নযোগ্য ভিত্তিতে অথবা **৬৫** বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত-এ দুটির মধ্যে যেটি আগে ঘটবে, সেই সময় পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে নিয়োগের প্রতিটি মেয়াদের স্থায়িত্ব এক বছরের বেশি হবে না।
৫) **০১-০৩-২০২৬** তারিখ অনুযায়ী প্রার্থীর বয়স ৬০ বছরের বেশি হওয়া যাবে না।
৬) কন্ট্রাক্ট মেডিকেল প্রাক্টিশনার্স কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের দুজন গেজেটেড কর্মকর্তার নিকট থেকে তাঁর চরিত্র ও পূর্ববৃত্তান্ত সংক্রান্ত সনদপত্র পেশ করতে হবে।
৭) যদি প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পাওয়া না যায়, তবে বিশেষজ্ঞ পদের শূন্যস্থান পূরণের জন্য উপযুক্ত জিডিএমও নির্বাচন করার অধিকার রেল প্রশাসনের থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা/আহর্তা:
৮) (ক) বিশেষজ্ঞ পদের জন্য-প্রার্থীর ন্যূনতম এমবিবিএস ডিগ্রি থাকতে হবে এবং বিশেষজ্ঞ হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিষয় বা ক্ষেত্রে তাঁর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি/ডিপ্লোমা থাকতে হবে; এছাড়া তাঁর ডিগ্রিটি ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে।
(খ) জিডিএমও পদের জন্য-প্রার্থীর ন্যূনতম এম.বি.বি.এস. ডিগ্রি থাকতে হবে, যা ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত; অথবা এক বছরের বাধ্যতামূলক ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করার পর ভারতের যেকোনো **'রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল'**-এর বৈধ নিবন্ধন সনদ তাঁর থাকতে হবে।

৯) মাসিক পারিশ্রমিক:

ক)	জিডিএমও - এর জন্য (পূর্ণকালীন)	৯৫,০০০/- টাকা (মাসিক)	প্রতিটির জন্য উল্লিখিত ফি এই শর্তসাপেক্ষ যে, কোনো সরকারি আবাসন প্রদান করা হবে না; তবে যদি আবাসন প্রদান করা হয়, তবে মাসিক পারিশ্রমিক থেকে উক্ত আবাসনের এইচআরএ ও লাইসেন্স ফি-এর সমপরিমাণ অর্থ কেটে নেওয়া হবে।
খ)	বিশেষজ্ঞের জন্য (পূর্ণকালীন)	১,২৩,৫০০/- টাকা (মাসিক) (১ম বছর) ১,৩০,০০০/- টাকা (মাসিক) (২য় বছর থেকে পরবর্তী সময়) এই শর্তাধীনে যে, প্রাপ্ত পারিশ্রমিক + প্রাপ্ত পেনশন সর্বশেষ প্রাপ্ত বেতনের চেয়ে বেশি হবে না।	

১০) যে সকল চিকিৎসক ইতিমধ্যেই ভারতীয় রেলওয়েতে ২০টি মেয়াদের জন্য নিযুক্ত রয়েছেন, তাঁদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
১১) এই চিকিৎসকদের উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার জংশন ডিভিশনের যেকোনো স্থানে নিয়োগ করা হতে পারে।
১২) এই নিয়োগ ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ বা সরাসরি সাক্ষাৎকারের তারিখে শূন্যপদের প্রাপ্যতার ওপর নির্ভরশীল। বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.nfr.indianrailways.gov.in** দেখুন।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (পি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

২০০ বছর বাঁচতে পারবে মানুষ? তিমির শরীরে লুকিয়ে থাকা রহস্যে নতুন আশার আলো বিজ্ঞানীদের

মানুষের আয়ু কত হতে পারে-এই প্রশ্ন মানবসভ্যতার প্রাচীনতম কৌতূহলগুলির একটি। সাহিত্য, দর্শন থেকে শুরু করে আধুনিক বিজ্ঞান-সব ক্ষেত্রেই দীর্ঘায়ু নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। বাংলা কবিতায় মণীঃদ্র গুপ্ত লিখেছিলেন, শত শরদ মানুষের আয়ু। কিন্তু আধুনিক গবেষণা যেন সেই ধারণাকেও ছাপিয়ে যেতে চাইছে। বিজ্ঞানীদের এক সাম্প্রতিক দাবি অনুযায়ী, ভবিষ্যতে মানুষের আয়ু ২০০ বছর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। আর এই অভাবনীয় সম্ভাবনার চাবিকাঠি লুকিয়ে রয়েছে সমুদ্রের এক বিস্ময়কর প্রাণী-তিমির শরীরে।

একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণায় উঠে এসেছে যে ' প্রজাতির তিমি পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘায়ু স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম। এই তিমিরা গ।ে প্রায় ২০০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। বিজ্ঞানীদের মতে, তাদের এই অস্বাভাবিক দীর্ঘ জীবনের রহস্য নিহিত রয়েছে তাদের শরীরে উপন্ন এক বিশেষ ধরনের প্রোটিনে, যা ডিএনএ মেরামতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর। মানবদেহে বয়স বা।ার সঙ্গে সঙ্গে কোষের ক্ষয় হতে থাকে। বিশেষ করে ডিএনএ-তে নানা ধরনের ক্ষতি জমা হতে থাকে, যা বার্ধক্য, ক্যানসার এবং অন্যান্য জটিল রোগের কারণ হয়ে দাঁ।ায়। কিন্তু বোহেড তিমির ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তাদের শরীরে এমন এক উচ্চমানের ডিএনএ মেরামতকারী প্রোটিন প্রচুর পরিমাণে উপন্ন হয়, যা এই ক্ষতিগুলিকে দ্রুত এবং কার্যকরভাবে সারিয়ে তোলে।

গবেষকরা জানিয়েছেন, অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের তুলনায় এই তিমির শরীরে ওই প্রোটিন প্রায় ১০০ গুণ বেশি পরিমাণে থাকে। ফলে তাদের কোষগুলি দীর্ঘ সময় ধরে সুস্থ থাকে এবং ক্যানসারের মতো মারণ রোগের ঝুঁকিও অনেক কমে যায়। এই প্রোটিন কার্যত কোষের ভেতরে একটি ' যন্ত্র' হিসেবে কাজ করে, যা জিনগত ক্ষতি প্রতিরোধ করে। বিজ্ঞানীদের মতে, এই বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন আমরা প্রাণীর আকার এবং ক্যানসারের সম্পর্ক বিবেচনা করি। সাধারণভাবে, যেসব প্রাণীর দেহ ব। এবং কোষের সংখ্যা বেশি, তাদের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, হাতি বা তিমির মতো বিশাল প্রাণীরা তুলনামূলকভাবে কম ক্যানসারে আক্রান্ত হয়। এই বৈপরীত্যকেই বলা হয় ' প্যারাডক্স'। বোহেড তিমির শরীরে থাকা এই বিশেষ প্রোটিনই সম্ভবত সেই রহস্যের অন্যতম উত্তর। এই গবেষণার সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর দিক হল, বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই এই প্রোটিন মানবদেহে প্রয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ের পরীক্ষায় দেখা গেছে, এই প্রোটিন মানুষের কোষেও ডিএনএ মেরামতের কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করতে সক্ষম। অর্থা, ভবিষ্যতে যদি এই প্রোটিন নিরাপদভাবে মানবদেহে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে বার্ধক্যের গতি ধীর করা, এমনকি ক্যানসারের মতো রোগ প্রতিরোধ করাও সম্ভব হতে পারে। তবে গবেষকরা সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এই আবিষ্কার এখনও

প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। ল্যাবরেটরি পর্যায়ের পরীক্ষায় আশাব্যঞ্জক ফল মিললেও, বাস্তব প্রয়োগের আগে আরও বহু ধাপের গবেষণা এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল প্রয়োজন। মানবদেহে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং নিরাপত্তা-এই সব বিষয় খতিয়ে দেখা অত্যন্ত জরুরি। এর পাশাপাশি, নৈতিক এবং সামাজিক প্রশ্নও উঠে আসছে। যদি মানুষের আয়ু সত্যিই ২০০ বছরে পৌঁছায়, তাহলে তার প্রভাব সমাজ, অর্থনীতি, কর্মসংস্থান এবং জনসংখ্যার ওপর কী হবে? দীর্ঘায়ু কি সবার জন্য সমানভাবে উপলব্ধ হবে, নাকি এটি শুধুমাত্র ধনী ও উন্নত দেশের মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর এখনও স্পষ্ট নয়। তবুও, এই গবেষণা নিঃসঃেদহে মানবজীবনের সীমা নিয়ে আমাদের ধারণাকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। দীর্ঘদিন ধরেই বিজ্ঞানীরা বার্ধক্যকে একটি অনিবার্য প্রক্রিয়া হিসেবে দেখলেও, এখন ধীরে ধীরে তা একটি ' অবস্থা' হিসেবে বিবেচিত হতে শুরু করেছে। আর সেই পরিবর্তনের পথে তিমির মতো প্রাণীরা হয়ে উঠছে গুরুত্বপূর্ণ পথপ্রদর্শক। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভবিষ্যতে এই ধরনের গবেষণা শুধু আয়ু বৃদ্ধির ক্ষেত্রেই নয়, বরং সুস্থ জীবনযাপন নিশ্চিত করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। অর্থা, শুধু বেশি দিন বাঁচা নয়, বরং সুস্থ ও সক্রিয়ভাবে বেঁচে থাকা-এই লক্ষ্যেই এগোচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞান। সব মিলিয়ে বলা যায়, তিমির শরীরে লুকিয়ে থাকা এই জৈব রহস্য মানবজাতির জন্য এক নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। যদিও এখনও অনেক পথ বাকি, তবুও বিজ্ঞানীদের আশা-একদিন হয়তো ২০০ বছর বাঁচা আর কল্পনা থাকবে না, হয়ে উঠবে বাস্তব। আর সেই দিন হয়তো মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। এই মুহূর্তে তাই গবেষকরা অপেক্ষা করছেন আরও নির্ভুল তথ্য ও পরীক্ষার ফলাফলের জন্য। তবে আশার আলো ইতিমধ্যেই জ্বলে উঠেছে। ভবিষ্যতের মানুষ হয়তো একদিন সত্যিই বলবে-জীবনের সীমা আর আগের মতো নেই, তা অনেকটাই প্রসারিত হয়েছে বিজ্ঞানের হাত ধরে।

বিশ্ব উষ্ণায়নের অদৃশ্য প্রভাব-ধীরে ঘুরছে পৃথিবী, লম্বা হচ্ছে দিন, বিপদের মুখে মানবসভ্যতা

বিশ্ব উষ্ণায়নকে অনেকেই শুধু তাপমাত্রা বৃদ্ধির সমস্যা বলে মনে করেন। কিন্তু বাস্তবে এর প্রভাব অনেক গভীর এবং বহুমাত্রিক। বিজ্ঞানীরা বারবার সতর্ক করেছেন যে জলবায়ু পরিবর্তন শুধু আবহাওয়ার ধরনই বদলাচ্ছে না, বরং পৃথিবীর ভৌত গঠন ও গতিবিদ্যাতেও ব।স। পরিবর্তন আনছে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় উঠে এসেছে এক চমকপ্রদ এবং উদ্বেগজনক তথ্য-পৃথিবীর দিন ধীরে ধীরে দীর্ঘ হচ্ছে, আর এর পেছনে অন্যতম কারণ বিশ্ব উষ্ণায়ন। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইটিএইচ জুরিখের গবেষকদের যৌথ গবেষণায় জানা গেছে, গত ৩৬ লক্ষ বছরের মধ্যে এই প্রথমবার এমন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পৃথিবীর মেরুপ্রদেশে দ্রুতগতিতে বরফ গলার ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর তারই সরাসরি প্রভাব প।ছে পৃথিবীর ঘূর্ণনের ওপর। এই পরিবর্তন আপাতদৃষ্টিতে খুবই ক্ষুদ্র মনে হলেও এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব হতে পারে অত্যন্ত গুরুতর। প্রশ্ন উঠতে পারে-বরফ গলার সঙ্গে পৃথিবীর দিন লম্বা হওয়ার সম্পর্ক কী? বিষয়টি বোঝার জন্য পৃথিবীর ভরবণ্টন ও ঘূর্ণনগতির সম্পর্ক বুঝতে হবে। পৃথিবী একটি ঘূর্ণায়মান গোলক, যার ঘূর্ণনের গতি নির্ভর করে এর ভরের বণ্টনের ওপর। যখন মেরু অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ বরফ জমে থাকে, তখন সেই ভর মূলত মেরুর কাছাকাছি কেন্দ্রীভূত থাকে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যখন এই বরফ গলতে শুরু করে, তখন সেই জল সমুদ্রে ছ।য়ে প।ে এবং ভর পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পুনর্বিন্যাসিত হয়। এই ভর পুনর্বিন্যাসের ফলে পৃথিবীর ঘূর্ণন ধীর হয়ে যায়-ঠিক যেমন একটি ঘূর্ণায়মান ফিগার স্কেটার হাত ছ।য়ে দিলে তার ঘূর্ণন গতি কমে যায়। ফলস্বরূপ, পৃথিবীর একটি পূর্ণ আবর্তন সম্পন্ন করতে আগের চেয়ে সামান্য বেশি সময় লাগে। গবেষণা অনুযায়ী, প্রতি শতাব্দীতে প্রায় ১.৩৩ মিলিসেকেন্ড করে দিনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংখ্যাটি শুনতে তুচ্ছ মনে হতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানীরা এটিকে মোটেও হালকাভাবে দেখছেন না। কারণ, এই ক্ষুদ্র পরিবর্তনগুলিই দীর্ঘমেয়াদে ব। প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে সময়ের সূক্ষ্ম পার্থক্যও ব। সমস্যা তৈরি করতে পারে। পৃথিবীর ঘূর্ণন কখনওই সম্পূর্ণ স্থির বা অপরিবর্তনীয় ছিল না। চাঁদের মহাকর্ষীয় আকর্ষণ, পৃথিবীর অভ্যন্তরের গলিত অংশের গতিবিধি, এমনকি বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তন-সবকিছুই এর ঘূর্ণনগতিকে প্রভাবিত করে। তবে বর্তমানে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁ।য়িছে, তা হল মানুষের কার্যকলাপজনিত জলবায়ু পরিবর্তন। শিল্পায়ন, জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার এবং বন উজা।রে ফলে যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘটছে, তা এই প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করছে।

গবেষকরা জানিয়েছেন, অতীতের পৃথিবীর দিনের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে তারা অত্যন্ত অভিনব একটি পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। সামুদ্রিক এককোষী প্রাণীর জীবাশ্ম বিশ্লেষণ করে তারা সেই সময়ের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এবং পরিবেশগত অবস্থার ধারণা পেয়েছেন। এই জীবাশ্মগুলির গঠন বিশ্লেষণ করে বোঝা গেছে তারা কোন গভীরতায় বাস করত। এরপর গাণিতিক মডেল ব্যবহার করে সেই সময়ের পৃথিবীর ঘূর্ণনকাল নির্ণয় করা হয়েছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে বর্তমান সময়ের সঙ্গে অতীতের তুলনা করা সম্ভব হয়েছে, যা এই পরিবর্তনের গুরুত্ব আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। এই পরিবর্তনের প্রভাব শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না-এটি সরাসরি মানবজীবনে প্রভাব ফেলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, জিপিএস সিস্টেম অত্যন্ত নির্ভুল সময় গণনার ওপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর ঘূর্ণনের সামান্য পরিবর্তনও এই সিস্টেমে ত্রুটি সৃষ্টি করতে পারে। একইভাবে, কৃত্রিম উপগ্রহ পরিচালনা, মহাকাশ গবেষণা এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থাতেও এর প্রভাব প।তে পারে। এছাড়াও, দীর্ঘমেয়াদে এই পরিবর্তন জলবায়ুর ওপর আরও জটিল প্রভাব ফেলতে পারে। দিনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তাপমাত্রার বণ্টনেও পরিবর্তন আসতে পারে, যা আবহাওয়ার ধরনকে আরও অনিশ্চিত করে তুলবে। বিজ্ঞানীরা সতর্ক করছেন যে, এই পরিবর্তন এখনই থামানো সম্ভব না হলেও এর গতি কমানো সম্ভব। আর তার জন্য প্রয়োজন দ্রুত এবং কার্যকর পদক্ষেপ। কার্বন নিঃসরণ কমানো, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধি-এই সবই হতে পারে সম্ভাব্য সমাধান। সব মিলিয়ে, পৃথিবীর দিন লম্বা হওয়া হয়তো আপাতদৃষ্টিতে একটি ছোট পরিবর্তন, কিন্তু এর পেছনে লুকিয়ে রয়েছে এক বৃহ পরিবেশগত সংকটের ইঙ্গিত। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, পৃথিবীর প্রতিটি পরিবর্তনই পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। আর সেই কারণেই বিশ্ব উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে ল।াই এখন শুধু পরিবেশ রক্ষার প্রশ্ন নয়-এটি মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ রক্ষার লড়াই। এই গবেষণা আমাদের সামনে এক কঠিন সত্য তুলে ধরেছে-আমাদের কাজের প্রভাব শুধু বর্তমানেই সীমাবদ্ধ নয়, তা পৃথিবীর মৌলিক গতিবিধিকেও বদলে দিতে পারে। এখনই সময় সচেতন হওয়ার, নয়তো ভবিষ্য প্রজন্মকে তার মূল্য দিতে হবে আরও ব। করে। পৃথিবী ধীরে ঘুরছে।

'ইরান শুধু ইজরায়েল নয়, গোটা বিশ্বের জন্য হুমকি'-যুদ্ধের মাঝেই বিশ্বকে পাশে চাইছেন নেতানিয়াহু

২৩ মার্চ ঃ মধ্যপ্রাচ্যের উত্তপ্ত পরিস্থিতি ক্রমেই আরও জটিল ও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। সাম্প্রতিক সংঘাতে ইরানের একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় চাপে প।ছে ইজরায়েল। গত ৪৮ ঘণ্টায় একাধিক আক্রমণে ইজরায়েলের বিভিন্ন এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সামনে এসে ক।া বার্তা দিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তাঁর বক্তব্য, এই সংঘাত কেবল ইজরায়েলের সীমাবদ্ধ সমস্যা নয়-বরং ইরান গোটা বিশ্বের জন্যই এক বড় বিপদ হয়ে উঠেছে। রবিবার এক বিধ্বস্ত এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন নেতানিয়াহু। সেখানে দাঁ।িয়ে তিনি বলেন, গত দু'দিনের ঘটনাই প্রমাণ করে দিয়েছে যে ইরান কতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। তাঁর অভিযোগ, ইরান নির্বিচারে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে সাধারণ মানুষকে লক্ষ্যবস্তু করছে। যদিও তিনি এও জানান, সৌভাগ্যবশত এই হামলাগুলিতে এখনও ব। ধরনের প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। নেতানিয়াহুর দাবি, ইরানের লক্ষ্য শুধুমাত্র সামরিক অবকাঠামো ধ্বংস করা নয়, বরং সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয় এবং আতঙ্ক সৃষ্টি করা। তাঁর কথায়, ওরা যে অস্ত্র ব্যবহার করছে, তা কার্যত গণহত্যার হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি ইরানের সামরিক কৌশলকে আন্তর্জাতিক মহলের সামনে তুলে ধরতে চান। বিশেষভাবে তিনি জেরুজালেমে হামলার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। এই শহরটি বিশ্বের তিনটি প্রধান ধর্ম-ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম-এর কাছে অত্যন্ত পবিত্র। নেতানিয়াহুর বক্তব্য অনুযায়ী, ইরানের হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল এই ধর্মীয় কেঃদ্রগুলি। যদিও তিনি দাবি করেন, অলৌকিকভাবে এই পবিত্র স্থানগুলি রক্ষা পেয়েছে। এই সংঘাতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে নেতানিয়াহু বলেন, ইরান শুধু আঞ্চলিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নেই, বরং তাদের সামরিক ক্ষমতা এখন আন্তর্জাতিক স্তরে বিস্তৃত। তিনি উল্লেখ করেন, সম্প্রতি ইরান প্রায় ৪০০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি দ্বীপে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে, যা তাদের দূরপাল্লার আক্রমণ সক্ষমতার স্পষ্ট প্রমাণ। এই প্রসঙ্গে তিনি সতর্ক করে বলেন, যদি ইরান এত দূরে হামলা চালাতে পারে, তবে ইউরোপের ভেতরেও যে কোনও সময় আঘাত হানতে পারে। তাঁর মতে, দীর্ঘদিন ধরেই ইজরায়েল ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি নিয়ে বিশ্বকে সতর্ক করে আসছে, কিন্তু সেই সতর্কবার্তা যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি।নেতানিয়াহু আরও দাবি করেন, ইরান শুধু সামরিক হামলার মাধ্যমেই নয়, বরং আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ওপরও চাপ সৃষ্টি করছে। তাঁর অভিযোগ, গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ এবং জ্বালানি সরবরাহের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ইরান বিশ্বকে কার্যত ' করার চেষ্টা করছে। বিশেষ করে তেল পরিবহনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জলপথে বিঘ্ন ঘটানো হলে তার প্রভাব গোটা বিশ্ব অর্থনীতির উপর পড়তে পারে।এই পরিস্থিতিতে তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে সরাসরি আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, ইজরায়েল এবং যুক্তরাষ্ট্র একসঙ্গে এই হুমকির মোকাবিলা করছে।

গোপন ইউরেনিয়ামের খোঁজে ইরানে কমান্ডো অভিযান?

২৩ মার্চ ঃ মধ্যপ্রাচ্যে চলতে থাকা উত্তেজনার আবহে নতুন করে চাঞ্চল্য ছ।য়েছে এক গুরুতর অভিযোগকে কেন্দ্র করে।ইরান-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তারা নাকি উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম গোপন স্থানে লুকিয়ে রেখেছে। এই পরিস্থিতিতে সেই ইউরেনিয়াম খুঁজে বের করতে ইরানের মাটিতে বিশেষ কমান্ডো বাহিনী পাঠানোর পরিকল্পনা করছে United States-এমনই দাবি আন্তর্জাতিক মহলের একাধিক সূত্রের। এই সম্ভাব্য পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে উত্তেজনা আরও বে।ছে। কারণ, এটি বাস্তবায়িত হলে তা সরাসরি অন্য একটি দেশের অভ্যন্তরে সামরিক হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখা হবে, যার প্রভাব হতে পারে সুদূরপ্রসারী। মার্কিন প্রশাসনের দাবি, ইরান প্রায় ৪৪০ কেজি বা প্রায় ৯৭২ পাউন্ড ইউরেনিয়াম ৬০ শতাংশেরও বেশি সমৃদ্ধ করেছে। সাধারণভাবে, পরমাণু অস্ত্র তৈরির জন্য ইউরেনিয়ামকে প্রায় ৯০ শতাংশ পর্যন্ত সমৃদ্ধ করতে হয়। ফলে ৬০ শতাংশে পৌঁছনো মানে সেটি অস্ত্র তৈরির দোরগো।ায় রয়েছে-এমনটাই মনে করছে ওয়াশিংটন। এই ইউরেনিয়াম নাকি কোনও গোপন স্থানে সরিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে আন্তর্জাতিক নজরদারি এ।িয়ে যাওয়া যায়। যদিও International Atomic Energy Agency বা আইএইএ-এর মতে, ইরানের পরমাণু কর্মসূচি এখনও অস্ত্র তৈরির পর্যায়ে পৌঁছয়নি। তবুও আমেরিকা ও ইজরায়েল এই বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

NAME CHANGE

I, Rubeda Khatoon/Robida Begam (old name) wife of Md Faruk Ali, residing at Vill: Chataniyadah, P.O – Pihra, Ganwan, Dist: Giridih, Jharkhand – 815313, have changed my name and shall henceforth be known as Rubida Khatoon (new name) as declared before the Notary Public City Civil Court at Kolkata, vide affidavit SL No. 8, dated 23/03/2026. Rubeda Khatoon/Robida Begam (old name) and Rubida Khatoon (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Firoj khan পিতা মৃত Jaynal khan, ঠিকানাঃ পশ্চিমকৃষ্ণপুর, ওয়ার্ড নং ৫ পোঃ ও থানা এবং পৌরসভা- আরামবাগ, জেলা- হুগলী, 'পিন ৭১২৬০১, আমার সঠিক নাম Firoj khan ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুলবশত Phiroj Khan, হয়ে আছে। ২৩.০৩. ২০২৬ তারিখে (Sl.No. -4790) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরামবাগ, হুগলী কোর্টের এফিডেভিট বলে Firoj khan এবং Phiroj Khan উভয়েই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইলাম।

NAME CHANGE

I, Saokat Shekh Mohammed (Old Name) S/o Late Matiar Shekh Residing at Vill - Nakful, P.o - Nakful, P.s - Bongaon, District - North 24 Parganas, Pin - 743235, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Saokat Shekh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 23-03-2026. Saokat Shekh Mohammed (Old Name) and Saokat Shekh (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Binod Agarwala (Old Name), S/o.- Late Mahabir Prasad Agarwala, R/o. Ashray Apartment. Block-A, Flat-3E, 12, Sunny Park, P.O.& P.S.- Ballygunge, Kolkata-700019, WB, that have change my name & shall henceforth be known as Binod Agarwal (New Name),vide an Affidavit dtd. 20.03.2026, before the Notary Public at Kolkata. That, Binod Agarwala (Old Name) & Binod Agarwal (New Name) both are same & one identical person.

NAME CHANGE

I, Sambhu Nath Mishra, Shambhu Nath Misra (Old Name) S/o Madan Mohan Misra Residing at Flat-B 7/6, Lake Window Housing, 66A, Gobindapur Road, P.o - Lake Gardens, District - Kolkata, Pin - 700045, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sambhu Nath Misra (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 20-03-2026. Sambhu Nath Mishra, Shambhu Nath Misra (Old Name) and Sambhu Nath Misra (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sujit Bera (Old Name), S/o.- Late Charu Chandra Bera R/o. Vill.& P.O. Subharara, P.S. Panchla, Dist-Howrah-711302 WB, that have change my name & shall henceforth be known as Sujit Kumar Bera (New Name),vide an Affidavit Sl. No. 08 dtd. 23.03.2026, before the Notary Public at Kolkata. That, Sujit Bera (Old Name) & Sujit Kumar Bera (New Name) both are same & one identical person.

NAME CHANGE

I, Sandhya (Old Name),W/o.- Sunil Kumar R/o. Ashopur, Dinapur, Khagaul, Patna, that have change my name & shall henceforth be known as Sandhya Rani (New Name),vide an Affidavit No. 20 dtd. 23.03.2026, before the Notary Public at Jalpaiguri. That, Sandhya (Old Name) & Sandhya Rani (New Name) both are same & one identical person.

NAME CHANGE

I, Binod Mall (Old Name) S/o Manik Lal Mall Residing at P N Ghosh Street, Purulia Municipality Ward 14, District - Purulia, Pin - 723101, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Binod Kumar Mall (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 23-03-2026. Binod Mall (Old Name) and Binod Kumar Mall (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mamon Dutta (Old Name) DOB-01/01/1995(old DOB),D/o.- Mahadev Dutta R/o. 166/A Khetra Hazra Lane, P.O.-Berhampore, P.S.-Berhampore, Dist.-Murshidabad, Pin-742101, WB, that have change my name & shall henceforth be known as Mamoni Dutta (New Name) and DOB-22/11/1994(New DOB),vide an Affidavit No. 1924 dtd. 07.03.2026, before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Berhampore, Murshidabad. That, Mamon Dutta (Old Name) & Mamoni Dutta (New Name) both are same & one identical person.

NAME CHANGE

I, Sk Anuwar Ali (Old Name) S/o Sk Aktar Residing at Vill - Gopalpur, P.o - Dihiramnagar, P.s - Daspur, District - West Medinipur, Pin - 721212, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Anuyar Ali (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 23-03-2026. Sk Anuwar Ali (Old Name) and Sk Anuyar Ali (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sachin Sisodia, S/O, Rajesh Sisodia, residing at Tower 20, flat 11 G, Greenfield City Shibrampur, South 24 Paragnas, Kolkata-700141, having adhar no 805646990683, declare through affidavit from Ist Class Judicial Magistrate, Alipore that My mother's name is Smita Singh in all the documents. In one school certificate of Class XII, My mother's name is wrongly written as Smita Sisodia. Smita Singh and Smita Sisodia is the same and one identical person. All government documents like PAN Card, Adhar Card, Passport carries my mother's name as SMITA SINGH only.

NAME CHANGE

I, Abdul Gaffar (Old Name) S/o Abdul Kalam Gazi Residing at Vill - Uttar Barunhat, P.o - Barunhat, P.s - Hasnabad, District - North 24 Parganas, Pin - 743426, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Abdul Gaffar Gazi (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Barasat vide affidavit no 23863 Dated 27-10-2025. Abdul Gaffar (Old Name) and Abdul Gaffar Gazi (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Alangir Sk (Old Name) S/O–Sanaulla Seikh resident of Vill & Po-Gantla , Ps-Kandi , Dist- Murshi dabad , West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Alangir Sk to Alamgir Sk and henceforth I shall be known as Alamgir Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 23/03/2026. My name Alamgir Sk & Alangir Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Saheb Ali (Old Name) S/O–Hannan Sekh residing at Vill & PO-Hanspukuria , PS-Palashipara , Nadia , West Bengal 741160 do hereby declared that I have changed my name from Saheb Ali to Saheb Ali Sekh and henceforth I shall be known as Saheb Ali Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 23/03/2026. My name Saheb Ali Sekh & Saheb Ali both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Tapas Dolui son of Samir Dolui Resident of 14/2,Kankra Para Lane,P.O-Santragachi,Dist-Howrah,Pin-711104.,W.B.That my actual and correct name is Tapas Dolui which is recorded in my Aadhaar card no- 9297 8657 3041.That Nisha Dolui is my Daughter.That in my Daughter's Birth Certificate my name is also wrongly recorded as Tapas Dolai instead of Tapas Dolui.That Tapas Dolui and Tapas Dolai both are the same and one identical person vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 23/03/2026.

NAME CHANGE

I, Subhash Chandra Mandal (old name) S/o- Fatik Mandal residing at Uttarnayapara, Nalagola, Bamangola, Dist-Malda, Pin-733124 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SUBHASH CHANDRA MANDAL to SUBHASH MANDAL and henceforth I shall be known as SUBHASH MANDAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 23/03/2026. SUBHASH CHANDRA MANDAL (old name) and SUBHASH MANDAL (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Hamid Sekh (Old Name) S/O–Takiraddin Sekh resident of Vill-Shrikrishnapur , Po-Jalalpur , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Hamid Sekh to Abdul Hamid Sekh and henceforth I shall be known as Abdul Hamid Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 23/03/2026. My name Abdul Hamid Sekh & Hamid Sekh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Moyna Dolui wife of Tapas Dolui Resident of 14/2,Kankra Para Lane,P.O-Santragachi,Dist-Howrah,Pin-711104.,W.B.That my actual and correct name is Moyna Dolui which is recorded in my Aadhaar card no- 3934 0875 8698,Voter Identity Card no- ZTA2384477 and Pan Card no-ACTPC9648K.That Nisha Dolui is my Daughter.That in my Daughter's Birth Certificate my name is also wrongly recorded as Moyna Dolai instead of Moyna Dolui.That Moyna Dolui and Moyna Dolai both are the same and one identical person vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 23/03/2026.

NAME CHANGE

I, Intajul Sk (old name) S/o- Abu Bakkar Sk residing at Gobindapur, Gobindapur, Berhampur, Dist-Murshidabad, Pin-742405 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from INTAJUL SK to INTAJUL RAHAMAN and henceforth I shall be known as INTAJUL RAHAMAN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 23/03/2026. INTAJUL SK (old name) and INTAJUL RAHAMAN (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Anoar Hussain (Old Name) S/O–Sk Sarafat resident of Vill & Po-Bharatpur , Ps-Bharatpur , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742301 do hereby declared that I have changed my name from Anoar Hussain to Anuar Hossain and henceforth I shall be known as Anuar Hossain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 23/03/2026. My name Anuar Hossain & Anoar Hussain both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Nisha Dolui daughter of Tapas Dolui Resident of 14/2,Kankra Para Lane,P.O-Santragachi,Dist-Howrah,Pin-711104.,W.B.That my actual and correct name is Nisha Dolui which is recorded in my Aadhaar card no- 5249 1600 7684 and Pan Card no- KFJPD6478F.That in my Birth Certificate my name is also wrongly recorded as Nisha Dolai instead of Nisha Dolui.That Nisha Dolui and Nisha Dolai both are the same and one identical person vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 23/03/2026.

NAME CHANGE

I, Akter Dhabak (old name) S/o- Safikul Dhabak residing at Purba Bajitpur, Gazna, Hanskhali, Dist-Nadia, Pin-741507 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from AKTER DHABAK to AKTAR DHABAK and henceforth I shall be known as AKTAR DHABAK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Court of Ld . Judicial Magistrate (1st class) at Ranaghat dated 20/03/2026. AKTER DHABAK (old name) and AKTAR DHABAK (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Moyjaddi Sheikh (Old Name) S/O–Masitulla Sekh resident of Rajapur Musalmanpara , Nakashipara , Nadia , West Bengal, Pin-741126 do hereby declared that I have changed my name from Moyjaddi Sheikh to Moyjaddi Sekh and henceforth I shall be known as Moyjaddi Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 23/03/2026. My name Moyjaddi Sekh & Moyjaddi Sheikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ruma Mondal (Old Name) daughter of Late Gopal Chowdhury Resident of ,Tollyview, Tower-2,Flat-4E,6,Ram Saran Poddar Lane, Mahabirtala,P.O-New Alipore,P.S-Behala,Kolkata-700053. W.B., have changed my name and shall henceforth be known as Ruma Mondal Ghosh (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 23.03.2026.That Ruma Mondal (Old Name) and Ruma Mondal Ghosh (New Name) is the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Nasiruddin Mondal (old name) S/o- Golam Hossain Mandal residing at Benali, Benali, Hanskhali, Dist-Nadia, Pin-741502 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD NASIRUDDIN MONDAL to NASIRUDDIN MONDAL and henceforth I shall be known as NASIRUDDIN MONDAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 23/03/2026. MD NASIRUDDIN MONDAL (old name) and NASIRUDDIN MONDAL (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mashitulla Sheikh (Old Name) S/O–Bholai Sekh resident of Rajapur Musalmanpara , Nakashipara , Nadia , West Bengal, Pin-741126 do hereby declared that I have changed my name from Mashitulla Sheikh to Masitulla Sekh and henceforth I shall be known as Masitulla Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 23/03/2026. My name Masitulla Sekh & Mashitulla Sheikh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I ABBAR ALI MOLLA S/O ANCHHAR MOLLA at Vill-Ranigachi, P.O -Shankshar, South 24 Parganas-743502, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as AKBAR MOLLA as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 23/03/2026. ABBAR ALI MOLLA and AKBAR MOLLA are same and identical person

NAME CHANGE

I, Md Momin Sk (old name) S/o- Manjur Sekh residing at Narikelbagan, Bilbari, Bhattabati, Nabagram, Dist-Murshidabad, Pin-742149 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD MOMIN SK to MOMIN SK and henceforth I shall be known as MOMIN SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 23/03/2026. MD MOMIN SK (old name) and MOMIN SK (new name) both are same and one identical person.

জঙ্গলমহলে গজরাজের রাজত্ব, এক দশকে ৬ গুণ বেড়েছে হাতির সংখ্যা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৩ মার্চ ঃ জেলায় তড়তড় করে বাড়ছে হাতির সংখ্যা। জঙ্গলমহলের আবহাওয়া ও জলবায়ু একদিকে যেমন বসবাসের জন্য উপযোগী তেমন, হাতির প্রজননের জন্য ভাল।

তাই হাতির সংখ্যা বাড়ছে। হাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ঘনঘন দেখা মিলছে দলমার দলের। যখন তখন গ্রামে ঢুকে পড়ছে হাতির পাল। দলমার দলে থাকে বাচ্চা হাতিও। ইতিমধ্যে জঙ্গলমহলের জঙ্গলগুলিতে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে হাতির সংখ্যা। আজ থেকে এক দশক আগে যে পরিমাণ হাতি ছিল, এখন তা অনেক গুণে বেড়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে এখন নিয়মিতভাবেই হাতির চলাচল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যখন তখন জঙ্গল ছেড়ে স্থানীয় লোকালয়ে হানা দিচ্ছে হাতির পাল। হাতির পরিমাণ বৃদ্ধিকে বেশ তাৎপর্যের সঙ্গেই দেখছেন বন বিশেষজ্ঞরা। বনাঞ্চলের স্বাভাবিক পরিবেশ ও বিস্তৃতি হাতির সংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। বন দফতরের মতে, গত কুড়ি বছরে হাতির সংখ্যা প্রায় ছয় গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পরিবেশগত উন্নতিরই ইঙ্গিত বহন করছে। জঙ্গলমহলের বিস্তীর্ণ অরণ্য ও প্রাকৃতিক আবাসভূমি হাতিদের নিরাপদ বিচরণে সহায়তা করছে। ফলে তারা সহজেই এখানে বসবাস ও বংশবৃদ্ধি করতে পারছে। কলাইকুন্ডা, মানিকপাড়া, শালবনী, গড়বেতা সহ একাধিক জঙ্গলে নিয়মিত বাস হাতির। খাদ্যের প্রাচুর্যও এই বৃদ্ধির একটি বড় কারণ। বনাঞ্চলে পর্যাপ্ত ঘাস, ফলমূল এবং জলাধারের উপস্থিতি হাতিদের টিকে থাকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সব উপাদান সহজলভ্য হওয়ায় হাতিরা দীর্ঘদিন ধরে একই এলাকায় অবস্থান করছে এবং তাদের সংখ্যা বাড়ছে। বিশিষ্ট পরিবেশ বিশেষজ্ঞ সিদ্ধার্থ মিশ্র বলেন, জঙ্গলমহলের আবহাওয়া ও জলবায়ু একদিকে যেমন বসবাসের জন্য উপযোগী তেমন, হাতির প্রজননের জন্য ভাল। তাই হাতির সংখ্যা বাড়ছে। বন দফতরের কড়া নজরদারি ও শিকার রোধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়াও এই বৃদ্ধির পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের মধ্যেও সচেতনতা বেড়েছে, ফলে বন্যপ্রাণীর উপর নির্ভরশীলতা ও ক্ষতিকর কার্যকলাপ কিছুটা কমেছে। এর ফলে হাতিরা আরও নিরাপদ পরিবেশ পাচ্ছে। বেশ কিছু সময় লোকালয়ে এলেও জঙ্গলমহলের পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষা করছে দলমার দল। তবে হাতির সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সঙ্গে সংঘাতের সম্ভাবনাও বাড়ছে। অনেক সময় খাবারের সন্ধানে হাতিরা গ্রামে ঢুকে পড়ছে, ফলে ফসলের ক্ষতি ও মানুষের আতঙ্ক বাড়ছে। তাই সহাবস্থানের বিষয়টি এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে বন বিভাগ গুরুত্ব দিয়ে দেখছে গোটা বিষয়কে। বন বিশেষজ্ঞদের মতে, সঠিক পরিকল্পনা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। জঙ্গলমহলের এই সমৃদ্ধ বন্যপ্রাণ পরিবেশকে রক্ষা করতে হলে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। হাতির সংখ্যা বৃদ্ধি একদিকে যেমন ইতিবাচক ইঙ্গিত, তেমনি তা সঠিকভাবে পরিচালনা করাও এখন সময়ের দাবি।

মাঠে অথৈ জল, ভাসছে আলু! চরম সঙ্কটে চন্দ্রকোনার চাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চন্দ্রকোনা, ২৩ মার্চ ঃ জলে ভাসছে আলু। গোড়ালি জলে দাঁড়িয়ে জল থেকে তুলতে হচ্ছে ফসল। আলু উৎপাদন বেশি হয় চন্দ্রকোনা-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায়। একদিকে আলুর দাম এমনিতেই কম, অন্যদিকে মাঠে অথৈ জলে নাজেহাল অবস্থা। লাগাতার বৃষ্টিতে কার্যত বিপর্যস্ত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা এলাকার আলু চাষ। জেলার অন্যতম আলু উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত এই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ কৃষিজমি এখন জলের তলায়। কোথাও এক হাঁটু, কোথাও আবার এক গোড়ালি জল জমে রয়েছে মাঠে। ফলে চাষিরা পড়েছেন চরম সমস্যায়। ফসল বাঁচাতে মরিয়া তাঁরা। বিশেষ করে নিচু এলাকাগুলিতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। দেরিতে চাষ হওয়ায় অনেক জমিতেই এখনও আলু তোলা হয়নি। তার উপর এই টানা বৃষ্টিতে চন্দ্রকোনার জমে থাকা জল পুরো ফসলকেই ডুবিয়ে দিয়েছে। অনেক কৃষক সদ্য তোলা আলু জমিতেই মজুত করে রেখেছিলেন, সেই আলুও এখন জলের মধ্যে ভাসছে। বাধ্য হয়ে কৃষকেরা জল থেকে আলু তুলে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। এমনিতেই আলুর দাম কম, তার উপর গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় চোখে জল এনেছে কৃষকদের। যেটুকু রোজগার হবে তাতে না চলবে সংসার আর না দিতে পারবেন ঋণের অর্থ। চন্দ্রকোনা এলাকার কেশেডাঙ্গা, গঙ্গারামপুর ও কোটা গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রায় ৩৫০ বিঘা জমি জলের তলায় চলে গিয়েছে বলে দাবি কৃষকদের। এই অবস্থায় আলু পচে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অন্যদিকে বাজারে আলুর দাম কম। দু'দিক থেকেই চাপে পড়েছেন চাষিরা।

কৃষকদের অভিযোগ, উৎপাদন খরচ ক্রমেই বাড়ছে, বিশেষ করে খোলার (সংরক্ষণের বস্তা) দাম আকাশছোঁয়া। ফলে কৃষকদের ক্ষতির পরিমাণ আরও বেড়ে যাচ্ছে। অনেকেই ঋণ নিয়ে চাষ করেছিলেন, এখন সেই টাকা ফেরত দেওয়া নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। সব মিলিয়ে, লাগাতার বৃষ্টিতে চন্দ্রকোনার আলু চাষে নেমে এসেছে দুর্যোগের কালো ছায়া। প্রাকৃতিক এই বিপর্যয়ে কৃষকদের ভবিষ্যত এখন অনিশ্চিত, আর চোখে মুখে স্পষ্ট হতাশার ছাপ। কীভাবে উঠবে সারা বছরের রোজগার, তা জানেন না কেউই।

নেতাজি কমার্শিয়াল মার্কেট নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত! সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত তালা ১৪৪ দোকানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৩ মার্চ ঃ সংস্কার কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখা হচ্ছে মালদা শহরের অন্যতম ব্যস্ত ব্যবসায়িক কেন্দ্র নেতাজি কমার্শিয়াল মার্কেট। সম্প্রতি বাজারের ছাদ ধসে পড়ার ঘটনাকে ঘিরে চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে। ইতিমধ্যেই বাজারের ১৪৪ টি দোকান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, গত শুক্রবার রাতভর টানা বৃষ্টির জেরে হঠাৎ করেই মার্কেটের একটি অংশের ছাদ ভেঙে পড়ে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় এক নৈশপ্রহরীর মৃত্যু হয় এবং গুরুতর জখম হন এক যুবক। ঘটনার পরই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন ও বাজার কর্তৃপক্ষ। বাজার কমিটি ও মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের যৌথ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ২৯ তারিখের মধ্যে সমস্ত দোকানপাট খালি করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই বহু ব্যবসায়ী তাঁদের দোকানের মালপত্র সরিয়ে নিতে শুরু করেছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েক দশক পুরনো এই মার্কেট ভবনটি দীর্ঘদিন ধরেই জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল। একসময় এখানে মূলতঃ সবজি বিক্রেতারা ব্যবসা করতেন। পরে সেই বাজার অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হলেও, ধীরে ধীরে এখানে মুদিখানা ও অন্যান্য ছোট ব্যবসা গড়ে ওঠে এবং বহু দোকান ও গোডাউন তৈরি হয়। ঘটনার পর আতঙ্কিত ব্যবসায়ীদের একজন, বলেন, যেকোনও সময় আবার ছাদ ভেঙে পড়তে পারে। এই ভয়েই দোকান গুটিয়ে নিচ্ছি। কয়েকদিন দোকান বন্ধ থাকবে বলে জানানো হয়েছে। আপাতত টিনের ছাউনি করার কথা বলা হয়েছে। একইসঙ্গে বাজারে আসা এক ক্রেতার কথায়, ছাদের অবস্থা খুবই খারাপ। প্রায়ই চাঙড় খসে পড়ছে। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বাজার করতে আসতে হচ্ছে, খুবই ভয় লাগছে। এ বিষয়ে মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক জানান, জেলাশাসকের সঙ্গে বৈঠকের পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আপাতত দোকান খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মার্কেটের দায়িত্ব জেলা শিল্প কেন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ছাদ ভেঙে নতুন করে ছাউনি করতে প্রায় সাত দিন সময় লাগবে। প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে একদিকে যেমন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে হঠাৎ বাজার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে আর্থিক অনিশ্চয়তাও দেখা দিয়েছে।

ও আলোর পথ যাত্রী, রক্ত করবীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ২৩ মার্চ ঃ রামপুরহাট রক্ত করবীতে গীতাঞ্জলি শিক্ষায়তনের 'আলোর পথ যাত্রী' অনুষ্ঠিত হলো রামপুরহাটের সংস্কৃতি মঞ্চ রক্ত করবীতে। প্রতিষ্ঠানের দশম বর্ষ সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সুরকার, গীতিকার, লেখক সলিল চৌধুরীর ১০১ তম জন্ম দিবস পালিত হয়। কচিকাচা সহ বিভিন্ন বয়সের কুশিলবদের ভুবন মাতানো গানের সুরভিতে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকলো রামপুরহাটের সঙ্গীত প্রেমীরা। অনুষ্ঠানে সলিল চৌধুরীর সমস্ত ধরণের গানের লহরি ও সুরের মূর্চ্ছনা ছিল শেষ কথা। কথায় কথায় সঞ্চালক অনুপম চক্রবর্তী তথ্য সম্ভারে এক অনবদ্য চিত্রকল্প ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন। আরেক সঞ্চালিকা স্বাগতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে যোগ্য সঙ্গত করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কবি শুভ দাশগুপ্ত, সুরের সাধক অনুপম চক্রবর্তী, সঙ্গীত শিল্পী চৈতি মজুমদার সহ অন্যান্য গুণীজন। এদিনের অনুষ্ঠানে সুরের আবেশের মধ্যে সম্বর্ধনা ও কৃতি সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননা প্রদান করা হয় বিশিষ্ট কবি শুভ দাশগুপ্ত, বিশিষ্ট চিত্র শিল্পী প্রাণকৃষ্ণ শিমলান্দি এবং বিশিষ্ট গীতিকার অনুপম চক্রবর্তীকে। তাঁদের হাতে সম্মাননা প্রদান করেন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় এবং রজত মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও সম্বর্ধনা দেওয়া হয় সঙ্গীত শিল্পী চৈতি মজুমদার, তবলা বাদক সুমন্ত মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্য যন্ত্র শিল্পী, মাণপত্র লেখক সৌমিত্র রায় এবং গীতাঞ্জলি শিক্ষায়তন পরিবারের সদস্য তথা প্রতিষ্ঠানের জন্ম লগ্ন থেকে বিভিন্ন সুখে- দু ঃখে যুক্ত শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য্য, উর্মি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতীক্ষা দত্ত এবং সঞ্চালিকা স্বাগতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কর্ণধার প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় জানান, উপস্থিত সকলকে এমন সুন্দর একটি অনুষ্ঠান পরিবেশন করতে পেরে আমরা ধন্য।

নাকা চেকিং, কোচবিহারে দুই গাড়ি থেকে উদ্ধার লক্ষাধিক টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২৩ মার্চ ঃ আগামী মাসে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। বর্তমানে জেলায় জেলায় বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের জোরকদমে প্রচার চলছে। সেই সঙ্গেই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে সব জায়গায় বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। এবার তাতেই মিলল সাফল্য। কোচবিহারের বক্সিরহাটে বাংলা-অসম সীমান্তে পুলিশের নাকা চেকিংয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার। ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পরেই সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। কোচবিহারের বাংলা-অসম সীমান্তও ব্যতিক্রম নয়। রবিবার রাতে বক্সিরহাটের দু'টি ভিন্ন নাকা চেকিং পয়েন্টে তল্লাশি চালিয়ে ১ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। সেই সঙ্গেই দু'জনকে আটক করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি ঘটনা জোড়াই মোড়ের নাকা চেকিং পয়েন্ট এবং অন্যটি সংকোশ নাকা চেকিং পয়েন্টে ঘটেছে। প্রথম ঘটনায় একটি চারচাকা গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ব্যাগের ভিতর থেকে ৫৭ হাজার ৭০০ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। দ্বিতীয় ঘটনায় উদ্ধার হয় ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৩০০ টাকা। এই নগদ উদ্ধার প্রসঙ্গে তুফানগঞ্জ এসডিপিও কান্নেধারা মনোজ কুমার জানান, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী অসম-বাংলা সীমান্তে নাকা চেকিং করে ১ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ওই ব্যক্তিরা এই অর্থের উৎস দেখাতে পারেননি। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, এই প্রথম নয়, কয়েকদিন আগেও কোচবিহারে বাংলা-অসম সীমান্তে বক্সিরহাট থানার জোড়াই মোড় এলাকায় পুলিশের নাকা চেকিংয়ে সাফল্য মিলেছিল। উদ্ধার হয়েছিল একটি রিভলভার, ২৫ রাউন্ড তাজা গুলি এবং নগদ প্রায় ২০ হাজার টাকা। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ অর্থ।

বসেছে সিসি ও লাইভ ক্যামেরা, নিরাপত্তার চাদরে মোড়া হয়েছে আলিপুরদুয়ারকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ২৩ মার্চ ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আলিপুরদুয়ার জেলার সীমান্ত এলাকাগুলিতে জেলা পুলিশের

তরফে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে সিসি ক্যামেরার সংখ্যা, বসানো হয়েছে লাইভ ক্যামেরা, যা জেলা পুলিশের তরফে মনিটরিং করা হবে। আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে জেলায় মোট ২৭ টি স্পর্শকাতর বুথ চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে আরও বুথ চিহ্নিত করে তার তালিকা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে। একইসঙ্গে এই ধরনের স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা কমানোর দিকেও নজর দিচ্ছে প্রশাসন। জেলা পুলিশ সুপার অমিত কুমার সাউ জানান, নির্বাচনের আগে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ইতিমধ্যেই জেলায় সাত কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। আরও কেন্দ্রীয় বাহিনী আসার সম্ভাবনা রয়েছে। জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। মোট ১৬ টি নাকা চেকিং পয়েন্ট তৈরি করা হয়েছে। যার মধ্যে ভুটান সীমান্তবর্তী এলাকাতেও তিনটি নাকা চেকিং পয়েন্ট রয়েছে। পুলিশ সুপার নিজে জেলার বিভিন্ন থানা এলাকার রুট মার্চে অংশ নিচ্ছেন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন। তিনি জানান, সকাল ও বিকেল, দুই সময়েই নিয়মিত রুট মার্চ করা হচ্ছে, যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা ও আস্থার পরিবেশ বজায় থাকে। শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করতে জেলা পুলিশ সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত।

আসাম বঙ্গীয় জ্যোতিষ এন্ড তন্ত্র সোসাইটির পরিচালনায় ৪১ তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন নৈহাটিতে

প্রশান্ত দাশগুপ্ত, নৈহাটি, ২৩ মার্চ ঃ আসাম বঙ্গীয় জ্যোতিষ এন্ড তন্ত্র সোসাইটির পরিচালনায় সম্প্রতি নৈহাটি ঐকতান মঞ্চে মহা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ৪১ তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন-২০২৬। অধ্যাপক তথা তান্ত্রিকাচার্য ও প্রখ্যাত জ্যোতিষাচার্য সুবীর বসুর উদ্যোগে এই ৪১ তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন তথা উৎসব বিভিন্ন প্রান্তের আগত জ্যোতিষীদের নিয়ে এক

মিলন মেলার আকার ধারণ করেছিল। এই উৎসবের সূচনা ঘটে নৃত্যাঞ্জলি ডান্স একাডেমীর নিত্য শিল্পীদের নিত্য পরিবেশনার মাধ্যমে। আন্তর্জাতিক এই মহাসম্মেলনে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সুবল বৈদ্য, জ্যোতিষাচার্য প্রবীরানন্দ শাস্ত্রী , চন্ডিগড় থেকে এসেছিলেন রুদ্রা মহারাজ, জ্যোতিষ রতন চক্রবর্তী, জ্যোতিষ ডক্টর পি আর হালদার, এসেছিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ-পত্নী তথা সুপরিচিত সংগীত শিল্পী নুতন ভৌমিক, এছাড়াও ছিলেন বিভিন্ন প্রান্তের জ্যোতিষাচার্য ও জ্যোতিষগণ। মঞ্চে শতাধিক জ্যোতিষীদের অ্যাওয়ার্ড ও বিভিন্ন সম্মানে সম্মানিত করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন তান্ত্রিকাচার্য-অধ্যাপক সুবীর বসু।

বালতি ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার লস্করপুর আমবাগান সংলগ্ন এলাকায়

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৩ মার্চ ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ-এ ভোটের প্রাক্কালে চাঞ্চল্যকর ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল গোটা এলাকায়।

দোগাছি নোয়াপাড়া পঞ্চায়েতের অন্তর্গত লস্করপুর গ্রামের আমবাগান সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার হল একটি বালতি ভর্তি তাজা বোমা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অন্তত ২০ টিরও বেশি সক্রিয় বোমা ওই বালতির ভিতরে মজুত অবস্থায় ছিল, যা ঘিরে মুহূর্তের মধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গ্রামজুড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, সকালে কিছু স্থানীয় মানুষ আমবাগানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সন্দেহজনক একটি বালতি দেখতে পান। কাছ থেকে লক্ষ্য করতেই তারা বুঝতে পারেন, সেটির ভিতরে রয়েছে বিপজ্জনক বিস্ফোরক সামগ্রী। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় প্রশাসনকে। ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ পৌঁছানোর পরই এলাকা ঘিরে ফেলা হয় এবং সাধারণ মানুষকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেওয়া হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। একইসঙ্গে খবর পাঠানো হয় বোম নিষ্ক্রিয়করণ দলকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রতিটি বোমা উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, এগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী দেশীয় বোমা, যা বড় ধরনের নাশকতার উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়ে থাকতে পারে। যদিও এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। ভোটের ঠিক আগে এমন বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে। রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে চাপানউতোর। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অশান্তি তৈরির উদ্দেশ্যেই এই বোমাগুলি মজুত করা হয়েছিল। এদিকে, গোটা লস্করপুর ও আশপাশের এলাকায় এখনো আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছে। অনেকেই বাড়ির বাইরে বেরোতে ভয় পাচ্ছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি, কে বা কারা এই বিপুল পরিমাণ বোমা মজুত করেছিল, তার খোঁজে শুরু হয়েছে জোরদার তদন্ত। ঘটনাটি সামনে আসতেই ফের একবার স্পষ্ট হয়ে গেল, ভোটের আগে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসনের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। এখন দেখার, তদন্তে কী উঠে আসে এবং এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের কত দ্রুত আইনের আওতায় আনা যায়।

রাজনৈতিক দলগুলি দূরদর্শন ও আকাশবাণীতে বিনামূল্যে প্রচার করতে পারবে, সিদ্ধান্ত নিল কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ মার্চ ঃ নির্বাচনকে সামনে রেখে বড় সিদ্ধান্ত নিল ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় ও রাজ্য স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলিকে দূরদর্শন ও আকাশবাণীতে বিনামূল্যে প্রচারের জন্য ডিজিটাল ভাউচার দেওয়া হয়েছে। এই সুবিধা অসম, কেরল, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া দলগুলির জন্য প্রযোজ্য। প্রতিটি দলকে নির্দিষ্ট সময় (প্রায় ৪৫ মিনিট) বিনামূল্যে সম্প্রচারের সুযোগ দেওয়া হবে, পাশাপাশি আগের নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে অতিরিক্ত সময়ও বরাদ্দ করা হয়েছে। কমিশন জানিয়েছে, প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশের পর থেকে ভোটের দুই দিন আগে পর্যন্ত এই সম্প্রচার চলবে। পাশাপাশি, রাজনৈতিক দলগুলিকে আগাম স্ক্রিপ্ট জমা দিতে হবে এবং নির্ধারিত প্রযুক্তিগত মান বজায় রাখতে হবে। এছাড়াও, দূরদর্শন ও আকাশবাণীতে বিশেষ আলোচনা ও বিতর্কেরও আয়োজন করা হবে। রবিবার সকালে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে একাধিক নিয়মকানুনের কথা জানিয়েছে কমিশন। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও অসম, তামিলনাড়ু, কেরল এবং পুদুচেরিতে ভোট হচ্ছে। বলা হয়েছে, এই চার রাজ্য এবং এক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মোট ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৮০৭ টি বুথে ভোটারদের জন্য ন্যূনতম পরিষেবা নিশ্চিত করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে পানীয় জল, পর্যাপ্ত জল-সহ শৌচাগার, ভোটকেন্দ্রে পর্যাপ্ত আলোর মতো কয়েকটি বন্দোবস্ত। ভোট দিতে দাঁড়ানোর জন্য ছায়ার আশ্রয়, প্রতিবন্ধী ভোটারদের জন্য উপযুক্ত র‍্যাম্প, বিচ্ছিন্ন ভোটকক্ষ এবং উপযুক্ত চিহ্নিতকরণ নিশ্চিত করতে বলেছে কমিশন। ভোটারদের সুবিতধার জন্য বুথের বাইরে চার ধরনের পোস্টার টাঙিয়ে দেবে কমিশন। সেখানে প্রার্থীদের নাম-সহ একাধিক খুঁটিনাটি তথ্য থাকবে। বুথের কাছে থাকবে ভোটার সহায়তা কেন্দ্রও। সেখানে বুথ স্তরের আধিকারিকদের (বিএলও) থাকতে বলা হয়েছে। কমিশন সূত্রে খবর, ভোটকেন্দ্রের ১০০ মিটার দূরত্বের মধ্যে মোবাইল ফোন হয় সুইচ অফ রাখতে হবে নয়তো বা সাইলেন্ট মোডে। ফোন জমা রেখে বুথে ঢুকতে পারবেন ভোটারেরা।

শিলিগুড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চে পুলিশ কমিশনার ও জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ মার্চ ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে সোমবার শিলিগুড়িতে রুট মার্চ করল কেন্দ্রীয় বাহিনী। এই কর্মসূচিতে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা এবং দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক (ডিএম) হরিশঙ্কর। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক, বিভিন্ন থানার আইসি ও ওসি এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর একটি বড় দল। সাধারণ মানুষের মনে নিরাপত্তা ও আস্থার পরিবেশ তৈরি করতে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এই রুট মার্চ চালানো হয়। শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা জানান, বর্তমানে শহরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাঁচটি কোম্পানি মোতায়েন রয়েছে। তিনি আরও বলেন, নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসবে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে। শহরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রাখা হয়েছে এবং প্রায় আটটি জায়গায় নাকা তল্লাশি চালানো হচ্ছে, যাতে যেকোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা রোধ করা যায়। ভোটাররা যাতে কোনও ভয়ভীতি ছাড়াই নির্বিঘ্নে ভোটদান করতে পারেন, সেই আশ্বাসও দেন তিনি। অন্যদিকে, দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক হরিশঙ্কর জানান, প্রশাসন পূর্ণ দায়বদ্ধতার সঙ্গে কাজ করছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় রেখে রুট মার্চ ও নজরদারি চালানো হচ্ছে। প্রতিটি এলাকার ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে, বিশেষ করে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় বাহিনী যৌথভাবে কাজ করছে। সাধারণ মানুষের যেকোনও অভিযোগ বা সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এই রুট মার্চের মাধ্যমে প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, নির্বাচনের সময় কোনও ধরনের বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা হবে না এবং নিরাপত্তার সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ কড়াকড়িভাবে কার্যকর থাকবে।

নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগে বিদ্ধ তৃণমূলের তারকা সাংসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ২৩ মার্চ ঃ ভোটের আবহে উত্তপ্ত বাংলার রাজনীতি, আর সেই আবহেই নতুন করে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে আসানসোলের তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিংয়ের সমর্থনে প্রচারে গিয়ে তাঁর নীল বাতির গাড়ি ব্যবহার ঘিরে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। বিরোধীদের দাবি, আদর্শ আচরণবিধি জারি থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের গাড়ি ব্যবহার স্পষ্টতই নিয়মবিরুদ্ধ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শিল্পাঞ্চলের রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে এবং তা ক্রমশ রাজনৈতিক তরজার রূপ নিচ্ছে। তবে অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের এই তারকা সাংসদ। শত্রুঘ্ন সিনহার দাবি, তিনি কোনওভাবেই নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন করেননি। তাঁর কথায়, গাড়িতে নীল বাতি লাগানো থাকলেও তা চালু ছিল না এবং সমস্ত প্রশাসনিক নিয়ম মেনেই তিনি প্রচারে অংশ নিয়েছেন। এই ঘটনাকে তিনি গুরুত্ব দিতে নারাজ এবং স্পষ্ট জানিয়েছেন, বিরোধীরা প্রচারে পিছিয়ে পড়ে ইচ্ছাকৃতভাবে ছোটখাটো বিষয়কে বড় করে দেখানোর চেষ্টা করছে। অন্যদিকে, এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। জামুড়িয়ার বিজেপি প্রার্থী ডা. বিজন মুখার্জি তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতার দম্ভে অন্ধ হয়ে নির্বাচনী বিধির তোয়াক্কা করছে না। একজন জনপ্রতিনিধি হয়ে নীল বাতির গাড়িতে প্রচার করা স্পষ্টতই বিধিভঙ্গ। এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানানো হবে। প্রয়োজনে আদালতেও যাবে নেতৃত্ব।

In the Court of Ld. Civil Judge (Jr. Div) 2nd Court, Rampurhat, Birbhum
Misc Letter of Administration Case no-01/2024

Petitioner- Anusree Chakraborty, W/O Late Sunity Chakraborty of vill Saradapally. Rampurhat, Ward no- 13, P.OP.S+ Ch- Rampurhat, Birbhum. Pin-731224. Mob-9732171522.

It is hereby informed that the above noted case, the above named petitioner is the legal heirs of Late Sunity Chakraborty S/o- Rashbihari Chakraborty of vill Saradapalli, Rampurhat, Ward no- 13, P.O P.S Ch-Rampurhat, Birbhum. Late Sunity Chakraborty was the owner and possessor of the schedule mentioned property and record of rights published in the name of Late Sunity Chakraborty and he died on 17/02/2015. Late Sunity Chakraborty during his life time has executed a Reg. Will on 13/01/2015, in favour of his wife Anusree Chakraborty i.e. old Plot no 9. Hal Plot no 22, measuring are 02 dec out of 04 dec where 800 sqr feet two storied pucca dwelling house situated of Mouza & P.S & Ch Rampurhat Dist.- Birbhum. If any person/persons have any objection against the said Will or any claim over the above noted property. please raised objection by your claim through agent or engaged Lawyer within 30 days from the paper publication, otherwise matter will be hard and disposed the matter accordingly.

Bijoy Kumar Singhe
Serestadar
Ld. Civil Judge (Jr. Div) 2nd Court, Rampurhat, Birbhum

ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ ২৪-সি-সিভি-টিএস-এনওকিউ-পিএফ-১; **তারিখ ঃ** ১৮-০৩-২০২৬; ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (বাণিজ্যিক), আলিপুরদুয়ার ডিভিশন, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের জেনারেল মাইনর ইউনিটে (জিএমইউ) ০৫ (পাঁচ) বছরের মেয়াদের জন্য **"ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা"** -এর জন্য খাদ্য ও ক্যাটারিং পরিষেবা প্রদানকারীদের থেকে প্রতিযোগিতামূলক, এক পর্যায়ের দুই-প্যাকেট পদ্ধতির ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন। **অবস্থান:** পিএফ-১; **ইউনিটের ধরন:** জিএমইউ; **স্টলের ধরন:** টি স্টল-১; অসংরক্ষিত ক্যাটাগরি; **ন্যূনতম মূল্য:** ৩,১৭,০৩৮/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৩১,৮০০/- টাকা; টেন্ডার **জমা** দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ০৯-০৪-২০২৬ তারিখের **১৬:০০** টা পর্যন্ত। এরপর টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার সংক্রান্ত নথিপত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

হারান নস্কর মহাশয় ইংরাজীর ১৫।০৩।২০১৮ তারিখে রহিম সেখ মহাশয়কে ০০১১৫ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়ার ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে ১, বর্তমানে এই দলিল বলে জুনেদ লস্কর মহাশয়কে ১৩৬০/২০২৬ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোনো ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- জগদীশপুর, জে এল-২, হাল দাগ নং- ১৩৬৯।

নোটিশ
আমমোক্তার নামা বলে রেকর্ড করিবার জন্য বিজ্ঞপ্তি

সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল রাকিবুল সেখ, পিতা- খোসনুর মহম্মদ, সাং- খোজারপাড়া, পোঃ- গনকর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, গত ইং ২০২৫ সালের ১৩০৮৩ নং বিক্রয় কবলা দলিল মূল্যে জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে Book IV-281/ 2018, Book IV-449/ 2017, Book IV-256/ 2018 ও Book IV-308/ 2018 নং ৪ টি আমমোক্তার দলিল মূল্যে মনোজ দাস এর নিকট হইতে সম্পত্তি ক্রয় করেন।

এই সম্পত্তিতে যদি কারো কোনো প্রকার অভিযোগ থাকে তাহলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে Raghunathganj-I, B.L & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করিবেন অন্যথায় পরবর্তীতে কোনো প্রকার অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

তপশীল

জেলা- মুর্শিদাবাদ, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, মৌজা- দক্ষিণপাড়া (১৩৬), দাগ নং ১৬০, ১৮২, ১৮৫, ১৮৭, পরিমাণ মোট ২২.৫০ শতক।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-৪৪-২৫, তারিখঃ ১৯.০৩.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং. ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-৪৪-২৫-এর পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **স্থান সহ কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনের অধীনে আইসোলেটেড সেকশনে ট্রেনের প্রবেশের সুরক্ষার জন্য স্টপ সিগন্যালের পরে ইন্স্যুলেটেড ওভারল্যাপ স্থানান্তর সম্পর্কিত ২৫ কেভি ওএইচই কাজ। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৮৯,০৭,৪১১.৭০ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবেঃ** ২,৪৪,৫০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১০.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলাঃ** টেন্ডার বন্ধের পরে যে কোনও সময় টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/ স্পেসিফিকেশনের জন্য টেন্ডারদাতারা **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।

HWH-704/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি)/ সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর ডিভিসন কর্তৃক নিম্নলিখিত বিশদ অনুসারে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। যোগ্য ঠিকাদারগণকে কেবলমাত্র অনলাইনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে বলা হচ্ছে। কোনো অফলাইন দরপ্রস্তাব এই টেন্ডারের জন্য গৃহীত হবে না। বিশদের জন্য নথি অংশে আপলোড করা টেন্ডার নথি ভালোভাবে পড়ে নিতে হবে। **ক্রম নং, টেন্ডার নোটিস নং এবং কাজের নাম** নিম্নরূপ ঃ **১. ইলেক্ট-সিএইচজি-ওটি-২৬-২৭-লিফট।** এক বছরের মেয়াদের জন্য শালিমার এবং সাঁতরাগাছি স্টেশনে লিফ্‌ট এবং এসক্যালেটর পরিচালনা ও নজরদারি করার জন্য প্রহরার ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮২,১৭,২০২.৭০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ১,৬৪,৪০০ টাকা। **২. ইলেক্ট-সিএইচজি-২৫-২৬-পিএলএটিইএক্সটি ৪৫।** আন্দুল স্টেশনে সম্প্রসারিত অংশে প্ল্যাটফর্ম আচ্ছাদনকারী শেড-এর সম্প্রসারণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ ও অন্যান্য সুবিধা এবং বাউড়িয়া স্টেশনে সম্প্রসারিত অংশে প্ল্যাটফর্ম আচ্ছাদনকারী শেড-এর সম্প্রসারণ ও অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৪৮,৮৪,১৬৩.৩৮ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৪,৯৭,৭০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.০৪.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in**-এ প্রদত্ত হয়েছে। **(PR-1336)**

ইলেকট্রিক্যাল টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/টিআরডি/৬৫_২৫-২৬/কে, তারিখঃ ১৮-০৩-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ইএল_টিআর_৬৫_২৫-২৬, **কাজের নামঃ** নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজঃ- "জালালগড়ে - লাইন নং. ০৩ পাশে ডিরেক্ট রিসেপশন এবং ডিসপ্যাচ ফেসিলিটির সাথে একটি গুড্‌স লাইন-এর নির্মাণ।" টেন্ডার মূল্যঃ ৯৭,০২,৭৩৬.৯৭ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,৯৪,১০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১০-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১০-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি ও জিএস/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত অনলাইন সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ভারতীয় সেনা অগ্নিপথ প্রকল্প এবং নিয়মিত ক্যাডার নিবন্ধন

১. ভারতীয় সেনা অগ্নিপথ প্রকল্প এবং নিয়মিত ক্যাডারের জন্য ২০২৬-২৭ সালের নিয়োগ বছরের জন্য অনলাইন সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার (CEE) জন্য নিবন্ধন **১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ০১ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত** শুরু হয়েছে। যোগ্য প্রার্থীরা **www.joinindianarmy.nic.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। নিবন্ধন এবং আবেদন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার ভিডিও ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

২. প্রার্থীদের প্রথমে একটি অনলাইন সিইই -তে অংশগ্রহণ করতে হবে, যা একটি কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা হবে। অনলাইন সিইই- তে অংশগ্রহণের জন্য প্রতিটি প্রার্থীকে ২৫০ /- টাকা পরীক্ষার ফি দিতে হবে। অনলাইন সিইই ২০২৬ সালের জুন মাসে নির্ধারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অনলাইন সিইই-এর জন্য নির্ধারিত তারিখগুলি পরে ঘোষণা করা হবে। অনুগ্রহ করে **www.joinindianarmy.nic.in** দেখুন।

৩. কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, হাওড়া, কলকাতা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা এবং সিকিমের অগ্নিবীর জিডি (মহিলা সামরিক পুলিশ) জেলার প্রার্থীরা কলকাতার রিক্রুটিং অফিস (সদর দপ্তর) এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। **যোগাযোগ নম্বর ০৩৩২২২৩৬৮৮১।**

SCAN TO JOIN

এক বছরের মধ্যে ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গল-সভাপতির প্রতিশ্রুতি

২৩ মার্চ ঃ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের আবেগ, ইতিহাস এবং প্রত্যাশা-সব মিলিয়ে লাল-হলুদ শিবিরে আবার নতুন করে আশার সঞ্চার হল এক বিশেষ দিনে। রবিবার, ক্লাবের অন্যতম সংগঠক ও নবরূপকার দীপক (পল্টু) দাসের ২৫তম প্রয়াণবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উঠে এল ব। প্রতিশ্রুতি, পাশাপাশি আত্মসমালোচনাও। ধনধান্য অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ইস্টবেঙ্গল সভাপতি মুরারিলাল লোহিয়া ঘোষণা করলেন-এক বছরের মধ্যেই ভারতসেরা দল হয়ে উঠবে ইস্টবেঙ্গল। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পল্টু দাসের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লোহিয়া বলেন, তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো এত দেরি হত না। তবে আমরা তাঁর স্বপ্ন পূরণ করবই। ইস্টবেঙ্গলকে দেশের সেরা দল বানানোই এখন আমাদের লক্ষ্য। এই বক্তব্যে স্পষ্ট, ক্লাব প্রশাসন এখন বড় কিছু করার মানসিকতা নিয়েই এগোতে চাইছে। তবে বাস্তব চিত্র এখনও সেই জায়গায় পৌঁছায়নি। গত কয়েক বছরে সর্বভারতীয় স্তরে ইস্টবেঙ্গলের সাফল্য সীমিত। ২০২৪ সালে ওড়িশা এফসি-কে হারিয়ে সুপার কাপ জয়ের স্মৃতি থাকলেও, ধারাবাহিক সাফল্যের অভাব স্পষ্ট। চলতি আইএসএল মরশুমেও দল শুরুটা ভালো করলেও পরে ছন্দ হারিয়েছে। প্রথম দুই ম্যাচ জয়ের পর টানা তিন ম্যাচে পয়েন্ট খোয়ানোয় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে দলের স্থিরতা নিয়ে। এই প্রেক্ষাপটে অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রাক্তন অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়ার মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ‘ বিচ্ছে’ নামে পরিচিত এই ভারতীয় ফুটবল কিংবদন্তি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, বর্তমান আইএসএল দলের সঙ্গে ক্লাবের মূল কাঠামোর একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে। এই ব্যবধান যত দ্রুত সম্ভব কমাতে হবে। সবকিছু এক ছাদের তলায় আনা জরুরি। বাইচুংয়ের এই মন্তব্য আসলে ইস্টবেঙ্গলের দীর্ঘদিনের একটি সমস্যার দিকেই ইঙ্গিত করে-ক্লাব প্রশাসন, দল পরিচালনা এবং মাঠের পারফরম্যান্সের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। আধুনিক ফুটবলে যেখানে পেশাদার কাঠামো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে এই বিচ্ছিন্নতা বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। অনুষ্ঠানে ‘ জ্যোতি’ সম্মানে সম্মানিত করা হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের। ফুটবল ও ক্রিকেটে অবদানের জন্য সম্মান পান অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. সমিত রায়। এছাড়া অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. রাজা ধর এবং আইনজীবী জয়ন্ত মিত্রকেও সম্মানিত করা হয়। সমাজসেবামূলক উদ্যোগ হিসেবে ‘ বিযন্ড ক্যানসার ট্রাস্ট’-এর হাতে এক লক্ষ টাকার অনুদান তুলে দেওয়া হয়। এদিন সাফ ক্লাব কাপ জয়ী ইস্টবেঙ্গল মহিলা দলকেও সংবর্ধনা জানানো হয়। দলের সাফল্যকে সামনে রেখে ভবিষ্যতে মহিলা ফুটবলেও আরও জোর দেওয়ার ইঙ্গিত দেয় ক্লাব কর্তৃপক্ষ। উপস্থিত ছিলেন কোচিং স্টাফের সদস্য অ্যান্থনি আন্ড্রুজ এবং ম্যানেজার মৌমি পাল। তবে মাঠের বাইরের এই ইতিবাচক বার্তার মাঝেও দলের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা অস্বীকার করা যাচ্ছে না। সম্প্রতি কোচ অস্কার ব্রুজো প্রকাশ্যে ক্লাব কর্তাদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে কৌশল বা প্রতিপক্ষ নিয়ে আলোচনা না করে তিনি প্রশাসনিক বিষয় নিয়েই সরব হন। ফলে ম্যাচের চেয়ে সেই বিতর্কই বেশি গুরুত্ব পায়। যদিও ক্লাব ম্যানেজমেন্ট আপাতত ব্রুজোর ওপর আস্থা রাখছে, তবুও এই পরিস্থিতি দলের মনোবল ও পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সামনে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ-মহামেডানের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচ শুধু পয়েন্টের লড়াই নয়, বরং দল হিসেবে নিজেদের পুনর্গঠনেরও পরীক্ষা। সব মিলিয়ে, ইস্টবেঙ্গল এখন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে।

আইপিএল নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে পারে বাংলাদেশ!

২৩ মার্চ ঃ ভারতের সঙ্গে টানাপো।নের আবহে নেওয়া কঠোর সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার ইঙ্গিত দিল বাংলাদেশ। ইন্ডিযান প্রিমিযার লিগ (আইপিএল) সম্প্রচার, বিজ্ঞাপন ও প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ঢাকা। সেই সিদ্ধান্তই এখন পুনর্বিবেচনার পথে। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের তারকা পেসার মুস্তাফিজুর রহমান-কে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার পর তকালীন অন্তর্বর্তী সরকার, যার নেতৃত্বে ছিলেন মহম্মদ ইউনুস, এই নিষেধাজ্ঞা জারি করে। একপ্রকার ‘ প্রতিক্রিয়া’ হিসেবেই এই পদক্ষেপ দেখা হয়েছিল। তবে সেই সিদ্ধান্তেই এখন বিপাকে পড়েছে বাংলাদেশ। আইপিএলের মতো জনপ্রিয় লিগ থেকে দূরে থাকার ফলে সম্প্রচার, বিজ্ঞাপন এবং ক্রিকেট অর্থনীতিতে বড় ধাক্কা লেগেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এমনকি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সূচীতেও প্রভাব প।ছে বলে সূত্রের খবর। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে অবস্থান বদলের ইঙ্গিত দিয়েছেন দেশের যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী আমিনুল হক। তিনি জানিয়েছেন, ঈদের পর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড-এর সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সব মিলিয়ে, কূটনৈতিক দূরত্ব কমিয়ে আবারও ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার দিকেই কি এগোচ্ছে বাংলাদেশ-সেই প্রশ্নই এখন ঘোরাফেরা করছে ক্রিকেট মহলে।

‘ভারতের আতিথ্যের সুবিধা নেবেন না’

আইপিএল প্লেয়ারদের কাঁচা কপালে তোপ সুনীল গাভাসকরের

মুম্বই, ২৩ মার্চ ঃ ২০২৬ সালের আইপিএল শুরু হতে না হতেই শুরু হয়েছে প্লেয়ারদের চোট-আঘাত ও ব্যক্তিগত কারণে দলবদলের ধাঁধাঁ। এর মধ্যেই ভারতের কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান সুনীল গাভাসকর সরাসরি সতর্ক করে দিয়েছেন, ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর প্রতি ভারতীয় আতিথ্যের সুযোগ কেউ যেন নেওয়ার চেষ্টা না করে। গাভাসকরের বক্তব্য, অনেক বিদেশি প্লেয়ার ঠিকমত ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর দায়িত্ব মেনে চলছেন না, যা দল ও লিগের জন্য সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গভীর পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের পেসাররা আইপিএলের মধ্যে নিজেরা ‘ খেলার পরিকল্পনা করছেন। যেমন, অস্ট্রেলিয়ার মিচেল স্টার্ক এখনও দিল্লি ক্যাপিটালসের জন্য খেলার ছাড়পত্র পাননি। স্টার্ক পুরো মরশুম খেলবেন কি না, তা নিশ্চিত নয় কারণ ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ‘ অবজেকশন সার্টিফিকেট’ দিতে রাজি নয়। এদিকে, জশ হ্যাজেলউড যদিও সুস্থ, তবে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে তাকে পুরো মরশুম খেলতে বাধ্য করা সম্ভব হচ্ছে না। নিউজিল্যান্ডের লকি ফার্গুসন বাবা হবার কারণে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে চান, ফলে তাঁর খেলার সময়ও সীমিত। গাভাসকরের বক্তব্য, অনেক ফ্র্যাঞ্চাইজি তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী দল সাজিয়েছে। কিন্তু কিছু প্লেয়ার ব্যক্তিগত কারণে অথবা চোট দেখিয়ে দল ছেড়ে দিচ্ছে। এটি ভারতীয় আতিথ্যের উপর অত্যন্ত অনুকরণীয় আচরণ। কেউ যেন সুযোগ নেয় না। তিনি আরও বলেন, কোনও প্লেয়ার আগে থেকেই ফ্র্যাঞ্চাইজিকে জানিয়েছে না যে সে

পুরো মরশুম খেলতে পারবে না। এটি দল ও লিগের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করছে। ভারতীয় ভদ্রতার সুযোগ নিতে নয়, দায়িত্বশীল হতে হবে। আইপিএল বিশ্লেষক আকাশ চোপড়া মনে করছেন, ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর উচিত আরও ভালভাবে প্লেয়ারদের ম্যানেজ করা। তিনি বলেন, যদি একজন ক্রিকেটার ১৪ ম্যাচের চুক্তিতে আছেন, কিন্তু ৭ ম্যাচের পর চলে যান, তবে ফ্র্যাঞ্চাইজি বিপদে পড়ে। এই ধরনের পরিস্থিতি প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য সমস্যার কারণ। উদাহরণস্বরূপ, লকি ফার্গুসনকে ২ কোটি টাকায় পাঞ্জাব কিনেছে, কিন্তু পুরো মরশুম খেলতে না পারলে দলকে নতুন সমাধান করতে হবে। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর দায়িত্ব শুধু দল গড়াই নয়, বরং বিদেশি খেলোয়াড়দের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গতি রাখা। গাভাসকরের মত শীর্ষ ক্রিকেটাররা মনে করান, আইপিএল শুধু একটি বাণিজ্যিক লিগ নয়, এটি ভারতের আতিথ্য ও নিয়ম-কানুনের উপর ভিত্তি করে চলে। ফলে, বিদেশি প্লেয়াররা যেমন খেলতে আসবেন, তেমনি দায়িত্বশীল আচরণও পালন করতে হবে। এবারের মরশুমে এই বিষয়গুলো আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ, আগের মরশুমের মতো কোনও চূড়ান্ত ম্যাচ বা খণ্ডকালীন অবসান ঘটলেও দলের কৌশল ব্যাহত হতে পারে। ফ্র্যাঞ্চাইজিরা খেলোয়া।দের প্রস্তুতি, চোট এবং ব্যক্তিগত কারণ বিবেচনা করে কৌশল সাজাচ্ছেন। কিন্তু সেই প্রস্তুতি যদি প্লেয়ারদের আচরণের কারণে ব্যর্থ হয়, তবে লিগের প্রতিযোগিতা ও মানহানি দুইই ঘটে। সাম্প্রতিক ঘটনায় দেখা গেছে, অনেক বিদেশি পেসার মাঠে না থাকার কারণে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে নতুন খেলোয়া। খুঁজতে হচ্ছে। ফলে টিমের ব্যালান্স ও খেলার পরিকল্পনায় ব্যাঘাত তৈরি হচ্ছে। গাভাসকরের মত অভিজ্ঞ ক্রিকেটাররা মনে করান, ভারতের ক্রিকেট এবং আইপিএলের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে।

চোটে বিপর্যস্ত কেকেআর, আর সিএসকে মঞ্চে হাসিমুখে ডোয়েন ব্র্যাভো-ক্ষোভ নাইট সমর্থকদের

২৩ মার্চ ঃ আইপিএল মরশুম শুরু হওয়ার আগেই বড়সড় চাপে পড়ে গেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর)। একের পর এক চোটের ধাক্কায় দলের অবস্থা কার্যত নড়বড়ে। প্রথম একাদশ সাজানোই যেখানে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেই সময় দলের মেন্টর ডোয়েন ব্র্যাভোর একটি পদক্ষেপ ঘিরে তৈরি হয়েছে তীব্র বিতর্ক। পুরনো দল চেন্নাই সুপার কিংস (সিএসকে)-এর অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি মেনে নিতে পারছেন না অনেক কেকেআর সমর্থক। চেন্নাইয়ে সম্প্রতি ‘ ২৬’ নামে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সিএসকে। আইপিএলের নতুন মরশুম শুরুর আগে দলকে ঘিরে আবেগ তৈরি করতেই এই আয়োজন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি, সুরেশ রায়না, অম্বাতি রায়ডু, ম্যাথু হেডেন এবং মুথাইয়া মুরলীধরনের মতো সিএসকে-র প্রাক্তন ও বর্তমান তারকারা। সেই ভি।হে দেখা যায় ডোয়েন ব্র্যাভোকে-হাসিমুখে, স্বচ্ছন্দে, পুরনো সতীর্থদের সঙ্গে সময় কাটাতে। সিএসকে-র সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত ছবিতে ‘ পোড়ু’ স্লোগানের সামনে ব্র্যাভোর উপস্থিতি আরও চোখে পড়ে। শুধু তাই নয়, রায়ডুর সঙ্গে খুনসুটিতেও মেতে উঠতে দেখা যায় তাঁকে। আর এই দৃশ্যই যেন আগুনে ঘি ঢেলে দেয় নাইট সমর্থকদের ক্ষোভে। কারণ, এই সময়টা কেকেআরের জন্য অত্যন্ত স্পর্শকাতর। দলের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পেসার চোটের কারণে ছিটকে গেছেন। আকাশ দীপ ইতিমধ্যেই টুর্নামেন্টের বাইরে। পাশাপাশি মাথিশা পাথিরানা ও হর্ষিত রানার মতো গুরুত্বপূর্ণ বোলাররাও অনুপস্থিত। ফলে পেস আক্রমণে এখন ভরসা রাখতে হচ্ছে বৈভব অরোরা এবং ব্লেসিং মুজারাবানির মতো সীমিত বিকল্পের ওপর। এই পরিস্থিতিতে দলের মেঃ টরের কাছ থেকে আরও বেশি

মনোযোগ ও উপস্থিতি আশা করেছিলেন সমর্থকরা। কিন্তু তার বদলে তাঁকে প্রতিপক্ষ দলের অনুষ্ঠানে দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন অনেকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয় তীব্র সমালোচনা। কেউ কটাক্ষ করে তাঁকে ‘ গুপ্তচর’ বলছেন, কেউ আবার সরাসরি জানাচ্ছেন-ওখানেই থেকে যান, ফেরার দরকার নেই। এমনও মন্তব্য এসেছে-দলে খেলোয়াড় কম ছিল, এখন মেন্টরও নেই! এই ক্ষোভের পেছনে আবেগ যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে দলের বর্তমান দুরবস্থার হতাশাও। সমর্থকদের একাংশের মতে, যখন দল চোট সমস্যায় জর্জরিত, তখন মেন্টরের উচিত ছিল দলের সঙ্গেই থাকা এবং সমস্যার সমাধান খোঁজায় মন দেওয়া। এর মধ্যেই ব্র্যাভোকে ঘিরে আরেকটি বিতর্ক সামনে আসে। সম্প্রতি কেকেআরের এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এমন একটি মন্তব্য করে বসেন, যা শুনে অনেকেই চমকে যান। মাইক অন থাকা অবস্থাতেই তিনি ব্যক্তিগত একটি মন্তব্য করেন, যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পরে অধিনায়ক অজিঙ্কা রাহানে তাঁকে মনে করিয়ে দেন যে মাইক চালু রয়েছে। সব মিলিয়ে, মাঠের বাইরে ব্র্যাভোর আচরণ এখন কেকেআর শিবিরে অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও ব্র্যাভো দীর্ঘদিন সিএসকে-র হয়ে খেলেছেন এবং সেই দলের সঙ্গে তাঁর আবেগ জ।য়ে থাকা স্বাভাবিক, তবুও বর্তমান দায়িত্বের জায়গা থেকে তাঁর এই পদক্ষেপ কতটা যুক্তিযুক্ত-সেই প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। অন্যদিকে, কেকেআরের জন্য এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল দ্রুত নিজেদের গুছিয়ে নেওয়া। চোট সমস্যার মধ্যেও সেরা দল গঠন করা এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা-এই লক্ষ্যেই এগোতে হবে তাদের। তবে মাঠের লড়াইয়ের পাশাপাশি, ড্রেসিংরুমের পরিবেশও যে সমান গুরুত্বপূর্ণ, তা নতুন করে মনে করিয়ে দিল এই ঘটনা। আইপিএলের মতো উচ্চমানের প্রতিযোগিতায় প্রতিটি ছোট সিদ্ধান্তও বড় প্রভাব ফেলতে পারে। আর সেই কারণেই, ব্র্যাভোর এই পদক্ষেপ শুধু একটি সাধারণ উপস্থিতি নয়-বরং তা এখন কেকেআর সমর্থকদের কাছে দায়বদ্ধতা এবং অগ্রাধিকারের প্রশ্ন হয়ে দাঁ।য়িছে।

তারকা ঠাসা ব্যাটিং, কিন্তু স্পিনেই বড় চিন্তা-নতুন মরশুমে কতটা প্রস্তুত মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স?

২৩ মার্চ ঃ আইপিএলের নতুন মরশুম শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই। ২৮ মার্চ থেকে শুরু হতে চলেছে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় টি-টোয়েন্টি লিগ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। প্রতি বছরের মতো এবারও সব ফ্র্যাঞ্চাইজি নিজেদের দল গুছিয়ে তৈরি। আর সেই তালিকায় বরাবরের শক্তিশালী নাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-যারা পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন হয়েও গত কয়েক মরশুমে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। গতবার হার্দিক পান্ডিয়া-র নেতৃত্বে দল প্লে-অফে উঠলেও ট্রফি অধরা থেকে যায়। এবার সেই আক্ষেপ মেটাতেই আরও শক্তিশালী স্কোয়াড নিয়ে নামছে মুম্বই। কিন্তু কাগজে-কলমে শক্তিশালী দল মানেই সাফল্য-এমন নিশ্চয়তা নেই। তাই এক নজরে দেখে নেওয়া যাক মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের শক্তি ও দুর্বলতা। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স মানেই সবসময় শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপ। এবছরও সেই ঐতিহ্য বজায় রয়েছে। দলে রয়েছেন Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Tilak Varma এবং অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া-যারা প্রত্যেকেই ম্যাচ ঘোরানোর ক্ষমতা রাখেন। রোহিতের অভিজ্ঞতা এবং সূর্যকুমারের ৩৬০-ডিগ্রি ব্যাটিং মুম্বইয়ের টপ অর্ডারকে ভয়ংকর করে তুলতে পারে। অন্যদিকে, তিলক বর্মা ইতিমধ্যেই নিজেকে নির্ভরযোগ্য মিডল অর্ডার ব্যাটার হিসেবে প্রমাণ করেছেন। ফলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যাটিংয়ে গভীরতা রয়েছে। ওপেনিং জুটিতে রোহিতের সঙ্গী হিসেবে দেখা যেতে পারে Quinton de Kock অথবা Ryan Rickelton-কে। দু’জনেই স্বভাবতই আক্রমণাত্মক ব্যাটার, যারা পাওয়ারপ্লেতে ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে নিতে পারেন। এর ফলে প্রথম ছ’ওভারে বড় স্কোর তোলার সম্ভাবনা প্রবল। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে যেখানে দ্রুত রান তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে এই ওপেনিং জুটি মুম্বইকে বাড়তি সুবিধা দেবে। মিডল ও লোয়ার মিডল অর্ডারে রয়েছে দারুণ ফিনিশিং ক্ষমতা। অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া নিজেই একজন প্রমাণিত ফিনিশার। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন Will Jacks এবং

নমন ধীর-যারা দ্রুত রান তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। শেষ পাঁচ ওভারে ম্যাচের মোড় ঘোরানোর মতো ব্যাটার থাকার কারণে মুম্বই যেকোনো অবস্থান থেকে ম্যাচে ফিরতে সক্ষম। বোলিং বিভাগেও মুম্বই কম শক্তিশালী নয়। Jasprit Bumrah-র মতো বিশ্বের অন্যতম সেরা পেসার রয়েছেন দলে। তাঁর সঙ্গে নতুন বলে আক্রমণ শানাতে পারেন Trent Boult এবং Deepak Chahar ডেথ ওভারে বুমরাহর দক্ষতা এবং পাওয়ারপ্লেতে বোল্টের সুইং-এই জুটি প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলতে পারে। পাশাপাশি Shardul Thakur অলরাউন্ডার হিসেবে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবেন। যেখানে ব্যাটিং ও পেস বোলিং শক্তিশালী, সেখানেই সবচেয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন স্পিন বিভাগে। Mitchell Santner এবং Mayank Markande থাকলেও তাঁদের ধারাবাহিকতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। আইপিএলের অনেক ম্যাচই স্পিন-বান্ধব উইকেটে হয়, বিশেষ করে মাঝের ওভারগুলোতে স্পিনারদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই জায়গায় যদি মুম্বই দুর্বলতা দেখায়, তাহলে ম্যাচ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। মুম্বইয়ের স্কোয়াডে একাধিক অলরাউন্ডার রয়েছে, যা একদিকে শক্তি হলেও অন্যদিকে ঝুঁকিও তৈরি করে। যদি হার্দিক পান্ডিয়া বা অন্যান্য অলরাউন্ডাররা ব্যাট-বল দু’দিকেই ব্যর্থ হন, তাহলে দলের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। সব মিলিয়ে, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এবছর কাগজে-কলমে অন্যতম শক্তিশালী দল। ব্যাটিং গভীরতা, শক্তিশালী পেস আক্রমণ এবং অভিজ্ঞ খেলোয়াড়-সবই রয়েছে। তবে স্পিন বোলিং এবং ধারাবাহিকতার অভাব ব। চ্যালেঞ্জ হতে পারে। যদি সেই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারে, তাহলে আবারও ট্রফির দৌড়ে অন্যতম ফেভারিট হয়ে উঠতে পারে মুম্বই। শেষ পর্যন্ত, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ফর্ম, পরিস্থিতি এবং ম্যাচের দিনে পারফরম্যান্সই নির্ধারণ করে ফলাফল। তাই এখন দেখার-এই তারকা ঠাসা দল মাঠে সেই সামর্থ্য প্রমাণ করতে পারে কি না।

ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলতে মরিয়া বাংলাদেশ, আয়ারল্যান্ড সফর বাতিলের নেপথ্যে কূটনৈতিক বার্তা?

২৩ মার্চ ঃ দক্ষিণ এশিয়ার ক্রিকেট মানচিত্রে নতুন এক সমীকরণ তৈরি হতে চলেছে। এক সময় যে বাংলাদেশ ভারতবিরোধী অবস্থানের কারণে ‘ নীতির পথে হাঁটছিল, সেই দেশই এখন ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলতে আগ্রহী। সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে স্পষ্ট, কূটনীতি ও ক্রিকেট আবারও একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। আর এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় ইঙ্গিত মিলছে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে নির্ধারিত সিরিজ বাতিলের সিদ্ধান্তে। সূচি অনুযায়ী, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনটি ওয়ানডে এবং তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার কথা ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু আয়ারল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের ঘোষিত সূচিতে এই সিরিজের কোনও উল্লেখ নেই। ফলে কার্যত বাতিলই হয়েছে এই সফর। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এটিকে ‘ বলা হচ্ছে, তবুও এর পেছনের কারণ নিয়ে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্তা জানিয়েছেন, একই সময়ে ভারতের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ হওয়ার কথা রয়েছে। সেই কারণেই আয়ারল্যান্ডকে বিকল্প সময়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা রাজি না হওয়ায় সিরিজটি আপাতত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি যাতায়াত সংক্রান্ত কিছু সমস্যার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বিষয়টি শুধুই ক্রিকেটীয় নয়, এর সঙ্গে জ।য়ে রয়েছে বৃহত্তর রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রেক্ষাপট। গত কয়েক বছরে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের মধ্যে যে টানাপেড়েন তৈরি হয়েছিল, তা এখন অনেকটাই বদলাতে শুরু করেছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। বিশেষ করে বাংলাদেশে নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্ব আসার পর থেকে সেই পরিবর্তন আরও স্পষ্ট।আগের সরকারের সময় ভারতকে ঘিরে যে ‘ মনোভাব তৈরি হয়েছিল, তা ক্রী।ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলেছিল।

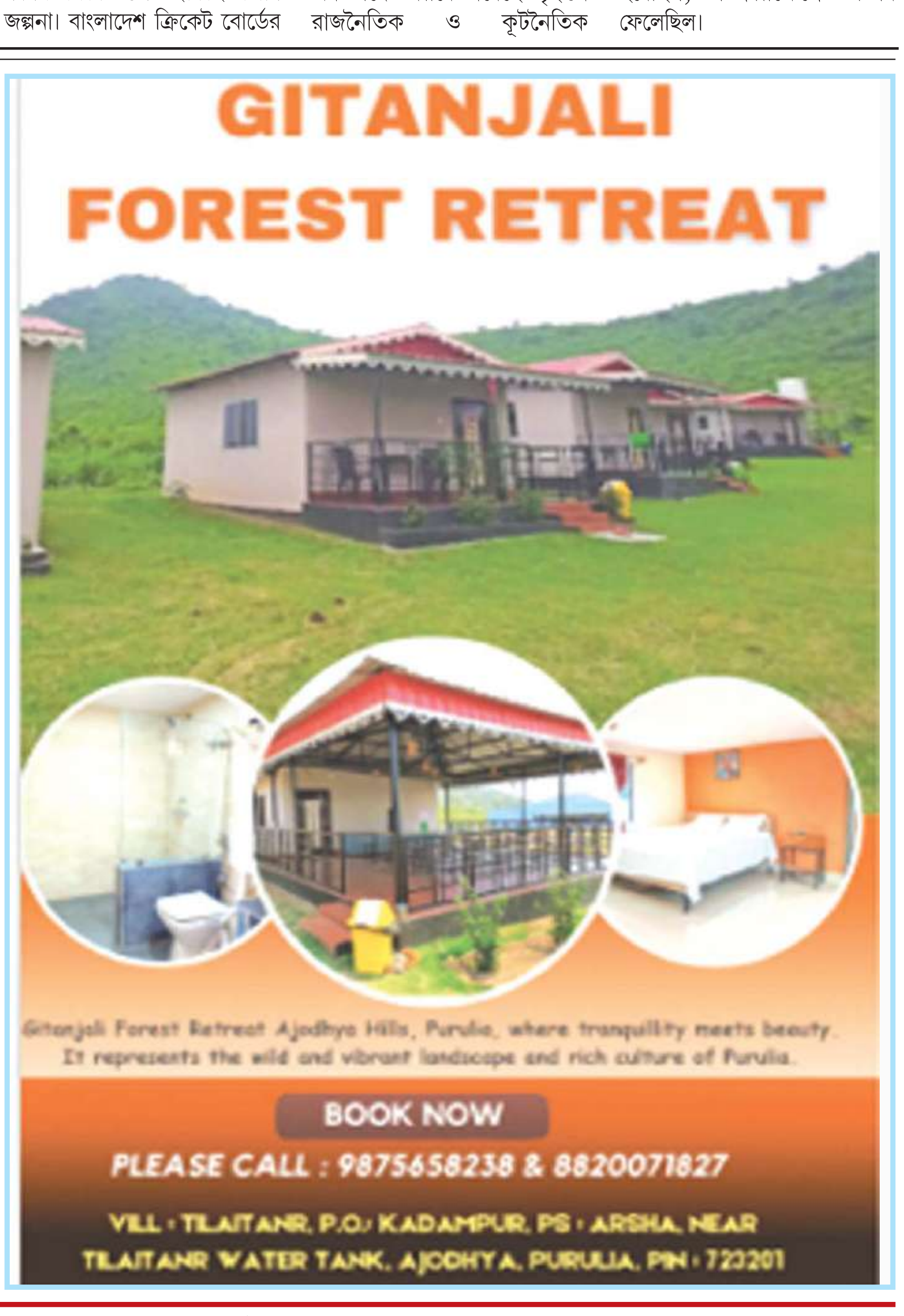

পাকিস্তানে খেলতে গেলে ‘নিজ দায়িত্বে’-স্টিভ স্মিথ-ওয়ার্নারদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা

২৩ মার্চ ঃ পাকিস্তান সুপার লিগ শুরুর আগেই বড়সড় নিরাপত্তা সঙ্কটের মুখে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। বিদেশি ক্রিকেটারদের উদ্দেশে সরাসরি হুমকি দিয়েছে জঙ্গিগোষ্ঠী জামাত-উল-আহরার। তাদের বার্তা স্পষ্ট-পাকিস্তানে খেলতে এলে নিজেদের ঝুঁকিতে আসতে হবে। এই হুমকির জেরে আসন্ন পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) ঘিরে তৈরি হয়েছে তীব্র উদ্বেগ। আগামী ২৬ মার্চ থেকে শুরু হওয়ার কথা পিএসএলের নতুন মরসুম। এই টুর্নামেন্টে প্রতিবছরই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তারকা ক্রিকেটাররা অংশ নেন। এবছরও স্টিভ স্মিথ, ডেভিড ওয়ার্নার এবং ড্যারিল মিচেল-এর মতো নামী খেলোয়া।দের অংশগ্রহণের কথা ছিল। কিন্তু জঙ্গি হুমকির পর তাঁদের পাকিস্তানে যাওয়া নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে।

জানা গিয়েছে, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান-এর সহযোগী সংগঠন জামাত-উল-আহরার একটি বিবৃতিতে বিদেশি ক্রিকেটারদের সতর্ক করে দিয়েছে। তাদের বক্তব্য, পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি ক্রিকেট আয়োজনের জন্য নিরাপদ নয়। যদিও তারা সরাসরি ক্রিকেটের বিরোধিতা করছে না, কিন্তু এই মুহূর্তে দেশে টুর্নামেন্ট আয়োজনকে ‘ বলে দাবি করেছে। পাকিস্তানের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, খাইবার পাখতুনখোয়া ও বালোচিস্তান অঞ্চলে চলা সহিংসতায় বহু মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে একটি বড় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন করা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়ার সমান। তাই বিদেশি ক্রিকেট বোর্ডগুলোকেও সতর্ক করা হয়েছে-এই পরিস্থিতিতে তাঁদের খেলোয়াড়দের পাকিস্তানে পাঠানো উচিত হবে না। সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক হল, ওই জঙ্গিগোষ্ঠী সরাসরি জানিয়েছে-যদি কোনও বিদেশি ক্রিকেটার পাকিস্তানে আসেন, তবে তাঁদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে নিজেদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে। এই ধরনের হুমকি আন্তর্জাতিক ক্রীড়াজগতে বড়সড় প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মনে করছেন

বিশেষজ্ঞরা। এমনিতেই পিএসএল আয়োজন নিয়ে নানা সমস্যার মধ্যে রয়েছে পাকিস্তান। মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাব প।ছে জ্বালানি সরবরাহে, যার ফলে তেলের সংকট দেখা দিয়েছে। তার জেরে লিগ পরিচালনায় একাধিক বিধিনিষেধ আরোপ করতে হয়েছে। এর পাশাপাশি, অনেক বিদেশি ক্রিকেটার ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল)-এর ডাক পেয়ে ভারতে চলে যাচ্ছেন, যা পিএসএলের আকর্ষণ কমিয়ে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে জঙ্গি হুমকি আরও বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা দিচ্ছে। কারণ, অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ফিরিয়ে আনতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের কারণেই বহু বছর বিদেশি দল সেখানে খেলতে যেতে চায়নি। অনেক প্রচেষ্টার পর পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছিল, কিন্তু নতুন করে এই হুমকি সেই অগ্রগতিকে প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে। উল্লেখযোগ্যভাবে, জামাত-উল-আহরার ২০১৪ সালে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গঠিত হয়েছিল। পরে তারা আবার টিটিপি-র সঙ্গে যুক্ত হয়। পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী এলাকায় এই সংগঠন অত্যন্ত সক্রিয়। পাকিস্তান সরকার ইতিমধ্যেই তাদের একটি জঙ্গিগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য ‘ রাষ্ট্র’ প্রতিষ্ঠা এবং খিলাফত আঃদোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। অতীতে পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে তারা একাধিক রক্তক্ষয়ী হামলার সঙ্গে জড়িত ছিল। ফলে তাদের হুমকিকে হালকাভাবে নিচ্ছে না কেউই। বর্তমানে প্রশ্ন উঠছে-এই পরিস্থিতিতে বিদেশি ক্রিকেটাররা আদৌ পাকিস্তানে খেলতে যাবেন কি না। একইসঙ্গে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বোর্ডগুলিও নতুন করে নিরাপত্তা মূল্যায়ন করতে বাধ্য হবে। শুধু পিএসএল নয়, ভবিষ্যতে পাকিস্তানে কোনও আন্তর্জাতিক সিরিজ আয়োজন নিয়েও সংশয় তৈরি হতে পারে। সব মিলিয়ে, পিএসএলের আগে এই জঙ্গি হুমকি পাকিস্তানের ক্রীড়াক্ষেত্রের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন দেখার, পাকিস্তান সরকার এবং ক্রিকেট বোর্ড কী পদক্ষেপ নেয়। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তারা কতটা সক্ষম হয়, সেটাই নির্ধারণ করবে এবারের পিএসএল আদৌ পরিকল্পনা মতো অনুষ্ঠিত হবে কি না।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com